উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৭৫,৯৩৯.১৮ (-২৮.২১)

নিফটি : ২২,৯৩২.৯০ (-১২.৪০)

সংগমের জল পানের যোগ্য!

প্রয়াগরাজে ত্রিবেণি সংগমের জলের দূষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকে খারিজ করে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, সংগমের জল পানেরও যোগ্য। » ৭

শংকরের কাছে আর্জি

ভারত-ভুটান নদী কমিশন তৈরি করতে কেন্দ্রের কাছে দরবারের জন্য বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছে আবেদন জানালেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৫°	৩০°	১৩°	৩০°	১৫°	৩০°	১৪°

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রেখা » ৭

৭ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 20 February 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 272

হুজুরের মেলার গোলাপে সম্প্রীতির গন্ধ

একই বৃন্তে দুটি কুসুম

ধর্ম নিয়ে গেল গেল রব তুলে যখন রাজনীতির কারবারিরা ফায়দা তুলতে ব্যস্ত তখন হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় অন্য ছবি। মিলেমিশে প্রার্থনা সব ধর্মের মানুষের, যা দিশা দেখাচ্ছে অন্ধকারে।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

হলদিবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কপালে তিলকের মাঝে লাল রংয়ের ত্রিশূলের ছাপ, সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখাপলা, পরনে সাধারণ ছাপা শাড়ি। ডান হাতে মোমবাতি, ধূপকাঠি আর নকুলদানার প্যাকেট। বাঁ হাতে ধরা ছেলের হাত। ভিড় ঠেলে গৃহবধূ হাঁটু গেড়ে বসলেন মাজারের সামনে। মোমবাতি, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দুই হাত মুখের সামনে এনে প্রার্থনা করলেন। তারপর মোমবাতির উপর হাত রেখে পরশমণি ছোঁয়ালেন শিশুটির মাথায়। মায়ের নির্দেশে শিশুটিও হাতে থাকা লাল গোলাপ দুটি মাজারের কাছে রেখে প্রণাম করলেন। ধর্ম নিয়ে গেল গেল রব তুলে যখন রাজনীতির কারবারিরা ফায়দা তুলতে ব্যস্ত তখন হলদিবাড়ির হুজুর সাহেবের মেলায় বুধবারের এই ছবি অন্ধকারে আলোর দিশা দেখাচ্ছে।

'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'- এই এক লাইনেই সেই কবে কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বুঝিয়েছিলেন অন্ন নির্ভরতাই আসল সত্য। অন্ন ও মানুষের সম্পর্কের মধ্য দিয়েই দেবত্বের সৃষ্টি। সেই দেব কোথাও রামচন্দ্র, কোথাও হুজুর সাহেব। মহাকুম্ভের সংগমে ডুব দিয়ে কেউ সন্তানের দুধভাতের নিশ্চয়তা খোঁজেন, কেউ তা খুঁজে পান হলদিবাড়ির মাজারে ধূপ জ্বালিয়ে। হুজুরের দরগায় প্রার্থনা শেষে সেই সুর শোনা গেল আলিপুরদুয়ারের বারবিশার মৌসুমি রায়ের গলায়। তাঁর কথা, 'ছেলেটার অসুখ লেগেই আছে। সে যেন সুস্থ থাকে তার জন্যই পিরবাবার কাছে প্রার্থনা করলাম।' হিন্দু হয়ে দরগায় মাথা ঠেকাতে মনে দ্বিধা হল না? মৌসুমির উত্তর, 'মনে পাপ না থাকলেই হল। আমাদের বাড়িতে কালীপুজোর প্রায় সব কাজই তো বাবার বন্ধু আমজাদ কাকা করেন। বাবা-মা তো কোনওদিন কিছু বলেননি। এখন ওইসব হিন্দু-মুসলিম কেউ মানে না।'

হুজুর সাহেবের মাজারে প্রার্থনা হিন্দুদের। -সংবাদচিত্র

গত দু'দিনে হাজার হাজার মৌসুমিরা হুজুর সাহেবের দরগায় মাথা ঠেকিয়েছেন, মানত করেছেন। মহাকুম্ভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কলকাতা থেকে উত্তরপ্রদেশ তোলপাড় চলছে। দরগা থেকে খানিক দূরেই বাংলাদেশ সীমান্ত। কাঁটাতারের ওপারের ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে। বাইরের জাতপাতের লড়াইয়ে যে সাধারণ মানুষ নেই তা হুজুরের মেলায় ঘুরলেই স্পষ্ট হবে।

অযোধ্যা থেকে মেলায় এসেছেন ফকির মহম্মদ চাঁদ হুসেন। ভক্তদের আশীর্বাদ দেওয়ার পাশাপাশি

এরপর দশের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিবাদে কলকাতায় বিজেপির মিছিল। বুধবার।

মমতার মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্যের নিন্দা আদিত্যনাথের

লখনউ ও কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মহাকুম্ভ নিয়ে যেন মহারণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে 'মহাকুম্ভে মৃত্যুকুম্ভ' মন্তব্যকে রাতারাতি জাতীয় রাজনীতির চর্চায় তুলে এনেছে বিজেপি। শুভেন্দু অধিকারী মঙ্গলবার বলেই দিয়েছিলেন, তাঁদের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় এজন্য মমতাকে তুলোধোনা করা হল।

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন, এই এক মানুষের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেছেন তৃণমূল নেত্রী। যোগী বলেন, 'গত কয়েকদিনে ৫৬ কোটি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন কুম্ভে। ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এই ৫৬ কোটি মানুষের আস্থার সঙ্গে ছেলেখেলা করা হচ্ছে।'

গঙ্গাসাগরমেলার সঙ্গে মহাকুম্ভের তুলনাও টেনেছিলেন মমতা। পালটা যোগী প্রশ্ন তোলেন, 'মৌনী অমাবস্যায় পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের এবং প্রয়াগরাজে যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করা হচ্ছে কেন?' উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় মেরুকরণের এই চর্চার পাশাপাশি বিজেপি বুঝিয়ে দিয়েছে, চড়া সুরে বিরোধিতা চলবে বঙ্গেও।

মমতার নিন্দার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দালাল' বলে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। বুধবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে চিঠি দিয়ে সুকান্ত বিধানসভার কার্যবিবরণী থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বাদ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। জনসমক্ষে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে নির্দেশ দেওয়ার জন্যও রাজ্যপালের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে রাজ্যে সামাজিক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে সুকান্ত বলেন, মানুষের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে, এমন মন্তব্য থেকে মুখ্যমন্ত্রী সহ জনপ্রতিনিধিদের বিরত থাকার জন্য রাজ্যপালকে পদক্ষেপ করার আর্জিও জানানো হয়েছে। বিজেপির এমন আক্রমণের জোড়া ফলার বিপরীতে মমতার স্বস্তি এনে দিয়েছেন উত্তরাখণ্ডে জ্যোতিষপীঠের ৪৬তম শংকরাচার্য স্বামী অবিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। পদপিষ্ট হয়ে কতজনের মৃত্যু হয়েছিল, প্রশ্ন তুলে যোগীকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন তিনি।

শংকরাচার্য কুম্ভমেলাকে ঘিরে চরম বিশৃঙ্খলা ও সরকারি অপদার্থতার প্রবল নিন্দা করেন বুধবার। তিনি বলেন, 'মৃত্যুর খবর লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। যা সাংঘাতিক অপরাধ। মৃত মানুষের সংখ্যা লুকোনোর চেষ্টা করা হয়েছে।' প্রয়াগরাজে যানজট নিয়েও শংকরাচার্যের বক্তব্য, '৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যানজট যদি ব্যর্থতা না হয় তাহলে কোনটা ব্যর্থতা? মালপত্র নিয়ে মানুষকে ২৫-৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত হাঁটতে হয়েছে।'

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ত্রিবেণির জলকে স্নানের অযোগ্য বলেছে। যাকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় যোগী

পদ্মের ফাঁদ

- মমতার মৃত্যুকুম্ভ মন্তব্য এখন বিজেপির অস্ত্র
- জাতীয় রাজনীতির চর্চায় তুলে আনা হয়েছে মন্তব্যটিকে
- যোগী আদিত্যনাথের বিধানসভার ভাষণে তারই ইঙ্গিত
- বাংলার আগামী ভোটে মেরুকরণে ব্যবহার করা হবে মন্তব্যটিকে
- শংকরাচার্যের নিন্দা সত্ত্বেও সাধুদের মতভেদকে কাজে লাগানো হচ্ছে

দাবি করেন, শুধু স্নান নয়, ওই জল আচমনের যোগ্য। কিন্তু শংকরাচার্যের বক্তব্য, নদীতে নিকাশিনালা মিশে ওই জল স্নানের অযোগ্য। অথচ যোগী সরকার কোটি কোটি মানুষকে নোংরা জলে স্নান করতে বাধ্য করেছে।'

তাঁর কথায়, 'আপনারা ১২ বছর আগেই জানতেন, মহাকুম্ভ হবে। তাহলে কেন আগাম পদক্ষেপ করা হয়নি। প্রচার চালানো হলেও ভিড় সামলানো এবং আতিথেয়তার কোনও নীতিই পালন করা হয়নি।' মমতার বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবও। পালটা অখিল ভারতীয় সন্ত সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বামী জিতেন্দ্রনন্দ সরস্বতী

এরপর দশের পাতায়

বাড়ি নিয়ে বিপত্তি, ফাঁপরে পুরসভা

ঝিল দখল কাউন্সিলারেরই

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : যদি আলিপুরদুয়ার শহরের ঝিলগুলি দখল করতে হয়, তবে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের বাড়ির একাংশই ভাঙতে হবে। তা কি করতে পারবে পুরসভা?

এ যেন সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে থাকার গল্প। মুখ্যমন্ত্রীর সাফ নির্দেশ সরকারি জমি, ঝিল, ফাঁকা জায়গা দখলমুক্ত করে তার সংস্কার এবং সংরক্ষণ করা। জেলা প্রশাসন, পুরসভা, জেলা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রশাসনিক কর্তারাও মুখ্যমন্ত্রীর সেই বার্তা বিলক্ষণ জানেন। মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশকে সামনে রেখেই আলিপুরদুয়ার জেলা সদরের ঝিল দখলমুক্ত করে সেসবের সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল সংস্কার এবং দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিকে অভিযোগ, খোদ এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলারই মায়া টকিজ রোড সংলগ্ন সরকারি জলাশয় দখল করে দোতলা পাকা বাড়ি নির্মাণ করেছেন।

যদিও এমন অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অরূপা রায়। তিনি বলেন, 'অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমাদের জমির কাগজ রয়েছে। দীর্ঘদিনের পুরোনো এই বাড়ি। ঝিলের মধ্যে আমার বাড়ি পড়ছে না। আমার বাড়ির পেছনে ঝিল রয়েছে।' তাঁর আরও দাবি, এলাকার কোনও বাড়িই নাকি ঝিলের মধ্যে তৈরি হয়নি।

জোর যার

- কাউন্সিলারের বাড়ির পেছন দিকের অংশের পাকা পিলার ঝিলের মধ্যে
- বাড়ির পেছনে বাঁশ দিয়ে, টিনের বেড়া দিয়ে ঝিলের আরও কিছুটা অংশ দখল
- সেই বাড়ি ছাড়াও সেখানে ঝিল দখল করে একাধিক বাড়ি দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও একটি ক্লাব গড়ে উঠেছে

হাসপাতাল মোড় থেকে মায়া টকিজ যেতে পেট্রোল পাম্প ছাড়িয়ে কিছুটা দূর এগিয়ে গেলেই বাঁদিকে ঝিলের ওপর রয়েছে অরূপার বাড়িটি। বাড়ির পেছন দিকের অংশের পাকা পিলার ঝিলের মধ্যেই রয়েছে। খালি চোখেই তা দিব্যি দেখা যায়। বাড়ির পেছনে বাঁশ দিয়ে, টিনের বেড়া দিয়ে ঝিলের আরও কিছুটা অংশ দখল করা হয়েছে। খালি জনপ্রতিনিধির বাড়ি নয়, সেটা ছাড়াও ওই এলাকার আরও বেশ কয়েকটি বাড়ি, দোকান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও একটি ক্লাব ওই ঝিল দখল করে গড়ে উঠেছে।

আলিপুরদুয়ার জলাশয় বাঁচাও কমিটির কনভেনার ল্যারি বসু, যুগ্ম কনভেনার রাতুল বিশ্বাস দুজনেই ঝিল দখলের অভিযোগে কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে তদন্ত করার দাবি তুলেছেন। জলাশয় বাঁচাও কমিটির দুই কর্মকর্তা বলেন, একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠা মারাত্মক। চেয়ারম্যান বলছেন, ঝিল দখলমুক্ত করে সংস্কারের কথা। এদিকে, তাঁর বোর্ডের সদস্যই ঝিল দখল করে রয়েছেন। রাতুলদের দাবি, এর আগেও জেলা শাসকের কাছে এই বিষয়ে অভিযোগ করা হয়েছে।

পুরসভা ঝিল দখলমুক্ত করতে গেলে কাউন্সিলারের বাড়ির একাংশ

এরপর দশের পাতায়

নয়াদিল্লির ঘটনা থেকেও শিক্ষা নেয়নি রেল। ভিড় এড়াতে নেই আগাম ব্যবস্থা। কুম্ভগামী ট্রেন ধরতে কার্যত লাইনে নেমে পড়েছেন যাত্রীরা। বুধবার পাটনা স্টেশনে। -পিটিআই

আগুন, দূষণ নিয়ন্ত্রণে ঠুঁটো হাসপাতাল

নামে জেলা হাসপাতাল। অথচ না আছে ফায়ার সেফটি লাইসেন্স। না আছে পলিউশন বোর্ডের ছাড়পত্র। এসব নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায়নি।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জানুয়ারি মাসেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস (এনকিউএএস বা এনকোয়াশ) প্রকল্পের পরিদর্শন হওয়ার কথা ছিল। সেই পরিদর্শনের পর রিপোর্ট জমা পড়লে কেন্দ্রীয় সরকারের ওই প্রকল্পে বাড়তি অনুদান পেত জেলা হাসপাতাল। তবে, সেই পরিদর্শন হয়নি। পিছিয়ে গিয়েছে। কেন? কারণ, জেলা হাসপাতালের ফায়ার লাইসেন্স, পলিউশন বোর্ডের লাইসেন্স সহ আরও বিভিন্ন কাগজপত্র নেই। এনকোয়াশ প্রকল্পের পরিদর্শন হবে বলে গত কয়েকমাস থেকে জেলা হাসপাতালে প্রস্তুতি চলছিল। সেইসব প্রস্তুতির কাজ গুটিয়ে নেওয়ার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কাছে আবেদন করা হয়। তবে জেলা হাসপাতালের সেই আবেদন বাতিল করা হয়েছে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজ না থাকায়। প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর টনক নড়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেল, বর্তমানে এই কাগজ জোগাড় করার কাজ শুরু হয়েছে।

গাফিলতি

- ফায়ার সেফটি লাইসেন্সের জন্য আগেও আবেদন
- সেবার আবেদন নাকচ করে দেয় দমকল
- পরিকাঠামো শুধরে নেওয়ার জন্য পরামর্শও দিয়েছিল
- সেসবে কান দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ
- দূষণ নিয়ন্ত্রণের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনই করা হয়নি, অভিযোগ

জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'যে কাগজগুলো প্রয়োজন সেগুলো জোগাড় করার কাজ শুরু হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় আবেদনও করা হয়েছে। এখনও সেই অনুমোদন পাওয়া যায়নি। আশা করছি দ্রুত সেই কাগজগুলো পাব। এই কাগজগুলো হলে ওই প্রকল্পে বাড়তি নম্বরও পাওয়া যাবে। এতে হাসপাতালেরই ভালো।'

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটায় গুরুত্ব দিতে না চাইলেও প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামো নিয়েই তো প্রশ্ন উঠছে। যে কোনও হাসপাতালের ক্ষেত্রে ফায়ার সেফটি লাইসেন্স ও পলিউশন বোর্ডের ছাড়পত্র থাকা বাধ্যতামূলক। সেগুলো ছাড়াই জেলা হাসপাতাল কীভাবে চলছে? সরকারি হাসপাতাল বলেই কি এই বিশেষ সুবিধা? দেখার কেউ নেই! সেইসঙ্গেই রোগীদের নিরাপত্তা, হাসপাতালের পরিবেশ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

কেন ফায়ার সেফটি লাইসেন্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? জেলা হাসপাতালে অগ্নি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা কী রয়েছে সেটা দেখেই এই লাইসেন্স দেওয়ার কথা দমকলের। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগেও এই লাইসেন্সের জন্য আবেদন করা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে পরিকাঠামো ঠিক না থাকায় সেই লাইসেন্স দেওয়া হয়নি। এমনকি পরিকাঠামো পরিবর্তন করার জন্য বিভিন্ন পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল দমকল থেকে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কিন্তু সেগুলো ঠিক করেনি বলেই সূত্রের খবর।

এরপর দশের পাতায়

৬ ঘণ্টা পর মুক্তি সুপারের

বীরপাড়া হাসপাতাল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৯ ফেব্রুয়ারি : এবারের ধর্মঘট স্থায়ী হল দেড় দিন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কাজে যোগ দেবেন বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ২১ জন চতুর্থ শ্রেণির চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী। ২৫ মাসের বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে ধর্মঘট শুরু করেছিলেন তাঁরা।

দরজা আটকে ধর্মঘটিরা। বিব্রত বীরপাড়া হাসপাতালের সুপার।

তবে, এই ধর্মঘট সহজে ওঠেনি। বুধবার হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াইকে সকাল ১১টা থেকে ৬ ঘণ্টা সুপারের অফিসেই আটকে রাখেন সেই ধর্মঘটিরা। বিকেল ৫টা নাগাদ হাসপাতালে গিয়ে ধর্মঘটিদের সঙ্গে সুপারকে নিয়ে বৈঠকে বসেন আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি সিএমওএইচ-১ কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। সেখানে ছিলেন মাদারিহাটের যুগ্ম বিডিও সুমন ঝা, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ আলমরা। ডেপুটি সিএমওএইচ-১ বলেন, 'আপাতত দু'মাসের বকেয়া টাকা মেটানো হবে। সাতদিনের মধ্যে বৈঠক করে সমাধানসূত্র খোঁজা হবে। বিষয়টি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকেও জানানো হচ্ছে।' ওই শর্তেই ভরসা করে আপাতত ধর্মঘটে দাঁড়ি টানলেন ২১ জন।

এদিন বৈঠক চলাকালীন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সাজিদ মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পোকে ফোন করে রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে বিষয়টি জানানোর অনুরোধ করেন। ধর্মঘটি সুরজ মুন্ডা, রূপা গিরি, রোহিত শ্রীবাস্তবরা জানান, টাকা আদায়ে ২০২২ সাল থেকে এপর্যন্ত তাঁরা পাঁচবার ধর্মঘট করলেন।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ভালোবাসার রংয়ে ভালো ভাষার পাঠ

আ মরি মাতৃভাষা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : 'গাছ চেনো তোমরা? এখানে বলা হয়েছে ছোট গাছের কথা। সেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় লিটল প্ল্যান্ট।'

আলিপুরদুয়ার সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাসে উঁকি মেরে দেখা গেল হোয়াইট বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে এসব বলছেন শিক্ষক উৎপল রায়। কথা বলতে বলতে হাত দিয়ে ইশারা করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে তিনি গাছের কথা বলতে চাইছেন। শব্দ কানে না এলেও শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখের ভঙ্গি, হাতের ইশারায় 'দ্য লিটল প্ল্যান্ট' ইংরেজি ছড়াটা বোঝার চেষ্টা করছিল রাজদীপ বর্মনরা। ক্লাসের সব পড়ুয়াই মূক ও বধির। বুঝিয়ে দেওয়ার পর চার লাইন সবাইকে মনে মনে পড়ে না দেখে লেখার পরামর্শ দিলেন উৎপল। পড়ুয়াদের কয়েকজন ইশারা বুঝে 'গুরুর আজ্ঞা' পালনে মন দিল।

চার লাইন পড়া বোঝাতেই অনেকটা সময় নেওয়ার পর ক্লাসের সব ছাত্রছাত্রী যখন লেখায় মন দিল, তখন শিক্ষক উৎপলের মুখে স্বস্তির ছাপ। ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানালেন, এই বাচ্চাদের ভাষার সঙ্গে পরিচয় করানো অনেকটা চ্যালেঞ্জের। তবে বাচ্চাদের সঙ্গে রাগ দেখানো যায় না। বকেঝকে কিছু করতে বললে ওরা আর সেটা করে না। কথা বলতে হয় নরমভাবে, ভালো ভাষায়। তাঁর কথায়, 'এই বাচ্চারা তো সাধারণ বাচ্চাদের মতন নয়। তাই ওদের অনেক সময় নিয়ে পড়াতে হয়। ধৈর্য ধরে বোঝাতে হয়।'

স্কুলে এসে ওরা যে ভাষা শেখে, সেই ভাষা দিয়েই কিন্তু মূক ও বধির পড়ুয়ারা বাবা-মায়ের সঙ্গেও ভাববিনিময় করে। জন্মের পর কথা বলতে শিখলে অন্য বাচ্চারা মা-বাবা বলে। আর মূক ও বধির এই বাচ্চারা ইশারায় কথা বলতে শুরু করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাত ধরে। সেই স্কুলের স্পিচ থেরাপিস্ট স্বপনকুমার ঘোষের কথায়, 'বাচ্চারা যখন প্রথম স্কুলে আসে তখন তাদের সঙ্গে ভাব করতে হয়। বন্ধুর মতো মেশা হয়। বাবা-মায়েরা কীভাবে মূক ও বধির বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন, কীভাবে তাদের বিভিন্ন বিষয় বোঝাতে পারবেন, সেজন্য অভিভাবকদেরও কাউন্সেলিং হয়। আমরা বাচ্চাদের যেমন শেখাই, তেমনই বাবা-মাকেও শেখাই।'

সুকান্ত নজরুল ডেফ রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ক্লাসে বাচ্চাদের সঙ্গে শিক্ষক।

মূক ও বধির বাচ্চাদের বোঝানোর জন্য জেসচার, পসচার, পিকচার চার্ট, রিয়েল অবজেক্ট, আর্টিফিশিয়াল অবজেক্ট, ফিঙ্গার স্পেলিং পদ্ধতির ব্যবহার করেন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

জেলারই আরেক স্কুল সুবোধ সেন স্মৃতি দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে ভাষার পরিচয় করানো আবার অন্যরকম চ্যালেঞ্জ সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে। চোখে দেখতে না পেলেও তারা তো ছোট থেকে বাড়ির পরিবেশে মাতৃভাষা বলা শিখে যায়। এখানে ব্রেইল পদ্ধতিতে তাদের পড়াশোনা শেখানো হয়। পদ্ধতি যাই হোক, আদর, ভালোবাসা আর ধৈর্য ধরার মূল বিষয়টা কিন্তু একই। বাচ্চাদের মুখে মুখেও বিভিন্ন পড়া শেখানো হয়। স্কুলের রিডার অজিত দাস বললেন, 'বাচ্চাদের পড়ে শোনানোর পর সেটা তারা মুখস্থ করে। যে নোটগুলো লেখানো হয়, সেগুলো মুখে বলে দিলে ওরা ব্রেইল পদ্ধতিতে লেখে। খুব ধীরে ধীরে ওদের সেগুলো বলতে হয়।'

সমাজের পরিভাষায় তারা বিশেষভাবে সক্ষম। আর ক্লাসরুমে তাদের 'বিশেষ' চাহিদা হল, একটু বেশি ভালোবাসা আর স্নেহ। ভালোবাসা না থাকলে ভালো করে ভাষার পাঠ যে অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে, তা ভালোভাবেই জানেন ওই দুই স্কুলের শিক্ষকরা।

১০ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দাবি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, তেত্রিশ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি। চা শ্রমিকরা সুনীলের ওই কবিতা পড়েছেন কি না জানা নেই, তবে তেত্রিশ না হলেও তারা এখন বলতেই পারেন, ১০ বছর কাটল, কেউ কথা রাখেনি।

২০১৫ সাল। ফেব্রুয়ারি মাস। গঠিত হয় মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজারি কমিটি। দিনটা ২০ ফেব্রুয়ারি। উত্তরবঙ্গের ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে লেখা হয়েছিল, চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার জন্য ওই কমিটি কাজ করবে। মজুরি ঘোষণা হলেই এই চুক্তি অকার্যকর হবে। কিন্তু তারপর ১০ বছর কেটে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার আরও একটা ২০ ফেব্রুয়ারি। অথচ শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ হয়নি।

তাই এটাকে 'প্রতারণার ১০ বছর' আখ্যা দিয়ে এবার পাহাড়, তরাই এবং ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে কালো ব্যাজ পরে প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়ে বৃহস্পতিবার কাজ করবেন শ্রমিকরা। বুধবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানিয়েছেন বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনের যৌথ মঞ্চের নেতারা।

তরাই সংগ্রামী চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা তথা সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের রাজ্য সভাপতি অভিজিৎ মজুমদার সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'চা শ্রমিকদের অবস্থা দিন-দিন আরও খারাপ হচ্ছে। ২০১৫ সালে মালিক, শ্রমিক এবং শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে হওয়া চুক্তিতে বলা হয়েছিল, আগামী ছয় মাসের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করবে রাজ্য সরকার। কিন্তু তা হল না। শ্রমিকরা এখন দিন প্রতি ২৫০ টাকা মজুরি পাচ্ছেন। পিএফ কেটে তাঁদের হাতে আসছে ২২০ টাকা মতো। আজকের দিনে এই টাকায় সংসার চালানো যায়?'

শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে নতুন বছরে আইএনটিটিইউসির রাজ্য সভাপতি তথা শাসকদলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'ন্যূনতম মজুরি চালু করতে সরকার প্রস্তুত। ওরা (শ্রমিক ও মালিক পক্ষ) আগে সকলে মিলে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসুক। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' এই বিষয়ে এদিন সংগঠনগুলি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের দিক থেকে তারা পরিষ্কার।

২০১৫ সালে ওই চুক্তির পর একাধিকবার সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। আর এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

এবার ন্যূনতম মজুরি নিয়ে কোমর বেঁধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে সংগঠনগুলো। বৃহস্পতিবার কালো ব্যাজ পরে কাজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত সেই প্রস্তুতির শুরু বলে মন্তব্য করেছেন হিল প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের নেতা শমীক চক্রবর্তী।

রাজ্য সরকার সম্প্রতি চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনে ব্যবহারের কথা জানিয়েছে। তার বিরোধিতা করেছেন শমীক। তাঁর কথায়, '২৫০ টাকা মজুরি দিয়ে জীবন চলে না। তাই বাগানে অনেকে চাষবাস করেন। এভাবে জমি দখল করলে শ্রমিকদের জীবিকা, বসতি সব শেষ হয়ে যাবে।'

দুই পরীক্ষায় সফল পুলিশ

মেলা-মাধ্যমিক সামলানোয় লেটার মার্কস

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং হুজুর সাহেবের ইসালে সওয়াবের দিন পড়েছিল একসঙ্গে। একসঙ্গে দুটো 'বিগ ইভেন্ট' সামলানো বড় চ্যালেঞ্জ ছিল হলদিবাড়ি পুলিশ এবং প্রশাসনের কাছে। বুধবার দুইদিনের মেলা শেষ হল। নির্বিঘ্নে মিটেছে এদিনের মাধ্যমিক পরীক্ষাও। পরীক্ষার্থীরা নিরাপদে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া এবং মেলায় আগত লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সামলায় পুলিশ। কোনও প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরে। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যর কথায়, 'এদিন নির্বিঘ্নে পরীক্ষা এবং মেলা শেষ হয়েছে। কোথাও কোনও খারাপ কিছু ঘটেনি।'

হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মেলায় কোচবিহার তো বটেই, পাশের জেলার থেকেও অনেক পুণ্যার্থী ভিড় জমান। এবারও কয়েক লক্ষ মানুষের ঢল নেমেছিল মেলায়। ইসালে সওয়াব কমিটির অবশ্য দাবি, মহাকুম্ভ এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য এবছর অনেকটাই ফিকে ছিল হুজুর সাহেবের মেলা। বিগত বছরের মতো জনজোয়ার না হলেও এদিন সকাল থেকে প্রচুর মানুষ আসেন মেলায়।

এদিনও মাজার প্রাঙ্গণে ধূপকাঠি এবং মোমবাতি জ্বালান অনেকে। মেলার দু'দিনে ব্যবসায়ীদের ভালো বিক্রিবাটা হয়। ইসালে সওয়াব কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, দু'দিনেই প্রায় ৮ কোটি টাকার বিক্রি হয়েছে। কমিটির সাধারণ সম্পাদক লুৎফর রহমানের দাবি, 'দু'দিনে ৮-১০ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। তবে গরম এবং মেলার ধুলোর কারণে কয়েকজনের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হয়। অসুস্থদের হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।'

এবছর তিন হাজারেরও বেশি স্টল বসেছিল মেলায়। জামাকাপড়ের দোকান থেকে খাবার, হাতে তৈরি নানা জিনিস, ঘর সাজানোর সামগ্রী, গবাদিপশু, খেলনা সবই বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি ছিল নাগরদোলা সহ বিনোদনের নানা জিনিসও। হলদিবাড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাস জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার মধ্যেও এবছর মেলায় ভিড় ভালোই হয়েছে।

হলদিবাড়িতে এই মেলার উন্মাদনা বরাবরই বেশি। স্থানীয়রাও কম যান না। শহরের বাসিন্দা মনোজ রায় বলেন, 'হুজুরের মেলাকে ঘিরে আমরা ধর্মবর্ণনির্বিশেষে উৎসবে মেতে উঠি। সারাবছর এই মেলার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। তাই শেষের দিন একটু মন খারাপ।'

এদিন বিকেলে দোয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ৮১তম এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন কমিটির সভাপতি তথা বংশধর গদিনশিন হুজুর খন্দকার মহম্মদ নুরল হক।

কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে অতিরিক্ত পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়। হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই জানিয়েছেন, মেলায় বিভিন্ন রকম অপরাধের জন্য দু'দিনে প্রায় ২২ জনকে আটক করা হয়েছিল।

হুজুরের মেলায় উপচে পড়া ভিড়। বুধবার হলদিবাড়িতে। -সংবাদচিত্র

স্বস্তি

- মঙ্গল এবং বুধবার ইসালে সওয়াবের মেলা বসেছিল
- একইসঙ্গে ছিল মাধ্যমিক পরীক্ষাও
- দুটো ইভেন্টই সুষ্ঠুভাবে সামলাল পুলিশ
- কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি বলে পুলিশের দাবি

সার্ভেইং অ্যান্ড ম্যাপিং কোর্স আনন্দচন্দ্রে

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ির আনন্দচন্দ্র কলেজে ভূগোল বিভাগের তরফে চালু হল অ্যাড অন সার্টিফিকেট কোর্স। 'সার্ভেইং অ্যান্ড ম্যাপিং'-এর এই কোর্সটিতে ভূগোল বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের চতুর্থ এবং ষষ্ঠ সিমেস্টারের পড়ুয়ারাও অংশ নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে ৩৮ জনের নাম নথিভুক্ত হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ৮-১০ জন ইতিহাস, ইংরেজি সহ অন্যান্য বিভাগের। বুধবার কলেজের সেমিনার হলে এই স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোর্সের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠান শেষে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন রায় স্মার্ট ক্লাসের মাধ্যমে সার্ভে এবং ম্যাপিংয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

ভূগোল বিভাগের প্রধান ডঃ বিপুলচন্দ্র সরকার বলেন, 'বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকদের সঙ্গে নিয়ে এই কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউজিসি'র নির্দেশ রয়েছে ৩২ ঘণ্টার বেশি এবং ক্লাসের সময় ছাড়া অন্য সময়ে এই ধরনের কোর্স করার। সেইমতো আমরা ৩৮ ঘণ্টার শিডিউল তৈরি করেছি। বৃহস্পতি থেকে শনি, বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হবে।' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ রঞ্জন রায় জানান, আগে ম্যাপিংয়ের কাজ অ্যানালগ পদ্ধতিতে হত। এখন তা ডিজিটাল মাধ্যম করে। তাঁর কথায়, 'আমার মনে এই ধরনের পদ্ধতি শিখলে ছাত্রছাত্রীরা খুব সহজেই ডেটা কালেকশন থেকে কীভাবে সার্ভে ব্যবহার হয়, সেটা শিখতে পারবে। অন্যদিকে, নির্ভুল ম্যাপিংও করতে পারবে।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৭৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৬০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

ডাইরেক্ট কোম্পানির জন্য কিছু গার্ড লাগবে বেতন ১২০০০ + (PF, ESI) থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। M : 90915 12583. (C/114869)

মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন - 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/114867)

Wanted P.C.M. (Pure S.C.) & History & Geography Teacher for Angela School, Siliguri, Call : 9434812168 / 7908490493. (C/114869)

আমার বাড়ি কোচবিহার। আমি কলকাতাতেও থাকি, সেখানেও আমার বাড়ি। আমার এখানে কাজের জন্য একজন মহিলা / মেয়ে চাই। মো : 9836206279. (C/114619)

Wanted a Female Assistant Teacher M.A. in Geography preferably B.Ed. unreserved in maternity leave vacancy upto 08-08-2025. Walk in interview on 05-03-2025 with bio data, original and xerox copies of all testimonials at 11.30 am at Taraknath Sindurbala Balika Vidyalaya. P.O. Khoribari, Dist - Darjeeling, Pin - 734427. Mob - 9434350411. (C/114868)

বিক্রয়

শিলিগুড়ির রথখোলা বাজারের পাশে ফ্ল্যাট সহ দোকানঘর সত্বর বিক্রয় হইবে। দাম - 32 লাখ। Ph - 8609494472, 8927884957. (C/114866)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি শ্রী কমল বাসকে, পিতা চাঁমারু বাসকে, সাকিন : মথুরা ডিভিশন, পো : মথুরাবাগান, থানা ও জেলা : আলিপুরদুয়ার। আমার ST সার্টিফিকেট, (No 294-APD-I, Dt. 17.3.1999) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে যোগাযোগ করুন - 7797947820. (C/113784)

I Nikhil Das residing at Bhareya Boxirhat Pin : 736159 within the limits of Dist. Coochbehar, West Bengal lost one deed of mine being number 4895/2001, if any one finds the deed kindly contact : 62944 63499. (C/115067)

অ্যাফিডেভিট

আমি Sri Gauranga Roy আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে বাবার নাম ভুল থাকায় গত 18/02/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) R.K. Roy থেকে Rajkumar Roy নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি। (C/115060)

আমার স্বামীর সার্ভিস বুক নং 10, Issued by West Bengal Government Press, কোচবিহার আমার নাম ভুল থাকায় গত 18.02.25, 3rd Court, Sadar, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট বলে আমি Suniti Sarkar Mitra এবং Suniti Mitra, W/o. Bakul Ranjan Mitra এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। দক্ষিণ কালারায়ের কুঠি, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114620)

আমার D.L. No. WB63 2014 0943536, আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 24-10-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Sanatan Ghosh, S/o. Ranjit Ghosh এবং Sanatan Biswas, S/o. Ranjit Biswas এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। খোলটা, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/114623)

আমি Kailash Kumar Mitruka, পিতা শ্রী Jagadish Prasad Mitruka, ঠিকানা - Mitruka House, 42 এম.জি. রোড, পোস্ট অফিস ও থানা - শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং, পিন - ৭৩৪০০৫, শিলিগুড়ি কোর্টের নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে Date - 15.2.25 Kailash Kumar Mitruka ও Kailash Mitruka একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/114866)

আমার আধারকার্ড নং 7808 2490 9275 এবং প্যানকার্ড নং NCXPS11871 নাম এবং জন্ম তারিখ ভুল থাকায় গত 19-02-2025, সদর, কোচবিহার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Shova Sarkar এবং Subharani Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম এবং আমার জন্ম তারিখ 22-09-1958 এর পরিবর্তে 01-01-1959 লেখা হয়েছে। আমার সঠিক জন্ম তারিখ 22-09-1958, সিঙ্গিমারি পাঁচুনীর পাড়, পাতলাখাওয়া, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, W.B. (C/114624)

আগ্রহের প্রকাশ আহ্বান (ইওআই)

বেসরকারি হাসপাতাল / ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির তালিকাভুক্তিকরণ

নোটিশ নং. ঃ এইচ/টাই-আপ/ পিভিটি. হসপিটাল/ডিআরএইচ/ এমএলডিটি/২০২৫ তারিখ ঃ ১৮.০২.২০২৫

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা, পূর্ব রেলওয়ে, যে সকল বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার (এনএবিএইচ এবং এনএবিএল) জরুরি পরিস্থিতিতে সুপারিশের ভিত্তিতে রেলওয়ে সুবিধাভোগীদের নগদ অর্থ ব্যতিরেকে সিজিএইচএস/কলকাতার রেটের তালিকা অনুসারে চিকিৎসা এবং এমআরআই/সিটি স্ক্যান/পিইটি স্ক্যান ও হিমোডায়ালিসিস সহ প্যাথোলজিক্যাল/রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন করতে আগ্রহী তাদের স্বত্বাধিকারীদের থেকে (১) ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, (২) হেলথ ইউনিট, সাহেবগঞ্জ/পূর্ব রেলওয়ে এবং (৩) হেলথ ইউনিট, ভাগলপুর/পূর্ব রেলওয়ে-তে তালিকাভুক্তিকরণের জন্য আগ্রহের প্রকাশ (ইওআই) সাদরে আহ্বান করছেন। ভারতীয় (পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড এবং বিহার) সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে বেসরকারি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী(গণ)কে এবিষয়ে আবেদন করতে হবে।

আগ্রহী বেসরকারি হাসপাতাল (গুলি)/ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলির এনএবিএইচ/এনএবিএল শংসাপত্র থাকতে হবে এবং যথাযথ সরঞ্জামযুক্ত ও পশ্চিমবঙ্গ অথবা ঝাড়খণ্ড অথবা বিহার সরকারের সাথে নিবন্ধীকৃত হতে হবে। বাধ্যতামূলক বিশদ শর্তাবলির জন্য নীচের লিংকটি অনুসরণ করুন ঃ er.indianrailways.gov.in → Divisions → Malda → Departments → Medical → EOI (Expression of Interest) রেলওয়ে বোর্ডের সময়ে সময়ে প্রদত্ত সকল নির্দেশিকা অনুসারে বেসরকারি হাসপাতাল (গুলি) নির্বাচন সাপেক্ষে চুক্তিটি ০২ বছরের জন্য বৈধ থাকবে। রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, অভিজ্ঞতা, প্রতি পৃষ্ঠায় বেসরকারি হাসপাতালের স্বত্বাধিকারীর স্বাক্ষর প্রভৃতি সহ প্রয়োজনীয় সকল নথিপত্র সমেত আগ্রহের প্রকাশটি সিল করা খামে ভারতীয় ডাক পরিষেবার মাধ্যমে চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট -এর অফিস, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, ঝলঝলিয়া, মালদা, পিন-৭৩২১০২ -তে পাঠাতে হবে।

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার (এনআইটি) আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে মডিউলার কেটারিং স্টলের মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নোক্ত কাজের জন্য সিঙ্গল স্টেজ টু প্যাকেট সিস্টেমে ফুড অ্যান্ড কেটারিং পরিষেবাদাতাদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ কাজের নাম ঃ ০৫ বছর সময়সীমার জন্য মালদা ডিভিশনে নিম্নোক্ত অবস্থানগুলিতে মডিউলার কেটারিং স্টলের মাধ্যমে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। ইউনিট নং ঃ সিএলজি-টিইএ-জিএমইউ-বি-০১। বিড নোটিশ নং ঃ সি.২৮-সিএলজি-জিএমইউ-বি-০১। স্টেশন ও ক্যাটিগরি ঃ সিএলজি-বি। সংরক্ষিত ঃ জিএমইউ/মহিলা-দের জন্য। অবস্থান ঃ মালদা টাউন স্টেশন প্রান্তে ২০০ মিটারে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নম্বর ১-এ। ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/সংরক্ষিত বার্ষিক মূল্য ঃ ৩,২৯,৭২০ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৩৪,৫০০ টাকা। টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ ২,৩৬০ টাকা। (১) বিড নথি ঃ আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে টেন্ডার নথি পাওয়া যাচ্ছে ও তা অফার জমার জন্য ডাউনলোড করা/দেখা যেতে পারে। টেন্ডার নথিতে এবং এনআইটি-তে উল্লিখিত টেন্ডার মূল্য অনুযায়ী টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার নথির মূল্য অনলাইনে আইআরইপিএস পোর্টাল - www.ireps.gov.in-তে জমা দিতে হবে। (২) বিড নথি জমা ঃ বিড নথির মূল্যের ই-পেমেন্ট রসিদ সহ আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে বিড জমা দিতে হবে, নচেৎ অফারটি তৎক্ষণাৎ বাতিল হবে। (৩) বায়না মূল্য ঃ সংশ্লিষ্ট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির প্রথমেই উল্লিখিত অনুযায়ী বিডের সঙ্গে বায়না মূল্য থাকতে হবে। টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত অনুযায়ী বিডদাতাকে আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে বায়না মূল্য জমা দিতে হবে। (৪) বিড জমা ঃ প্রতিটি বিডের বিজ্ঞপ্তির প্রথমে উল্লিখিত তারিখের দুপুর ৩টার মধ্যেই আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে অনলাইনে বিডারদের বিড জমা দিতে হবে। আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-তে একই তারিখের দুপুর ৩.৩০ মিনিটে বিডগুলি খোলা হবে। (৫) কোনও কারণ না দেখিয়েই একটি বা সবকটি বিড অনুমোদন/বাতিল করার অধিকার রেলওয়ে সংরক্ষিত রাখছে। (৬) এই বিড নথিতে উল্লিখিত মূল্যায়ন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিডারের যোগ্যতা পূরণের মান মূল্যায়ন করা হবে। (৭) এই টেন্ডারের জন্য কোনও ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় ও কোনও ম্যানুয়াল অফার জমা হলে তা বাতিল হবে। (৮) যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজারের অফিস, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজারের অফিস, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা-৭৩২১০২, জেলা-মালদা (পঃবঃ)।

(MLD-224/2024-25) ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে কেটারিং (চা) স্টল-এর চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ- ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে কেটারিং স্টল-এর চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ সিএটিজি-এমএলডিটি-২৫-০২। অকশন শুরু ঃ ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ মিনিট। সিকোয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটেগরি; অবস্থান ঃ এএ/১;সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইএলটি-জিএমইউ-৭৪-২৩-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে বেলা রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। এএ/২;সিএটিজি-এমএলডিটি-টিএলজে-জিএমইউ-১০০-২৩-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে তালঝারী রেলওয়ে স্টেশনের প্রবেশদ্বার ও স্টেশন বিল্ডিং (ফলের স্টল)-এর কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। এএ/৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-৮১-২৩-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে মুরারাহা রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ।। এএ/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-এজেএএ-জিএমইউ-১১৪-২৫-১; অসংরক্ষিত/যে কোনো ব্যক্তি-র জন্য অজয়পুর রেলওয়ে স্টেশনে জামালপুর প্রান্তের দিকে কমার্শিয়াল সুপারভাইজার রুমের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ।। এএ/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-এনআইএলই-জিএমইউ-১১২-২৫-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি-র জন্য সংরক্ষিত নিমতিতা রেলওয়ে স্টেশনে স্টোর-এর কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ৫ বছরের মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ।। এএ/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমজেডসি-জিএমইউ-১২১-২৫-১; ০৫ বছরের জন্য মির্জাচৌকি স্টেশনে হাওড়া প্রান্তে ২০০ মিটারের দিকে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এএ/৭; সিএটিজি-এমএলডিটি-এমআরএইচএ-জিএমইউ-১৯-২২-১; মুরারাহা রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এএ/৮; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিইউপি-জিএমইউ-১২২-২৫-১; ০৫ বছর মেয়াদের জন্য বারিয়ারপুর স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এএ/৯; সিএটিজি-এমএলডিটি-একেএন-জিএমইউ-৭৯-২৩-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে আকবরনগর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২/৩-এ কভার শেডের তলায় ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। এএ/১০; সিএটিজি-এমএলডিটি-আরজেএল-জিএমইউ-১- ২২-১; জিএমইউ/মহিলাদের অধীনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য রাজমহল রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ বুকিং কাউন্টারের প্রবেশদ্বারের কাছে কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। এএ/১১; সিএটিজি-এমএলডিটি-এনএনএইচটি-জিএমইউ-৬৪-২৪-৪; জেনারেল মাইনর ইউনিট/স্বাধীনতা সংগ্রামী, যুদ্ধ বিধবা, রেলওয়ে কর্মচারীদের বিধবাদের জন্য নোনীহাট হল্ট রেলওয়ে স্টেশনে বুকিং অফিসের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এএ/১২; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেপিআরডি-জিএমইউ-১২-২২-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে কল্যাণপুর রোড রেলওয়ে স্টেশনে জামালপুর প্রান্তে ফুট ওভার ব্রিজের কাছে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এএ/১৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-জিএমইউ-৬৮-২২-১; জিএমইউ/মহিলাদের জন্য খালতিপুর রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছরের জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ ফুট ওভার ব্রিজ থেকে ২০ মি নিউ ফারাক্কা জংশন প্রান্তের দিকে কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। এএ/১৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-জিজিএ- জিএমইউ-১১৬-২৫-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির জন্য ঘোঘা (জিজিএ) রেলওয়ে স্টেশনে ৫ বছর মেয়াদের জন্য প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ নিকটবর্তী পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট। এবি/১; সিএটিজি-এমএলডিটি-কেটিজে-এসএমইউ-৬৭-২৪-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি, খালতিপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এ মালদা প্রান্তের দিকে ফুট ওভার ব্রিজ থেকে ২০ মি, ৫ বছরের জন্য কেটারিং স্টলের ব্যবস্থাকরণ। এবি/২; সিএটিজি-এমএলডিটি-জেডিপিটি-এসএমইউ-৮৫-২৪-১;জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তি, জগদীশপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ বুকিং অফিসের কাছে ৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ। এবি/৩; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিজিপি-এসএমইউ-১২০-২৫-১; এসএমইউ/তঃউঃজাঃ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে ০৫ বছরের জন্য ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ ফুড প্লাজার পাশে কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এবি/৪; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিএনএসএ-এসএমইউ-৫৭-২৪-১; জিএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে পুনসিয়া হল্ট রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ বুকিং অফিসের কাছে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এবি/৫; সিএটিজি-এমএলডিটি-বিজিপি- এসএমইউ-১০৯-২৫-১; এসএমইউ/সংখ্যালঘু/মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ভাগলপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ মহিলাদের ১ম শ্রেণী ওয়েটিং হলের পাশে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। এবি/৬; সিএটিজি-এমএলডিটি-পিপিটি-এসএমইউ-৭৩-২৪-২; এসএমইউ/তঃজাঃ/মহিলাদের অধীনে পীরপৈঁতি রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১-এ এসএস অফিসের কাছে ০৫ বছরের জন্য কেটারিং ইউনিটের ব্যবস্থাকরণ।। এবি/৭; সিএটিজি- এমএলডিটি-এসএলজে-এসএমইউ-২৪-২৪-১; জেএমইউ/যে কোনো ব্যক্তির অধীনে সকরীগলী রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ০১-এ ২য় শ্রেণীর ওয়েটিং হলের কাছে ০৫ বছর মেয়াদের জন্য কেটারিং পরিষেবার ব্যবস্থাকরণ। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-222/2024-25) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide e-NIT No.-26(e)/BDO/K-1 of 2024-2025 Dated-17.02.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev.Block,Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the website www.wbtenders.gov.in /www.malda.gov.in for details. Last date of Tender submission 25.02.2025 up to 15:00 hours.

Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Dev Block, Malda.

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No : 22/DEV/PHD/2024-25, Date.- 18/02/2025 and Last date for Submission of Bids - 25/02/2025 up to 5.30pm.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

E-Tender Notice

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER GAZOLE PANCHAYAT SAMITY GAZOLE : MALDA.
email- gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT No. EO/GPS/NIET-18(e) of 2024-25, Dated- 18.02.2025 EO, Gazole Panchayat Samity, Malda, invites E-tender for Supply & Installation of Automatic Organic Composter Machine SS under, 15th FC-2024-25, from Eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature. Details of e-tender notice will be available in website www.wbtenders.gov.in or http://etender.wbprd.nic.in.

Sd/- Executive Officer
Gazole Panchayat Samity
Gazole, Malda

e-Tender Notice

**Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri**

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/026/ BDOKNT/24-25 (Retender-NIT-23) Work Sl No 01 to 07, Dated : 19-02-2025. Last date of submission of bid through online 26-02-2025 upto 17:00 hrs. For details please visit **https://wbtenders.gov.in** from 17-02-2025 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট পরিচালনার চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ (অকশন কন্ডাক্টিং অফিসার) নিম্নলিখিত কাজের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের মুঙ্গের স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পে-ইউজ-২০২৫-০৩। অকশন শুরু ঃ ০৫.০৩.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। (১) লট নং ঃ পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৪-১। স্টেশন ঃ মুঙ্গের। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-221/2024-25) সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, মালদা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৭/০২/২০২৫ ইং তারিখে দুপুর ১২.০০ ঘটিকায় কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে খাগড়াবাড়িতে যে নান্দনিক ভবন রয়েছে তা শর্তসাপেক্ষে চুক্তি ভিত্তিক ইজারা প্রদান করা হইবে।
উক্ত ইজারায় অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেককে উপরি উল্লেখিত সময়ের পূর্বেই কোচবিহার ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে সাথে ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ডের ফোটো কপি নিয়ে আসতে হইবে।

E-TENDER NOTICE

Tender ID : 2025_ZPHD_817665_1 & 2

NIT No: 30/NKT/24-25 Dated: 18/02/2025 fund: 15th FC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid is 26/02/2025 upto 6.55 pm. The details of the NIT may be viewed & downloaded **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer & BDO
Nagrakata Panchayet Samity

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION

e-tender vide NIT No.13/JFCD/Hiring of Earth moving machine and Hydra cranes for various field works under Jalpaiguri Forest Corporation Division

Sl. No.	Name of Project	NIT No.	Estimated Amount put to tender (RS)	Remarks
1. Hir	Hiring of earth moving machines and hydra cranes for various works under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	13/JFCD/ Hiring of earth moving machine and hydra cranes/ 2024-2025.	Rate quoted (As per BOQ)	Bid Submission start from 20.02.2025 at 11.00 A.M. onwards. Bid submission closing date 05.03.2025 upto 05.00 P.M.

For all details and online Tender submission visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager
Jalpaiguri Forest Corporation Division
Jalpaiguri

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতির প্রয়োজনে ঘোষণাপত্র

সেকশন ৮২ সিআর.পি.সি অনুসারে

যেখানে আমার উপস্থিতিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, অভিযুক্ত **নবজাত রায়, ললিত রায়ের পুত্র, আর/ও এইচ.এনও বুড়ির গ্রমা দারি পাট্টানি, পেরমেনখলিগঞ্জ, কোচ, বিহার-৭৩৫১২২**-এর অধিবাসী **সিসি নং-৮৭৯৭/১৭, ইউ/এস ১৩৮ এনআই ধারা অনুসারে থানা- রাজিন্দ্র নগর, দিল্লি** অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অপরাধ করেছে (বা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে), তাই **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তির উপর একটি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে কিন্তু তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সেই হেতু, আমার সন্তুষ্টি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তিকে পলাতক (অথবা উল্লেখিত পরোয়ানার উদ্দেশ্যে পরিষেবা প্রদান করাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন) বলে ঘোষণা করছি।
ঘোষণাপত্রটিতে উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, **নবজাত রায়** নামে পরিচিত ব্যক্তি **সিসি নং-৮৭৯৭/১৭, ইউ/এস ১৩৮ এনআই ধারা অনুসারে থানা- রাজিন্দ্র নগর, দিল্লি** এলাকায় অভিযুক্তকে ২৬.০৪.২০২৫-এর সকাল ১০:০০-এর আগে উল্লেখিত অভিযোগের উপর সদুত্তর দিতে কোর্টে উপস্থিতি হওয়া কাম্য।

আদেশক্রমে
শ্রীমতী শ্রেয়া সিং
বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণি-০৫
কেন্দ্রীয় জেলা, রুম নং-০২
টিস হাজারি কোর্টস, দিল্লি

DP/1944/CD/2025

নবীকরণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/৩৩/২৪-২৫ তারিখঃ ১৫-০২-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে কর্মরত ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন নিম্নলিখিত কাজের বিপরীতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ আইটেম নং. ১। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশনের টিএল এণ্ড এসি ডিপোর পাওয়ার কার এবং এসি/নন এসি কোচসমূহের নবীকরণের কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১৭,৮৪,২৭০.২৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩৫,৭০০/-টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি/ আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ওএইচই মোডিফিকেশন কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৪-২৫-আরটি। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ এপি-ইএল-টিআরডি-১১-২৪-২৫-আরটি, কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেঃ-বিজি-I ও বিজি-II সেকশনে আরওবি, এফওবি, গার্ডার ব্রিজ ইত্যাদির মতো সমস্ত ওভার লাইন স্ট্রাকচারের (ওএলএস) অধীনে ক্যাটেনারি ওয়্যারের (৬৫ বর্গ এমএম) স্থানে কনটাক্ট ওয়্যারের (১০৭ বর্গ এমএম) ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত ওএইচই মোডিফিকেশন কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,১১,৬৯,৪৫৪.০৬/- টাকা, বায়নার ধনঃ ২,০৫,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে এবং ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ ইলেক্ট. (টিআরডি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি. ওপি অ্যান্ড জিএস, আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিএসকে/ইলেক্ট/১৭৭, তারিখ ঃ ১৫-০২-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। ক্রম. নং.-১; টেন্ডার নং ঃ এলডি/টি-১৪/টিএসকে/এলওসিও/০৩; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ ০২ (দুই) বছরের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনের ক্রু বুকিং লবি, নিউ তিনসুকিয়ায় আরসিডি, পাওয়ার কন্ট্রোল এবং সিনিয়র ডিইই অফিসে সহায়তার পাশাপাশি ক্রু বুকিং লবিতে সিএমএস সিস্টেমে ডেটা এন্ট্রি। টেন্ডার মূল্য ঃ ২,৯৩,২৭,৫২৩.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৯৬,৬০০/- টাকা; উপরোক্ত ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ টায় এবং খোলা ১০-০৩-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ১০-০৩-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

নির্মাণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ ইএনজিজি/ ০৮ অফ ২০২৪ তারিখঃ ১৪-০২-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত বিস্তৃত তথ্য অনুসারে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ আইটেম নং. ১। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নিউ তিনসুকিয়ায় ট্রানজিট ভবনের নির্মাণ (৪ ইউনিট)। টেন্ডার রাশিঃ ১,৭৩,৫০,৪৭৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৬,৮০০/-টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), তিনসুকিয়া

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অসুস্থ একাধিক পরীক্ষার্থী

হাসিমারা ও আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ভূগোল পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। হাসপাতালেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। বুধবারও সেখানেই জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা দিল হাসিমারা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র রশিদুল মিয়াঁ। তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল দলসিংপাড়া শ্রীগণেশ হিন্দি হাইস্কুল।

স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষা শেষ হতেই ওই ছাত্র অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। পরে তাকে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসার পর তাকে ছুটি দেওয়া হলেও মঙ্গলবার পরীক্ষা শুরুর দশ মিনিটের মধ্যে ফের পরীক্ষাকেন্দ্রে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। খবর পেয়ে হাসিমারার সেন্টার ইনচার্জ রজত হোড় দলসিংপাড়ার পরীক্ষাকেন্দ্রে যান। শিক্ষকদের সহযোগিতায় ওই ছাত্রকে আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা সেখানেই তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন। অন্যদিকে হাসপাতালে চিকিৎসাও শুরু হয়। রজত বলেন, 'ছাত্রের শারীরিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে হাসপাতালেই বিশেষভাবে তার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। দু'দিনই ওই ছাত্র হাসপাতালের বেডে শুয়ে পরীক্ষা দিয়েছে। তাকে ছুটি না দিলে বাকি পরীক্ষাটিও সে যাতে হাসপাতালেই দিতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হবে।'

এছাড়া মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা শুরুর দেড় ঘণ্টার মাথায় দলসিংপাড়া শ্রীগণেশ হিন্দি হাইস্কুলের এক ছাত্র হাসিমারা হিন্দি হাইস্কুলের কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকেও তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অবশ্য পরে তাকে ছুটি দেওয়া হয়। সে পরীক্ষাকেন্দ্রে বসেই পরবর্তী পরীক্ষাগুলি দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, বুধবার, জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষার দিন অসুস্থ হয়ে পড়ল তিনজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তড়িঘড়ি তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। মঙ্গলবার কুণাল বর্মন নামে আরেক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীও অসুস্থ হয়েছিল। পরে সে জেলা হাসপাতাল থেকেই পরীক্ষা দেয়। তবে বুধবার সে পরীক্ষা দেয়নি বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এদিন তিনজন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের নাম মৌসুমি খাতুন, রাখি রায় ও উমিদ সরকার।

মৌসুমি ও রাখি পরীক্ষা দিলেও উমিদ পরীক্ষা দিতে পারেনি। আলিপুরদুয়ার জেলা মাধ্যমিক কনভেনার শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী বলেন, 'পরীক্ষা ঠিকভাবেই সম্পন্ন হয়। তবে কয়েকজন অসুস্থ বোধ করলে তাদের জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার পর পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।' এছাড়া তাদের যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয় তাও এদিন দেখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

ফালাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটা ব্লকের বড় মেচপাড়া নিউ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির স্নেহা বর্মন ১০০ মিটার দৌড়ে, পঞ্চম শ্রেণির জয়শ্রী রায় ২০০ মিটার দৌড় ও লংজাম্পে এবং পঞ্চম শ্রেণির বৃষ্টি বর্মন ফুটবল থ্রোয়িংয়ে রাজ্য স্কুল ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। এজন্য বুধবার স্কুলে গিয়ে এই পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেন গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তাপসী গোলদার সরকার। সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীপু বসাক এই খবর জানিয়েছেন।

ভালো ফলের আশায়।। *হলদিবাড়িতে হুজুর সাহেবের মাজারে ছবিটি তুলেছেন অপু দেবনাথ।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পিএইচইর জল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জেলায় প্রায় ৩ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। তবে সেগুলির মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক কেন্দ্রেই পিএইচইর পরিস্রুত পানীয় জল পরিষেবা পৌঁছায়। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শিশু ও প্রসূতিদের পরিষেবা দেওয়া হয়। আর সেই কাজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভরসা নলকূপের জল। তবে চলতি বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে জেলার প্রায় পাঁচশো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জল সরবরাহ করবে পিএইচই। তাতে পরিস্রুত পানীয় জলের যে সংকট রয়েছে অনেক জায়গায়, তা কিছুটা মিটবে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পর্যাপ্ত জায়গা থাকলে নলকূপের ব্যবস্থা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তাই মিড-ডে মিলের রান্না সহ পানীয় জল হিসেবে নলকূপের জলই ব্যবহার করতে হয়। এবার সেই জল পানযোগ্য কি না তা জানতে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সেখানকার নলকূপের জলের মান অবশ্য পরীক্ষা করে দেখা হয়।

বুধবার ডুয়ার্সকন্যায় আইসিডিএসের সঙ্গে পিএইচই সহ অন্যান্য দপ্তরের বিশেষ বৈঠক হয়। সেখানে জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা ছাড়াও সুসংহত শিশু সেবা প্রকল্প দপ্তরের জেলা প্রকল্প আধিকারিক (ডিপিও) শুভম দাস, পিএইচইর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল সহ অন্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে জেলায় প্রায় পাঁচশো অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পিএইচইর জলের পরিষেবা প্রদান করার কথা জানানো হয়।

তবে ইতিপূর্বে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে পিএইচইর পরিষেবা প্রদানের কথা ঘোষণা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি বলে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে।

আইসিডিএস এবং পিএইচই সূত্রে জানা গিয়েছে, এপ্রিল মাসের মধ্যে যে টার্গেট নেওয়া হয়েছে, তাতে প্রাথমিকভাবে ব্লক ধরে ধরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি ব্লকের নির্দিষ্ট অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া শহরে যেসব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে, সেগুলিতে তো সংশ্লিষ্ট পুরসভাই পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করে।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা সমিতির জেলা জয়েন্ট কনভেনার রেখা দাস বলেন, 'আমাদের সব জায়গাতেই নলকূপের জল রয়েছে। তবে পিএইচইর জল দিলে তো সুবিধাই হয়।'

ইতিমধ্যে পাইপ পাতা সহ প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ অনেকটাই এগিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আগামী মার্চ মাসে চূড়ান্ত পর্যায়ের কাজ শেষ করার চেষ্টা চলবে। এপ্রিলে পরিষেবা চালু হয়ে যাবে বলে আশ্বাস প্রশাসনের। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে অন্যান্য জায়গাতেও পিএইচইর পরিষেবা প্রদানের কাজ চলবে। বিভিন্ন সংগঠনের তরফে পিএইচইর জলের পরিষেবার দাবি করা হয়েছিল। এখন সেই পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু হওয়ার কথায় খুশি সকলে।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা কল্যাণ সমিতির জেলা সভানেত্রী ঝুম্পা চৌধুরী বলেন, 'ইতিপূর্বেও একাধিকবার পিএইচইর জলের পরিষেবার কথা ঘোষণা হলেও তা পাওয়া যায়নি। দেখা যাক এবার কী হয়।'

পরিস্থিতি

- জেলায় প্রায় ৩ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে
- তার মধ্যে ৫০০ কেন্দ্রে জল দেবে পিএইচই
- এপ্রিল মাসের মধ্যে এই কাজের টার্গেট নেওয়া হয়েছে
- আপাতত অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ভরসা নলকূপের জল

বৃহত্তম ক্ষুদ্র সেচ তুরতুরিতে

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সংবাদের লাগাতার খবরের জেরে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে তুরতুরি নদীর ওপর নতুনভাবে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প তৈরি করার উদ্যোগ নিল সেচ দপ্তর। এর জন্য খরচ হবে ২ কোটি টাকা। সেচ দপ্তরের দাবি, জেলার সব থেকে বড় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প এটি।

পরাধীন ভারতে শামুকতলা এলাকার কৃষিজমিতে সেচের জন্য তুরতুরি নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে স্লুইস গেট বসিয়ে ক্যানালের মাধ্যমে জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই ব্যবস্থাতেই বহু দশক সেখানে কৃষিকাজ চলেছে। কিন্তু পাঁচ বছর আগে সেই বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় গোটা এলাকা সেচ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। শামুকতলায় রীতিমতো কৃষিকাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই নিয়ে এলাকার কৃষকরা বারবার দাবি জানাচ্ছিলেন। তাঁরা স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁধও নির্মাণ করেন। কিন্তু বিধি বাম। সেই বাঁধও জলের তোড়ে ভেসে যায়। এরপর এলাকার কৃষকরা লাগাতার আন্দোলন শুরু করেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে দফায় দফায় এনিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। অবশেষে সেচ দপ্তর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে।

একনজরে

- তুরতুরি নদীর ওপর গারুখুটা মৌজাতে তৈরি হবে ৪০ মিটার চেক ড্যাম
- শুখা মরশুমে ওই নদীর দু'ধারে ১২ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে
- ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার কাজ শেষ করেছে সেচ দপ্তর
- খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে

তুরতুরি নদীর এখানেই সেচপ্রকল্পের কাজ হবে।

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তুরতুরি নদীর ওপর তৈরি হবে ৪০ মিটার চেক ড্যাম। গারুখুটা মৌজাতে এই ড্যাম তৈরি হবে। ফলে শুখা মরশুমে ওই নদীর দু'ধারে ১২ হাজার হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। উপকৃত হবেন কয়েক হাজার কৃষক। ইতিমধ্যেই এই কাজের ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়ার কাজ শেষ করেছে সেচ দপ্তর। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করা হবে।

জেলা সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অমরেশ সিং বলেন, 'জেলায় এখনও পর্যন্ত এটা সব থেকে বড় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প। এই কাজে আমরা ২ কোটি টাকা ব্যয় করব।'

শামুকতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আজেন মিঞ্জের মন্তব্য, 'আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সেচ দপ্তর থেকে শুরু করে সর্বত্র এই সমস্যার সমাধানে আবেদন জানিয়েছিলাম। প্রকল্পটি হয়ে গেলে গোটা এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। এই উদ্যোগে আমরা খুশি। সেচমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।'

নতুন প্রকল্পের খবরে স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার কৃষকরা। এলাকার কৃষক বার্নাবাস সোরেন বলেন, 'একসময় তুরতুরি নদীর জল দিয়ে আমাদের এলাকার হাজার হাজার বিঘা জমিতে সেচের ব্যবস্থা হত। আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করার পরেও তুরতুরি নদীর সেচ বাঁধ মেরামতি সহ সেচ প্রকল্পের কাজ শুরু করা হচ্ছিল না। এই কাজ হলে আমাদের এলাকার চাষাবাদে একটা বিপ্লব ঘটবে।'

থানা গড়তে জমি দান

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে আলিপুরদুয়ার পুলিশকে কামাখ্যাগুড়ি থানা গড়ার জন্য ১০০ ডেসিমাল জমি দান করা হয় মঙ্গলবার। পঞ্চায়েত প্রধান একাদশী রায় বলেন, 'আগামীদিনে কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় থানা গড়ে উঠবে, এই উদ্দেশ্যে জেলা পুলিশকে আমরা জমি দান করেছি। আমাদের প্রত্যাশা, খুব দ্রুত থানা গড়ে উঠবে।'

কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় ইতিমধ্যে একটি ফাঁড়ি রয়েছে। এই ফাঁড়ির অধীনে চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা রয়েছে। এই এলাকায় এক লক্ষের বেশি মানুষের বাস। সাধারণ মানুষের সুরক্ষার জন্য কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়িকে ভবিষ্যতে থানাতে উন্নীতকরণের দাবি এলাকায় অনেকদিন থেকেই রয়েছে। অবশেষে গ্রাম পঞ্চায়েত জমি দান করায় সাধুবাদ জানাচ্ছেন এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দা মিহির নার্জিনারি বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ একটি ফাঁড়ি রয়েছে। এই ফাঁড়ির মারফত এলাকায় সুষ্ঠু কাজই চলছে। কিন্তু আগামীদিনে আরও ভালো পরিকাঠামো হিসেবে থানা দরকার। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে জমি দান একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।'

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী গ্রাম পঞ্চায়েতের এই উদ্যোগকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্মারকলিপি

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার পিএইচই আধিকারিকের কাছে বিভিন্ন দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হল। এদিন আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট সংলগ্ন পিএইচই দপ্তরের সামনে পানীয় জল পাম্প অপারেটর কর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে এই কর্মসূচি হয়। সংগঠনের তরফে কর্মীদের পিএফ, ইএসআই, লেবার লাইসেন্স, বকেয়া বেতন সমস্যা, কর্মক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নতি, অপারেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের দাবি সহ নানা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এদিন।

বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির জেলা শাখার তরফে ডুয়ার্সকন্যার সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় বিভিন্ন দাবিতে। কেন্দ্রীয় হারে ডিএ বৃদ্ধি, শূন্যপদে দ্রুত নিয়োগ ইত্যাদি দাবিতে বিক্ষোভ হয়। উপস্থিত ছিলেন ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক কমলাক্ষ চন্দ সহ অন্যরা।

বিয়ের বয়স কত, জানে না ছাত্রীরা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাঝেমধ্যেই সংবাদপত্রে দেখা যায় নাবালিকার বিয়ে রোখার খবর। ১৮ বছরের কম বয়সি কোনও কন্যার বিয়ে হওয়ার খবর কখনও প্রতিবেশীরা পৌঁছে দেন প্রশাসনের কানে। আবার কখনও আশাকর্মীরা প্রশাসনকে জানিয়ে দেন এমন ঘটনার কথা। কিন্তু মেয়েরা নিজেরা কি জানে, বিয়ে করতে গেলে ন্যূনতম কত বয়স হতে হবে? বুধবার আলিপুরদুয়ারের নির্মলা গার্লস হাইস্কুলে নাবালিকা বিয়ে রোধ নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করতে গিয়ে সিডব্লিউসি এবং নারী ও শিশু সুরক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধিরা বুঝতে পারলেন যে গোড়ায় গলদ। এব্যাপারে মেয়েদের সচেতনতার অভাব রয়েছে।

যদি তারা নিজেরাই জানতে না পারে যে কোনটা আইনত বৈধ, কোনটা অবৈধ, তাহলে আর প্রতিবাদ করবে কী করে? তাই এদিন বিয়ের নির্দিষ্ট বয়স যে ১৮ বছর, সেকথা জানিয়ে দেওয়া হল সেই স্কুলের ছাত্রীদের। যাতে নিজ নিজ এলাকায় কোনও অল্পবয়সি মেয়ের বিয়ে হলে তারা বুঝতে পারে ও প্রয়োজনে প্রশাসন বা বড়দের জানাতে পারে।

এদিন নির্মলা গার্লস হাইস্কুলে সিডব্লিউসি ও নারী শিশু সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিশেষ সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সেখানে কয়েকশো ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। সম্প্রতি জেলায় রেকর্ড সংখ্যক নাবালিকার বিয়ের ঘটনা সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। সেইসঙ্গে নাবালিকাদের মা হওয়ার ঘটনাও তো বাড়ছে। এছাড়াও জেলায় পকসো কেসের সংখ্যা বৃদ্ধিও ভাবাচ্ছে প্রশাসনকে। জেলায় স্কুলছুটের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ার

এই পরিস্থিতিতে একেবারে স্কুল পড়ুয়াদের মাধ্যমে ঘরে ঘরে সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাইছে নারী ও শিশু সুরক্ষা দপ্তর। ইতিমধ্যেই একাধিক দপ্তরের কর্মীদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটিও তৈরি করা হয়েছে। সেখানে নারী ও শিশু সুরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা ছাড়াও সিডব্লিউসি, পুলিশ, চাইল্ড হেল্পলাইন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ অন্যরা রয়েছেন।

আর তাদের সুরক্ষার জন্য যে এত বড় একটা টিম কাজ করছে, তাদের কাছে কী করে পৌঁছানো যায়, সেটাও জানা নেই অনেকের। এদিনের কর্মশালায় অন্তত সেকথাই উঠে এল। সিডব্লিউসির চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত তা অনেকেরই অজানা। এছাড়াও ১০৯৮ নম্বরে ফোন করলে নারী ও শিশু সুরক্ষার বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়া যাবে তাও জানা নেই।' তবে এদিন শিবিরে উপস্থিত আধিকারিকরা বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে সচেতন করেছেন।

নাবালিকা বিয়ের মতো ঘটনা বাগান ও প্রান্তিক এলাকায় বেশি দেখা যায়। তাই সচেতনতা প্রচারের জন্য চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় জোর দেওয়া হচ্ছে। নির্মলা গার্লস মিশন হাইস্কুলটি দমনপুর এলাকায় অবস্থিত হলেও বিভিন্ন চা বাগানের ছাত্রীরা সেখানে পড়াশোনা করে। এখন আবার মাধ্যমিক পরীক্ষা চলছে। তাই যেসব স্কুলে সিট পড়েছে, সেখানে এধরনের কর্মশালা সম্ভব নয়। তবে এই স্কুলে মাধ্যমিক কেন্দ্র হয়নি। তাই নারী ও শিশু সুরক্ষা সচেতনতার জন্য এই স্কুলকে বাছা হয়েছে। কীভাবে নারী ও শিশু পাচার হয়? সামাজিক মাধ্যমে পাচারকারীরা কীভাবে ফাঁদ পেতে আছে? কীভাবে আর্থিক প্রতারণার ভয় থাকে? পড়ুয়াদের কী কী নিয়ম নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে? কোন নম্বরে ফোন করলে নারী ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে সহযোগিতা পাওয়া যাবে? এসবই এদিন প্ল্যাকার্ডে লিখে পড়ুয়াদের সচেতন করা হয়।

আলিপুরদুয়ারের নির্মলা গার্লস হাইস্কুলে নাবালিকা বিয়ে রোধ নিয়ে সচেতনতা শিবির। বুধবার। -আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নদীভাঙন নিয়ে সরব দুই বিধায়ক

বোড়াগাড়ি গিলছে গদাধর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বারবার দাবি জানিয়েও বাঁধ নির্মাণ হয়নি। ফলে বর্ষার আগে গদাধর নদীর ভাঙন রীতিমতো রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের ভাটিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বোড়াগাড়ি এলাকার বাসিন্দাদের। প্রতিবছরই নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে কৃষিজমি এবং বাড়িঘর। গত বছর এলাকা পরিদর্শন করেছিলেন কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। সেচমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান। কিন্তু কাজ না হওয়ায় বুধবার বিধানসভায় এ নিয়ে সরব হলেন মনোজ।

এদিন বিধানসভায় তিনি অভিযোগ করেন, সমস্যার কথা আলিপুরদুয়ারের সেচ দপ্তরের আধিকারিকের কাছে বলতে গেলে তিনি গ্রামবাসীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন। গদাধর নদীর লাগাতার ভাঙনের জেরে বোড়াগাড়ি এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ দাস, প্রাণবন্ধু দাস, ক্ষিতীশ দাসের মতো বেশ কয়েকজন বাসিন্দা বাড়িঘর অন্যত্র সরিয়ে নেন। তাঁদের ভিটেমাটি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। ভাঙনের ফলে দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন লক্ষ্মীকান্ত বর্মন, শিরিন বর্মন, যাত্রা বর্মন, পরিমল আর্য, অধীর আর্যের মতো অন্তত ২০টি পরিবার। একের পর এক কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাওয়ার পর এবার বসতি এলাকার দিকে এগিয়ে আসছে গদাধর নদী। বিধায়কের সংযোজন, অন্তত ৫০ বিঘা জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। বাঁধ নির্মাণ না হলে এবার বর্ষায় নদী আরও বসতভিটে, কৃষিজমি কেড়ে নেবে। বসতি এলাকায় গদাধর নদীর ভাঙন শুরু হওয়ার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা।

বিধায়ক বলেন, 'আমি সেচমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছি। আলিপুরদুয়ারের সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিক গ্রামবাসীদের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছেন, সেটাও মন্ত্রীকে জানিয়েছি। মন্ত্রী সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন এবং ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।'

> আমি সেচমন্ত্রীর কাছে আর্জি জানিয়েছি। আলিপুরদুয়ারের সেচ দপ্তরের জেলা আধিকারিক গ্রামবাসীদের সঙ্গে যে খারাপ ব্যবহার করেছেন, সেটাও মন্ত্রীকে জানিয়েছি। মন্ত্রী সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন এবং ওই আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছেন।
>
> **মনোজকুমার ওরাওঁ**
> *বিধায়ক, কুমারগ্রাম*

কী বলছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা? পূর্ণচন্দ্র আর্য বলেন, 'গ্রামের অন্তত ২০টি বাড়ি গদাধর নদীর ভাঙনে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। পরিবারগুলির আগে অনেক জমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। ভাঙন থেকে বাঁচতে বাড়িঘর সরিয়ে এনেছিলেন। বর্ষার আগে বাঁধ না হলে নদী আরও বসতি এলাকার দিকে এগিয়ে আসবে।' যাত্রা বর্মনের কথায়, 'আমাদের সর্বস্ব আগে নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। বর্ষার আগে বাঁধ নির্মাণ না হলে ফের ভিটেমাটি ঘরবাড়ি নদীগর্ভে চলে যাবে।'

শিসামারায় স্থায়ী বাঁধের দাবি

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গত বর্ষায় জলদাপাড়া বনাঞ্চল হয়ে বয়ে যাওয়া শিসামারা নদীর বাঁধের ভাঙন নিয়ে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। তারপর শিসামারা নদীতে বাঁধ কিছুটা অংশ সংস্কার হয়। কিন্তু স্থায়ী বাঁধের কাজ এখনও শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। বুধবার সেই দাবির কথা আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বিধানসভায় তুলে ধরেন।

এদিন বিধানসভার অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক সুমন শিসামারা বাঁধের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। পরে তিনি বলেন, 'শিসামারায় যাতে স্থায়ী বাঁধের কাজ করা হয় সেজন্য অধিবেশনে বিষয়টি তুলে ধরি। উত্তরে সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া জানান, ওখানে পরীক্ষামূলকভাবে কয়েক বছর আগে জিও সিন্থেটিকের বাঁধ হয়েছিল। এখন ফের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কীভাবে বাঁধের কাজ করা যায় সেজন্য সমীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।' সুমনের সংযোজন, 'সম্প্রতি সেচ দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বদলি হয়েছেন। পূর্বতন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক শিসামারা বাঁধ দেখে গিয়েছিলেন। এখন সেচমন্ত্রীও পরিবর্তন হয়েছে। এসব কারণে স্থায়ী বাঁধের কাজ হয়তো এগোয়নি।'

গত বছর বর্ষায় জলোচ্ছ্বাসে শিসামারা নদীর জিও সিন্থেটিক ও বোল্ডারের দুটি বাঁধ একাধিক জায়গায় ভেঙে যায়। এই নদীর সঙ্গে ভুটান থেকে নেমে আসা তোর্ষা নদীর সংযোগ রয়েছে। তাই গত বর্ষায় বাঁধ ভেঙে শালকুমার-১ ও শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ ক'বার জল ঢুকে যায়। তখন জরুরি ভিত্তিতে সেচ দপ্তর পুরোনো বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করে। কিন্তু স্থানীয়দের দাবি, সেই বাঁধ সংস্কারের কাজও ভালোভাবে হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা তাপসকুমার সেন বলেন, 'এখন নদীতে জলস্তর কম। অথচ এখন কোনও কাজ হচ্ছে না। এভাবে থাকলে আসন্ন বর্ষায় গোটা শালকুমারহাট প্লাবিত হবে। তাই দ্রুত বাঁধের কাজ শুরু হলে ভালো।' স্বপন রায় নামে আরেক বাসিন্দা জানান, গত বর্ষায় অনেকের চাষের জমি নদীগর্ভে চলে যায়। তাই তাড়াতাড়ি বাঁধের কাজ না হলে এলাকার মানুষ আন্দোলনে নামবেন।

স্থানীয়দের সঙ্গে একমত তৃণমূল পরিচালিত শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়। শ্রীবাস বলেন, 'জিও সিন্থেটিক বাঁধের ৫০ শতাংশ ভেঙে রয়েছে। এখানে স্থায়ী বাঁধ তৈরি করতে হবে। সেই কাজের এখনও কোনও খবর নেই। এলাকার মানুষ ক্রমাগত আমাকে চাপ দিচ্ছেন।'

একখণ্ড নুড়ি এবং জটেশ্বর

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিবরাম চক্রবর্তীর 'দেবতার জন্ম' গল্পে রাস্তার একখণ্ড নুড়ি ধীরে ধীরে দেবতা হয়ে উঠেছিল। তবে জটেশ্বরের পাথরটির গল্পটা একটু আলাদা। স্বপ্নাদেশ পেয়ে স্থানীয় দেওয়ান ব্যাদেং বর্মন জটেশ্বরধামের জঙ্গল থেকে একটি পাথরখণ্ড প্রায় ছয় কিমি দূরে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু জটেশ্বর বাজারের পর সেই পাথরটিকে নিয়ে আর এগোনো যায়নি। লোকলস্কর লাগিয়ে ব্যাদেং বর্মন নিজেও পারেননি। সেখানেই জটেশ্বর শিব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়।

সেই মন্দিরকে পরে নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে চেয়েছিলেন শিবভক্ত ব্যাদেং। কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। জটেশ্বর বাজারে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরটির এই গল্পকথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে জটেশ্বরের শিবচতুর্দশীমেলা। স্থানীয় পবিত্রকুমার রায় বলেন, 'জটেশ্বর নামের সঙ্গেই জুড়ে আছে শিবচতুর্দশীমেলার কথা। শিবচতুর্দশী উৎসবে যেতে না পারলে মন খারাপ হয়।'

শিবচতুর্দশী উৎসবকে কেন্দ্র করে শিব মন্দির কমিটির পরিচালনায় প্রতিবছর ১৫ দিন ধরে মেলা চলে জটেশ্বরের গোরুহাটি মাঠে। এবারও সেই মেলা বসবে। এখন থেকেই মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মেলার মাঠ সংস্কারের পরে বিভিন্ন এলাকা থেকে পসরা নিয়ে ব্যবসায়ীরা হাজির হয়েছেন মেলা প্রাঙ্গণে। মেলায় এসেছে টয়ট্রেন, নৌকা, নাগরদোলার মতো রাইডগুলিও। জটেশ্বর শিবচতুর্দশীমেলা কমিটির সম্পাদক দেবজিৎ পাল বলেন, 'সকলের সহযোগিতায় জটেশ্বর শিবচতুর্দশী উৎসব পালন করা হবে এবছরও। কয়েক লক্ষ মানুষের সমাগম হবে। নিরাপত্তার দিকেও নজর রাখা হবে।'

কথিত আছে, সেসময় জটেশ্বরের ওই এলাকাটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। একটি কামধেনু গাভী নাকি জঙ্গলে একটি পাথরে দুধ দিচ্ছিল। সেখানে মাটি খুঁড়ে বের করা হয় একটি শিলাখণ্ড। জটেশ্বরধাম থেকে লোক দিয়ে সেই শিলাখণ্ডটি তাঁর বাড়ি নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন জটেশ্বরের দেওয়ান ব্যাদেং বর্মন। যানবাহনের কোনও বন্দোবস্ত না থাকায় কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসছিলেন জোতদার বাড়ির শ্রমিকরা। জটেশ্বর বাজার এলাকায় আসার পর বাজারের মাঝে বিশ্রামের জন্য বসে পড়েন শ্রমিকরা। তারপরেই ঘটে অদ্ভুত ঘটনা। কিছুতেই পাথরটিকে সরানো যায় না। সেটি সরানোর জন্য জটেশ্বর কাছারিতে ব্যবহৃত খান বাহাদুর ওয়ালিয়র রহমানের পোষা হাতিকেও কাজে লাগানো হয়। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জটেশ্বর বাজারে শিলাখণ্ডটি রেখে ফিরে যান শ্রমিকরা। তারপর থেকে বাজারেই শিবঠাকুরের রূপে পাথরটিকে পুজো করেন জটেশ্বরের মানুষ।

আরেক এলাকাবাসী কৃষ্ণ রায় কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। কিন্তু মেলার সময় বাড়ি ফেরা চাই-ই। তাঁর কথায়, 'ফাল্গুন মাস এলেই জটেশ্বরে শিবমেলার প্রস্তুতি শুরু হয়। কর্মসূত্রে বাইরে থাকলেও মেলার আকর্ষণে সেসময় সপরিবারে এখানকার বাড়িতে ফিরি।'

মন্দিরের প্রতিষ্ঠা

শিবচতুর্দশী মেলার প্রস্তুতি চলছে। বুধবার জটেশ্বরে।

সাইকেলে মহাকুম্ভের পথে

সোনাপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সাইকেলে চেপে মহাকুম্ভে রওনা হলেন বছর ৫৫-র এক ব্যক্তি। অসমের জিরিঘাট থেকে সাইকেলে ২ হাজার কিলোমিটার পার করে মহাকুম্ভে যোগ দিতে প্রয়াগরাজের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছেন মানবেন্দ্র দাস। তিনি নিজেকে সাধু বলে দাবি করেছেন। বুধবার তিনি আলিপুরদুয়ার শহর থেকে ফালাকাটার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি জিরিঘাট থেকে বের হয়েছিলেন। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজে পৌঁছানোর ইচ্ছে রয়েছে তাঁর। এদিন তিনি জানান, মঙ্গলবার অসমের সীমানা পেরিয়ে আলিপুরদুয়ারে ঢোকেন। স্থানীয় একটি মন্দিরে রাত কাটান। এইভাবেই যে কোনও মন্দিরে বা পেট্রোল পাম্পে প্রতি রাতে তিনি আশ্রয় নিচ্ছেন।

দিনে প্রায় ১০০ কিলোমিটার সাইকেল চালাচ্ছেন। মানবেন্দ্রর কথায়, 'আগে আমি কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ গিয়েছি। অনেকদিন ধরে কুম্ভে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। এবার সেটা পূরণ করছি।' তাঁর কথায়, '১২ বছর পর আবার যখন কুম্ভমেলা হবে তখন আমার বয়স আরও বেড়ে যাবে। তখন হয়তো অতদূর যেতে পারব না। তাই এবছরই নিজের ইচ্ছেপূরণ করছি।' তাঁর মতে, সাইকেল নিয়ে গেলে পরিশ্রম হচ্ছে ঠিকই, তবে প্রয়াগরাজে পৌঁছানোর আগে অনেক মন্দির এই সুযোগে ঘোরাও হচ্ছে।

কুম্ভ উপলক্ষ্যে বর্তমানে প্রয়াগরাজে কোটি কোটি মানুষের সমাগম হচ্ছে। নিজের গাড়িতে বা বাসে অনেকেই পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। পুণ্যার্থীদের ভিড়ে ট্রেনের অবস্থাও দুর্বিষহ। ইতিমধ্যেই সাইকেল নিয়েও বেশ কয়েকজন মহাকুম্ভের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন মানবেন্দ্র।

সিটুর বৈঠক

কুমারগ্রাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ২৫ ফেব্রুয়ারি বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টরের দপ্তরে গণ অবস্থান কর্মসূচি সফল করতে বনবস্তিগুলোতে সিটুর ম্যারাথন প্রস্তুতি বৈঠক চলছে। বুধবার অসম-বাংলা সীমানা ঘেঁষা ভল্কা রেঞ্জের বালাপাড়া এবং ঘাকসাপাড়ায় প্রস্তুতি বৈঠক করেন সিটু নেতা বিদ্যুৎ গুন।

আন্দোলনের হুঁশিয়ারি ও খবরের জের

মহাসড়কে জল দিল ট্যাংকার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা ও পলাশবাড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : গত চার-পাঁচদিন ধরে নির্মীয়মাণ মহাসড়কে ধুলো রুখতে জল দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেছিলেন স্থানীয়রা। যেসব এলাকায় রাস্তার দু'পাশে মাটির স্তূপ জমা করা হয়েছে সেখানে যেন ধুলোর ঝড় বইছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি হচ্ছিল। পথচলতি মানুষও নাজেহাল হচ্ছিলেন। তাই ধুলো রুখতে জল দেওয়ার দাবিতে বুধবার মেজবিল, শিশাগোড় সহ বেশকিছু জায়গায় স্থানীয়দের আন্দোলনে নামার কথা ছিল। এই সমস্যা নিয়ে এদিন উত্তরবঙ্গ সংবাদেও খবর প্রকাশিত হয়। তারপর নড়েচড়ে বসে সড়ক কর্তৃপক্ষ। আন্দোলনের হুঁশিয়ারির পর মেজবিল এলাকায় মঙ্গলবার রাতেই জল দেওয়া হয়। ফালাকাটার দিকে এদিন সকালে জল ছিটানো হয়।

গৌরাঙ্গ দাস নামে এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অভিভাবক বলেন, 'এদিন পরীক্ষার পর ধুলোর জন্য আন্দোলনে নামার কথা ছিল। পরে দেখছি এদিন রাস্তায় জল দেওয়া হয়েছে।'

শিশাগোড় থেকে মেজবিল, পলাশবাড়ি পর্যন্ত চার কিমি রাস্তায় সব থেকে বেশি ধুলোর সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, এইসব এলাকায় রাস্তার দু'পাশে ডাম্পারে করে মাটি ফেলানো হয়। এখন সেভাবে মাটি সমান করে কাজ হচ্ছে না। তাই যাতায়াতের মূল রাস্তা সরু হয়ে গিয়েছে। দু'পাশে রাখা মাটি মূল রাস্তায় নেমে এসেছে। বিপজ্জনকভাবে যানবাহন চলাচল করছে। যখন ডাম্পার, বালি-পাথরের ট্রাক বা যাত্রীবাহী বাস যাচ্ছে, তখন যেন ধুলোর ঝড় বইছে। স্বপ্না মণ্ডল নামে এক পরীক্ষার্থীর কথায়, 'বাবার সঙ্গে বাইকে চেপে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। রাস্তার ধুলোয় যেন দমবন্ধ হয়ে যায়। তাই এদিন ঘুরপথে বাবা পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসেন।' স্বপ্নার পরীক্ষাকেন্দ্র যোগেন্দ্রনগর হাইস্কুল।

স্থানীয় বিপুল বর্মনের কথায়, 'আমাদের এদিকে মূল রাস্তার দু'পাশে মাটির পাহাড় তৈরি করে রাখা হয়েছে। কয়েকদিন ধরে কাজও হচ্ছে না। রাস্তায় জলও দেওয়া হচ্ছে না। এজন্য ধুলো বেশি উড়ছে।' স্থানীয়দের ক্ষোভের আঁচ কোনওভাবে টের পেয়ে যায় সড়ক কর্তৃপক্ষ। তাই মেজবিল, পলাশবাড়ি, গুদামটারি মোড় এলাকায় তড়িঘড়ি মঙ্গলবার রাতেই ট্যাংকার দিয়ে রাস্তায় জল দেওয়া হয়। এদিন সকালে উঠে রাস্তায় জল দেখে আন্দোলনও আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন স্থানীয়রা। তবে এরপর যদি ফের নিয়মিত জল দেওয়া না হয় তাহলে পথ অবরোধ করবেন বলেই শিশাগোড়ের জীবন সরকার, কার্তিক বর্মনের মতো অনেকেই জানিয়েছেন।

মহাসড়কের প্রোজেক্ট ইনচার্জ বিবেক কুমার বলেন, 'ধাপে ধাপে সব জায়গায় কাজ হচ্ছে। সে ভাবেই ট্যাংকার দিয়ে ধুলোর জন্য জলও দেওয়া হচ্ছে।'

ফালাকাটার রাইচেঙ্গা, সাইনবোর্ড, আসাম মোড়, বালুরঘাট, কালীপুর এলাকাতেও ধুলোর সমস্যা আছে। এইসব এলাকাতেও নিয়মিত জল দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।

ধুলো রুখতে ছেটানো হচ্ছে জল। বুধবার রাইচেঙ্গায়।

আন্দোলন স্থগিত

- মেজবিল, পলাশবাড়ি, গুদামটারি মোড় এলাকায় মঙ্গলবার রাতেই ট্যাংকার দিয়ে রাস্তায় জল দেওয়া হয়
- এদিন সকালে উঠে রাস্তায় জল দেখে আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন স্থানীয়রা
- নিয়মিত জল দেওয়া না হলে পথ অবরোধ করবেন বলে সিদ্ধান্ত

কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনের কাজ খতিয়ে দেখছেন ডিআরএম। বুধবার।

বনকর্মী ও আধিকারিকদের বৈঠক।

অবশেষে গ্র্যাচুইটি পেলেন চা শ্রমিক

শামুকতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : চার বছর লাগাতার লড়াইয়ের ফল মিলল। প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি হাতে পেলেন কার্তিকা চা বাগানের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক বীর সিং তিরকি।

অবসর নিয়েও দীর্ঘদিন প্রাপ্য গ্র্যাচুইটি থেকে বঞ্চিত ছিলেন সেই দরিদ্র অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক। কর্মজীবনের সঞ্চিত টাকা না পাওয়ায় নিজের এবং স্ত্রীর বার্ধক্যজনিত রোগের চিকিৎসা করাতে সমস্যায় পড়েছিলেন। সংসার চলছিল অতি কষ্টে। গত চার বছর দীর্ঘ লড়াই করে অবশেষে বুধবার আলিপুরদুয়ার শ্রম দপ্তর থেকে বকেয়া গ্র্যাচুইটির টাকার চেক হাতে পেলেন।

বীর সিং নামের সেই অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক অবসর নিয়েছেন ২০২১ সালে। স্ত্রী অসুস্থ। অসুস্থ তিনি নিজেও। বললেন, 'দুজনের চিকিৎসা করা এবং সংসার চালানো রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়েছিল। গত চার বছরে ঋণের পরিমাণ অনেক বেড়েছে। কিন্তু অজানা কারণে আমার গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছিলাম না।' একটা সময় বাধ্য হয়ে শ্রম দপ্তরে তিনি কেস ফাইল করেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর এদিন শ্রম দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁর হাতে গ্র্যাচুইটির পুরো টাকার চেক তুলে দেন। বীর সিং বলছেন, 'দেরি হলেও এই টাকা পেয়ে আমি অনেকটা চিন্তামুক্ত হলাম। মালিকপক্ষ এবং শ্রম দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

শুধু কার্তিকা চা বাগান নয়, অন্যান্য চা বাগানেও অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটির টাকা নিয়ে জটিলতা রয়েছে। চা শ্রমিকরা অবসর নেওয়ার পর মালিকপক্ষ তাঁদের গ্র্যাচুইটির টাকা দিতে গড়িমসি চালাচ্ছে, এমন অভিযোগ উঠে এসেছে অনেক চা বাগানে। এনিয়ে চা শ্রমিক মহলে ক্ষোভ রয়েছে।

সিটুর আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি বিদ্যুৎ গুন জানান, 'কোথাও পিএফ, কোথাও গ্র্যাচুইটি, কোথাও শ্রমিকদের মজুরি এবং অন্যান্য পাওনাগন্ডা ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছি। কিন্তু এরপরেও মালিকপক্ষ শ্রমিকদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করছে।'

প্রাথমিকে নতুন আসবাব

জেলায় ছয়শোর বেশি স্কুলের জন্য বরাদ্দ ৭ কোটি

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কোনও স্কুলের বেঞ্চ ভাঙা, কোথাও আবার টেবিল। আলিপুরদুয়ার জেলার বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলেই আসবাবপত্রের সমস্যা ছিল। যা নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছিল শিক্ষক থেকে অভিভাবকদের মধ্যে। তবে এবার আসবাবপত্রের সেই সমস্যা মিটবে বলে আশা করা হচ্ছে। জেলার প্রায় ছয়শোর বেশি প্রাথমিক স্কুলে দেওয়া শুরু হল চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল। প্রাথমিকের সব সার্কেলের স্কুলগুলিকেই এই আসবাবপত্র দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের এমন উদ্যোগে খুশি স্কুলগুলি।

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন বলেন, 'যেসব স্কুলের ফার্নিচার প্রয়োজন ছিল, সেই স্কুলগুলির একটি তালিকা তৈরি করে রাজ্যে পাঠানো হয়। ৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা খরচ করে জেলার ছ'শোরও বেশি স্কুলে আসবাবপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে। আশা করছি, এতে জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে আর আসবাবপত্রের সমস্যা থাকবে না।'

ফালাকাটা দুই নম্বর এসপি ইংলিশ মিডিয়াম প্রাইমারি স্কুল নতুন ক্লাসরুমের জন্য ৬০টি বেঞ্চ পেয়েছে। স্কুলের সহ শিক্ষক নীতীশ বিশ্বাস বলেন, 'বেঞ্চগুলো খুব ভালো মানের। এছাড়া আরও চেয়ার, টেবিল পাব। আসবাবপত্রগুলো পাওয়ায় পড়ুয়াদের পাঠদানে সুবিধা হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট ছয়টি ব্লক রয়েছে। এই ব্লকগুলিতে মোট ১২টি প্রাথমিক শিক্ষা সার্কেল আছে। এই সার্কেলের মধ্যে আবার রয়েছে ৮৪৬টি প্রাথমিক স্কুল। বাংলা ছাড়াও হিন্দি, ইংরেজি ভাষাতেও পঠনপাঠন চলে স্কুলগুলিতে। বর্তমান যুগের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করতে সরকারি স্তরে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের বসার সমস্যা হচ্ছিল। বেশিরভাগ স্কুলের বেঞ্চই অনেক বছরের পুরোনো। ফলে সেগুলোর সিংহভাগই ভেঙে গিয়েছে। অনেক স্কুলে আবার পড়ুয়ার তুলনায় বসার বেঞ্চের সংখ্যা কম। কয়েকটি স্কুলের চেয়ার-টেবিলের অবস্থাও শোচনীয়। স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষ তাই জেলা শিক্ষা দপ্তরের কাছে বেঞ্চ, টেবিলের জন্য আবেদন করে।

শিক্ষকদের দাবি মেনে ডিপিএসসি উদ্যোগ নেয়। এসআইয়ের মাধ্যমে কোন কোন স্কুলে আসবাবপত্রের সমস্যা রয়েছে, তার তালিকা চাওয়া হয়। ডিপিএসসি সেই তালিকা রাজ্যে পাঠায়। এর পরেই প্রাথমিক স্কুলগুলির আসবাবপত্রের জন্য বরাদ্দ করা হয় ৭ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। সেই টাকায় এখন জেলার ছ'শোরও বেশি প্রাথমিক স্কুলে পৌঁছে যাচ্ছে উন্নতমানের নতুন চেয়ার, বেঞ্চ এবং টেবিল। অন্য জায়গার মতো ফালাকাটা ব্লকেও ৮০টি স্কুলে এই আসবাবপত্র দেওয়া শুরু হয়েছে। ফালাকাটা সদর সার্কেলের এসআই রাজা ভৌমিক বলেন, 'আমাদের সার্কেলের ৮০টি স্কুলেই নতুন আসবাবপত্র দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ৫৭৭টি বেঞ্চ, ২৯৩টি চেয়ার এবং ১৯৮টি টেবিল পাচ্ছে স্কুলগুলি।' সরকারের এমন উদ্যোগে প্রাথমিকের পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী হল বলে তিনি জানান।

ফালাকাটার একটি স্কুলে এসেছে নতুন এই বেঞ্চ। বুধবার।

খুশির খবর

- জেলার বেশিরভাগ প্রাথমিক স্কুলে চেয়ার-বেঞ্চের অবস্থা খারাপ
- কোথাও আবার পড়ুয়ার সংখ্যার তুলনায় বসার বেঞ্চ অপর্যাপ্ত
- সেই সমস্যা মেটাতে প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর দিচ্ছে উন্নতমানের নতুন বেঞ্চ, টেবিল

টুকরো খবর

পত্রিকা

ফালাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ফালাকাটা কলেজের সংস্কৃত বিভাগের দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধন করা হয়। সংস্কৃত বিভাগের পড়ুয়াদের কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়েই এই পত্রিকা লেখা হয়। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক শান্ত সরকার বলেন, 'দেওয়াল পত্রিকার নাম-জ্ঞানালোক। পত্রিকার উদ্বোধনের সময় অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রমণ

ফালাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার ফালাকাটা কলেজের এডুকেশন বিভাগের পড়ুয়াদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় লাটাগুড়ি ও গজলডোবায়। পড়ুয়াদের সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক করমা শেরপা, রাজেশ বর্মন ও অধ্যাপিকা ডঃ মধুপর্ণা ভট্টাচার্য। বাসে করে গিয়ে এদিনই পড়ুয়ারা ফিরে আসেন।

জন্মদিন পালন

শালকুমারহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার সন্ধ্যায় শালকুমারহাটের সিধাবাড়িতে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজের জন্মদিন পালন করা হল। এই কর্মসূচির উদ্যোক্তা হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। সেখানে মঞ্চের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের সহ সভাপতি ডঃ সুজয় বালা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিবাজির ছবিতে মালা পরিয়ে আলোচনা সভাও হয়। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতা এলাকায় শ্রীশ্রী জ্ঞান মন্দির বিদ্যালয়ে দিনটি পালন করা হয়।

সংবর্ধনা

শালকুমারহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির আলিপুরদুয়ার-২ মণ্ডলের নয়া সভাপতি হয়েছেন ক্ষিতীশ বর্মন। বুধবার বিজেপির তরফে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিজেপির যুব মোর্চার জেলা সভাপতি রূপন দাস বলেন, 'এদিন এই মণ্ডলের কার্যকর্তাদের তরফে মণ্ডল সভাপতিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।'

ট্র্যাক্টর ট্রলি যখন ভরসা : *কাদম্বিনী চা বাগানের পড়ুয়ারা রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে পড়ে। তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছে ফালাকাটা শহরের স্কুলগুলিতে। বাগান থেকে শহরের দূরত্ব তিন-চার কিমি হলেও বাগান থেকে সরাসরি কোনও বাস বা যাত্রীবাহী গাড়ি চলে না। তাই চা বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া একটি ট্র্যাক্টরের ট্রলিতে দাঁড়িয়ে কিংবা বসে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে পড়ুয়ারা। -তথ্য ও ছবি সুভাষ বর্মন*

স্কুলেই পরীক্ষা দিল শিখা

ফালাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সাপে ছোবল দেওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী শিখা বিশ্বশর্মা বুধবার ফালাকাটার গোপ্পু মেমোরিয়াল হাইস্কুলের কেন্দ্রেই পরীক্ষা দিল। সোমবার রাতে বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুলের ছাত্রী শিখাকে বাড়িতে বিষধর সাপ কামড় দেয়। মঙ্গলবার কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বসেই সে পরীক্ষা দিয়েছিল। বুধবার সকালে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। এদিন তড়িঘড়ি বাড়ি ফিরেই পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষা দেয় শিখা। তার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের তালুকেরটারি গ্রামে। বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুলের টিআইসি অশোক সরকার বলেন, 'আগের থেকে অনেকটা সুস্থ হয়েছে শিখা। তাই এদিন নিজের কেন্দ্রে বসেই পরীক্ষা দিতে পেরেছে সে।'

মাছ চাষের প্রশিক্ষণ

কুমারগ্রাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার কুমারগ্রাম ব্লকের হলঘরে তিনদিনব্যাপী মাছ চাষের প্রশিক্ষণ শুরু হল। ব্লকের ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন প্রান্তের ৩০ জন মাছচাষি শিবিরে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রামের বিডিও অবিনাশ কুমার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা, জেলা মৎস্য আধিকারিক ইন্দ্রদীপ চক্রবর্তী, ব্লক মৎস্য আধিকারিক রাকিব সরকার প্রমুখ। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে কীভাবে মৎস্য চাষ করে আরও বেশি লাভ করা সম্ভব এনিয়ে বিশদে আলোচনা করেন প্রশিক্ষকরা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মাছের রোগ প্রতিরোধ এবং সুষম পুষ্টি নিয়ে উৎসাহী চাষিদের খাতায়-কলমে এবং প্রোজেক্টরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

নয়া কার্যালয়

কুমারগ্রাম, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার নিউল্যান্ডস কুমারগ্রাম সংকোশ (এনকেএস) গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারগ্রাম চা বাগানে বাস স্টপের কাছে নতুন দলীয় অফিস খুলল বিজেপি। পুনরায় বিজেপি দলের কুমারগ্রাম বিধানসভার ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় নলিত দাসকে সংবর্ধনা দেন উপস্থিত নেতা-কর্মীরা। শাসকদলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটেন বিজেপি নেতা-কর্মী এবং সমর্থকরা।

সুপ্রিয়া চা বাগানে নামজারি নিয়ে বাড়ছে রহস্য

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটা ব্লকের সুপ্রিয়া চা বাগানের জমির নামজারি করা নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। সেই বাগানেরই শ্রমিকদের অভিযোগ, ভুয়ো নামে জমি নামজারি করার একটা চক্রান্ত চলছে। তাঁদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে ফালাকাটার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর। বুধবার দপ্তরের দুজন আধিকারিক সেই বাগানে গিয়ে সবকিছু খতিয়ে দেখেন।

সেই বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে মুকুল দাস, মদন দাস, সুজিতকুমার দাস, স্বপন দাসরা জানালেন, ১৯৯১ সালে এই বাগানের মালিক অশোক চামারিয়াকে তাঁরা জমি লিজ দিয়েছিলেন। বদলে তাঁদের চাকরি দেওয়া সহ গোটা ১২ শর্ত ছিল। শ্রমিকদের অভিযোগ, শর্তগুলো পূরণ না হওয়ায় ২৭৮ জন জমিদাতা তথা শ্রমিক জমির নামজারি করতে দেননি তখন। এখন সেই নামজারির চিঠি এসেছে। অভিযোগ প্রথমত, সেই চিঠি জমিদাতাদের হাতে দেওয়াই হয়নি। দ্বিতীয়ত, তাঁরা জানতে পেরে সেই চিঠি ঘেঁটে দেখেছেন, তার মধ্যে এমন ২৯ জনের নামে শুনানির নোটিশ এসেছে, যাঁদের নামে জমিও নেই, চাকরিও নেই।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ফালাকাটা ব্লক ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর থেকে এই নোটিশ ছাড়া হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি দপ্তরের অফিসে হাজির হওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শ্রমিকরা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে যান। সেখানে তাঁদের নামজারির নোটিশ দেখানো হয়। তখনই ভুয়ো নামের বিষয়টি সামনে আসে। তখন তাঁরা দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানান। এদিন ম্যানেজারের বাংলোর সামনে বিক্ষোভও দেখান।

খাউচাঁদপাড়ার পোস্ট মাস্টার স্বপন সূত্রধর জানালেন, ২৯ জনের নামে নোটিশ এসেছিল সুপ্রিয়া চা বাগানের ঠিকানায়। আর বাগানের ম্যানেজার লোক পাঠিয়ে তাঁকেই সব চিঠি পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন। তবে এভাবে একজনের নামে আসা চিঠি কি অন্যজনকে দেওয়া যায়? এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি।

ফালাকাটার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক ডোলমা লামা জানালেন, তদন্ত চলছে। রিপোর্ট পেলেই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। আর বহুবার ফোন করলেও বাগানের ম্যানেজার অমল মজুমদার ফোন ধরেননি।

অভিযোগ

- ১৯৯১ সালে বাগানের মালিক অশোক চামারিয়াকে জমি লিজ দেওয়া হয়
- এর বদলে দেওয়া শর্ত পূরণ না হওয়ায় জমিদাতা তথা শ্রমিকদের জমির নামজারি করতে দেওয়া হয়নি
- এখন সেই চিঠি এলেও জমিদাতাদের হাতে দেওয়াই হয়নি বলে অভিযোগ

সুপ্রিয়া চা বাগানের শ্রমিকদের বিক্ষোভ। বুধবার।

অমৃত ভারতের কাজ প্রায় শেষ

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে স্টেশনের উন্নয়নের কাজ চলছে। সেই কাজ কতটা এগিয়েছে, দেখতে বুধবার পরিদর্শনে এলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্তের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, ওবিসি মোর্চার রাজ্য কার্যকারিণী অজিতকুমার ঘোষ প্রমুখ।

ডিআরএম বললেন, 'আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মোট ১৫টি স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে। তার মধ্যে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনটি উদ্বোধন করা হবে।'

২০২৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। সেই কাজ শেষ হলে দূরপাল্লার একাধিক ট্রেনের স্টপ থাকবে কামাখ্যাগুড়িতে।

রেল সূত্রে খবর, অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় ইতিমধ্যে কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনের কাজে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামীতে সেই বরাদ্দ আরও বাড়ানো হতে পারে। মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে তা পর্যায়ক্রমে রূপায়িত করা হচ্ছে। স্টেশনে আসা যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। সেইসঙ্গে প্ল্যাটফর্মের উন্নতি করা হচ্ছে। বয়স্ক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের সুবিধার্থে বসানো হচ্ছে লিফট।

বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো বলেন, 'নরেন্দ্র মোদির সরকারের নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষজুড়ে উন্নয়ন করছে। আমাদের জেলার কামাখ্যাগুড়ি

> আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে মোট ১৫টি স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের মাধ্যমে। তার মধ্যে আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে কামাখ্যাগুড়ি রেলস্টেশনটি উদ্বোধন করা হবে।
>
> **অমরজিৎ গৌতম,** *ডিআরএম, আলিপুরদুয়ার ডিভিশন*

স্টেশনেও একইভাবে উন্নয়ন চলছে। আগামীদিনে এই স্টেশনে দূরপাল্লার বিভিন্ন ট্রেন থামবে। এর ফলে কামাখ্যাগুড়ি সহ কুমারগ্রাম, অসম এবং কোচবিহারের বিস্তীর্ণ অংশের মানুষকে দূরপাল্লার ট্রেন ধরার জন্য বাড়তি টাকা খরচ করে দূরে যেতে হবে না।'

একদিকে স্টেশনের আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। অন্যদিকে, এই উন্নয়নের 'ঠ্যালায়' স্টেশনের চারপাশ ধুলোয় ঢেকে যাচ্ছে। এর জেরে সমস্যায় পড়ছেন যাত্রীরা। স্থানীয় বাসিন্দা সুবীর দাস বলেন, 'স্টেশনে উন্নয়নের কাজ চলছে। এতে রাস্তাঘাটে ধুলোবালির মাত্রা অনেকটাই বেড়েছে। ফলে সাধারণ মানুষের চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে। এই দিকটাতেও রেলের নজর দেওয়া উচিত। প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে নিয়মিত জল ছেটানো হোক।' আগে থেকেই এ ধরনের পদক্ষেপ না করায় সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। বাড়ছে শ্বাসকষ্ট, সর্দির সমস্যা।

বক্সায় লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণের সিদ্ধান্ত

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বক্সা বাঘবনের অস্তিত্ব সংকটে। ক্রমেই সেখানে গাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। জঙ্গলের ভেতরের পরিবেশ গভীরতা হারাচ্ছে। ফলে সংকটের মুখে বন্যপ্রাণ। এমন পরিস্থিতি থেকে বক্সার জঙ্গল বাঁচাতে বুধবার পরিবেশপ্রেমীরা একটি আলোচনা সভা করেন। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাধব মোড়ে নেচার ক্লাবে ওই আলোচনা সভাটি হয়। এদিনের আলোচনায় নেচার ক্লাবের তরফে জঙ্গলের পরিবেশ ঠিক রাখতে এবং জঙ্গলে গাছের সংখ্যা বাড়াতে লক্ষাধিক গাছ বক্সার জঙ্গলে রোপণ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে। পাশাপাশি সংগঠনের সদস্যরা সেই গাছ বাঁচিয়ে রাখতে নিয়মিত পরিচর্যা করবে। ওই গাছগুলি পরিচর্যার জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হবে। সেই কমিটি বন দপ্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গাছের দেখভাল করবে।

ওই সভায় আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অঞ্জন রায়, পবিত্রভূষণ সরকার, পরিবেশপ্রেমী নিতাই পাল, গৌর পাল, নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার ও পরিমল দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিন ওই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রবাসী বাঙালি অঞ্জন রায় বলেন, 'আমার জন্ম বক্সার জয়ন্তীতে। এখনকার জয়ন্তী ও আগের জয়ন্তীর মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। জঙ্গল এখন ফাঁকা। তৃণভোজীদের খাদ্যভাণ্ডার বলতে কিছু নেই। জঙ্গলে গাছের সংখ্যা অর্ধেকের নীচে নেমে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে জঙ্গলের অবস্থা সংকটজনক। বন দপ্তরের উচিত প্রাকৃতিক এই সম্পদ রক্ষা করতে সচেষ্ট হওয়া। তাঁর সংযোজন, 'বক্সা টাইগার রিজার্ভ গঠন হওয়ার পর জঙ্গলের পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। আগে জঙ্গলের মানুষ জঙ্গল রক্ষার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিত। বক্সা টাইগার রিজার্ভ তৈরি হবার পর বন দপ্তরের বিভিন্ন নিয়মের জাঁতাকলে জঙ্গলের সঙ্গে বনবস্তির মানুষের সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে। বন দপ্তরও জঙ্গলের দেখভাল করে না। ফলে বক্সার জঙ্গলের পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ হচ্ছে।'

আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার জানান, জঙ্গলের যা হাল তাতে বক্সার জঙ্গল সংকটে। আমাদের সংগঠনের তরফে এদিনের আলোচনায় জঙ্গল বাঁচাতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম জঙ্গলে লক্ষাধিক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

আলিপুরদুয়ারে মাধব মোড়ে নেচার ক্লাবে আলোচনায় পরিবেশপ্রেমীরা।

> আমার জন্ম বক্সার জয়ন্তীতে। এখনকার জয়ন্তী ও আগের জয়ন্তীর মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য। জঙ্গল এখন ফাঁকা। তৃণভোজীদের খাদ্যভাণ্ডার বলতে কিছু নেই। জঙ্গলে গাছের সংখ্যা অর্ধেকের নীচে নেমে গিয়েছে।
>
> **অঞ্জন রায়,** *প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাব*

ধুন্ধুমার

মহাকুম্ভের অপমান, মাদ্রাসা বাজেট ও সরস্বতীপুজো নিয়ে রাজ্য সরকারের বাধার প্রতিবাদে বুধবার বিধানসভার গেটে আচমকা বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এবিভিপি।

দময়ন্তীকে ছাড়

২০১৮ সালের ১৪ মে কাকদ্বীপে সিপিএম নেতা দেবপ্রসাদ দাস ও তাঁর স্ত্রীর খুনের মামলা থেকে আইপিএস আধিকারিক দময়ন্তী সেনকে অব্যাহতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

ঘাটালে বিপত্তি

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণে দাসপুরকে ডোবানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে সেখানকার চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটির পক্ষ থেকে অভিযোগ তুলে আন্দোলনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মঙ্গলবার থেকেই কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে সর্বত্র তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে।

পরিবারের তিনজনের শিরাকাটা দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার সকালে ট্যাংরায় হাতের শিরাকাটা অবস্থায় এক পরিবারের দুই মহিলা এবং এক কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। আবার এদিনই ওই পরিবারের তিন তরুণ ইএম বাইপাসে অভিষিক্তা মোড়ের কাছে মেট্রোর পিলারে গাড়ি নিয়ে ধাক্কা মারায় জখম হন। যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (অপরাধ দমন) রূপেশ কুমার জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তাঁরা ৬ জনেই আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। মৃত মহিলাদের নাম রোমি দে ও সুদেষ্ণা দে। একজনের নাম জানা যায়নি। আহত দুই ভাইয়ের নাম প্রণয় দে ও প্রসূন দে। ইতিমধ্যেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা ঘটনাস্থল ঘুরে এসেছেন। জখমরা সুস্থ হওয়ার পর পুরো বিষয়টি নিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ কমিশনার।

বাকি ৩ সদস্য দুর্ঘটনায় জখম

যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ দমন) বলেন, 'আর্থিক সমস্যার কারণেই পরিবারের সবাই আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে মনে হলেও সেই দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' স্থানীয় সূত্রের খবর, পাওনাদার তাঁদের বাড়িতে এসে টাকার জন্য চাপ দেন। এই নিয়ে তাঁরা মানসিক চাপে ছিলেন। স্থানীয় কাউন্সিলার বলেন, 'ওই পরিবারকে আমি চিনতাম। তাঁদের চামড়ার ব্যবসা ছিল। অত্যন্ত ভদ্র পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে এখানে বসবাস করেন। তাঁদের কোনও আর্থিক সমস্যা আছে বলে আমার জানা নেই।' পুলিশ জানিয়েছে, আহতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের দুই মহিলা আত্মহত্যা করেছেন। সেই কারণে তাঁরাও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পুলিশ প্রাথমিকভাবে জেনেছে, গাড়িতে তাঁদের সিট বেল্ট বাঁধা ছিল। কেউ আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তিনি সিট বেল্ট বাঁধবেন কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

জীবিকার খোঁজে সন্তান ফেলে সুন্দরবন ত্যাগ

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ভাঙাচোরা বাড়িটার দরজা খুলে সভয়ে বেরিয়ে এল শ্যামলী বাগদি। অচেনা লোক দেখে মলিন ছেঁড়া পোশাকের ওপর গামছাটা চাপিয়ে লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করতে করতেই ওই কিশোরী প্রশ্ন করল, 'কী ব্যাপার বলুন?' বাড়িতে বড়রা কেউ নেই? করুণ মুখে শ্যামলী বাগদি (নাম পরিবর্তিত) জানাল, 'বড়রা তো কেউ এখানে থাকে না। সবাই থাকে দিল্লিতে। সেই যে ঝড়টা এল, তাতে সব লন্ডভন্ড হয়ে গেল। জমিতে আর ফসল হয় না। তাই ভাইকে নিয়ে বাবা-মা চলে গেল দিল্লিতে।' করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে শ্যামলী বলে চলে, 'বাড়িতে আমি একাই থাকি। বছরে একবার সবাই আসে। মাসখানেক থাকে। তারপর আবার ফিরে যায়। আমি কত করে বলি, আমাকে নিয়ে যায় না।'

শ্যামলীর বাড়ি গোসাবায়। তবে শ্যামলীর কাহিনী কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গোসাবা, পাথরপ্রতিমা সহ গোটা সুন্দরবনের 'কহানী ঘর ঘর কি'। সম্প্রতি সুন্দরবনের গোসাবা ও পাথরপ্রতিমায় 'জলবায়ু পরিবর্তন ও শিশু সুরক্ষার ওপর তার প্রভাব' নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'তেরে দে হোমস'। সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছে এক করুণ ছবি। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরবনে একের পর এক আছড়ে পড়েছে 'সিডার', 'আয়লা', 'ফাইলিন', 'হুদহুদ', 'ফণী', 'বুলবুল', 'আমপান', 'ইয়াস'-এর মতো সুপার সাইক্লোন। ভয়ংকর ধ্বংসলীলার জেরে নষ্ট হয়ে গিয়েছে সেখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য। ভেঙেচুরে গিয়েছে সেখানকার অর্থনীতি-রুটিরুজি। সমীক্ষায় উঠে এসেছে, এই ধ্বংসলীলার জেরে শয়ে-শয়ে মানুষ গত এক দশকে এলাকা ছেড়ে অন্যত্র

চলে গিয়েছেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, মাত্র সাত শতাংশ পরিযায়ী মানুষ তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। বাকিরা গিয়েছেন তাদের ফেলে রেখেই। ৯০ শতাংশ বাসিন্দাই জানিয়েছেন, রুটিরুজির সন্ধানে সুন্দরবন ছেড়ে মানুষজন অন্যত্র চলে যাচ্ছেন। বুধবার রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির উদ্যোগে কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত আলোচনাচক্রে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপিকা ডঃ মহুয়া চট্টোপাধ্যায় জানালেন, এভাবে বহু বাবা-মা সুন্দরবনে ছেলেমেয়েদের রেখে ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র গিয়েছেন। সেই ছেলেমেয়েরা শৈশব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে তারা। ওই আলোচনাচক্রে পর্বতারোহী সত্যরূপ সিদ্ধান্ত ও সাংবাদিক কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও অংশ নেন। শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন জানান। কমিশনের উপদেষ্টা অনন্যা চক্রবর্তী, প্রেস ক্লাবের সভাপতি স্নেহাশিস শূর ও সম্পাদক কিংশুক প্রামাণিক আলোচনায় অংশ নেন।

শংকরকে আর্জি মানসের

ভারত-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে দিল্লিতে দরবার

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশে বন্যা পরিস্থিতির জন্য ভুটান থেকে আসা নদীই মূলত দায়ী। সেই কারণেই ভারত-ভুটান নদী কমিশন গড়া প্রয়োজন। বুধবার বিধানসভায় আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের এক প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। ভারত-ভুটান নদী কমিশন তৈরি করতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার জন্য এদিন বিজেপি বিধায়কদেরও আবেদন জানান মানসবাবু। দ্রুত যাতে এই কমিশন গঠনের পদক্ষেপ শুরু হয়, সেই কারণে খুব শীঘ্রই বিধানসভার একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল যাতে দিল্লিতে যায়, সেই অনুরোধও করেন তিনি। কিন্তু বিজেপি বিধায়করা এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ না করায় প্রতিনিধিদল পাঠানো যাচ্ছে না বলে সেচমন্ত্রী জানিয়েছেন। যদিও বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ তার বিরোধিতা করে বলেন, 'সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে যিনি বিজেপির তরফে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন, সেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে অনৈতিকভাবে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর সাসপেনশন প্রত্যাহার করা হলে তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারেন।'

> সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কাছে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শংকরবাবুরা এই নিয়ে আর কোনও উদ্যোগ নেননি। প্রতিনিধিদলে বিজেপির কে কে থাকবেন, তা ওঁরা জানাননি।
>
> **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**

যদিও শংকরবাবুর সাসপেনশন সংক্রান্ত বক্তব্য বিধানসভার কার্যবিবরণীতে না রাখার নির্দেশ দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শংকর ঘোষের উদ্দেশে বিমানবাবু বলেন, 'সাসপেনশন প্রত্যাহারের জন্য সঠিক পদ্ধতিতে আবেদন করতে বলুন।' এদিন বিধানসভায় রাজ্যের নদীভাঙন নিয়ে বিধায়কদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন ফালাকাটা ব্লকের গোয়াবরনগর পঞ্চায়েতের প্রমোদনগর এলাকায় ডুডুয়া নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণের কোনও পরিকল্পনা আছে কি না, জানতে চান। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠন নিয়ে বিধানসভায় সিদ্ধান্ত হলেও দুর্ভাগ্যজনক বিষয় এখনও দিল্লিতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানো গেল না।' মানসবাবু বলেন, 'ভারত-ভুটান নদী কমিশন খুবই প্রয়োজন। তাহলে উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সামলানো সম্ভব হবে। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করব।'

বিধানসভায় তখন শোভনদেববাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের কাছে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু শংকরবাবুরা এই নিয়ে আর কোনও উদ্যোগ নেননি। প্রতিনিধিদলে বিজেপির কে কে থাকবেন, তা ওঁরা জানাননি।' তখন শংকরবাবু বলেন, 'এই ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীই নিতে পারেন।' শোভনদেববাবু এর বিরোধিতা করে বলেন, 'আপনি কৌশলে বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছেন। গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছেন। উত্তরবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ভারত-ভুটান নদী কমিশন গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া দুই দেশের মধ্যে এই কমিশন গঠন সম্ভব নয়। কিন্তু আপনারা সহযোগিতা করছেন না। আপনারা এগিয়ে আসুন।' তবে প্রতিনিধিদলে বিজেপি বিধায়করা থাকবেন কি না, তা স্পষ্ট করেননি শংকর ঘোষ। শোভনদেববাবুর কথা শেষ হওয়ার আগেই বিজেপি বিধায়করা কক্ষত্যাগ করেন।

দক্ষ সংগঠক খুঁজছে সিপিএম

তরুণ মুখ আনার ভাবনা নয়া কমিটিতে

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে হুগলির ডানকুনিতে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলন। সেখানেই নতুন রাজ্য কমিটি গঠন করা হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা নিয়ে বেশ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখছে আলিমুদ্দিন। সিপিএমের সাংগঠনিক দুর্বলতার বিষয়টি দলের অন্দরেই চর্চিত। এই পরিস্থিতিতে যাঁদের নিজস্ব সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের জায়গা দেওয়ার বিষয়েই চিন্তাভাবনা করছেন শীর্ষ নেতারা। রাজ্য কমিটিতে নবীন-প্রবীণের মেলবন্ধন, অভিজ্ঞতা ও দক্ষ সংগঠকের নিরিখে সদস্যদের ঠাঁই দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। যাঁরা দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অনবরত কাজ করে চলেছেন, অথচ রাজ্য কমিটিতে নেই, তেমন একাধিক তরুণ মুখ যুক্ত করার চিন্তাভাবনা করছে আলিমুদ্দিন।

সিপিএমের নিয়ম অনুযায়ী, রাজ্য কমিটিতে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ৭২ বছর। ন্যূনতম ২৫ বছর হলে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়। এবার বয়সের কারণে বেশ কয়েকজন নেতা রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন। সেই স্থানে নতুন সদস্যদের রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত, ডিওয়াইএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক

লক্ষ্য ভোট

- এবার বয়সের কারণে বেশ কয়েকজন নেতা রাজ্য কমিটি থেকে বাদ পড়তে চলেছেন
- যাঁদের নিজস্ব এলাকাভিত্তিক সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে তাঁদেরই রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে
- দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত প্রমুখকে রাজ্য কমিটিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা

হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-কে রাজ্য কমিটিতে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আগের তুলনায় এবছর বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বছর ঘুরলে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তাই দলের অন্দরে চর্চা চলছে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন এই রাজ্য কমিটির ভিতই ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। তাই যাঁদের সংগঠনে জোর রয়েছে অর্থাৎ নিজস্ব এলাকাভিত্তিক সংগঠন তৈরির ক্ষমতা রয়েছে এবং মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারবেন, তাঁদেরই রাজ্য কমিটিতে জায়গা দেওয়া হবে। আগেই রাজ্য কমিটিতে সৃজন ভট্টাচার্য, প্রতীকউর রহমান, ধ্রুবজ্যোতি সাহা, সায়নদীপ মিত্রর মতো তরুণ মুখেদের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। দলের শীর্ষনেতাদের গুডবুকে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জনপ্রিয়তা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা নির্ধারণ করেই জায়গা দেওয়া নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

সিপিএমের বিভিন্ন খসড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, কংগ্রেসের সঙ্গে তারা নির্বাচনি সমঝোতায় যেতে আর রাজি নয়। প্রদেশ কংগ্রেসের দিক থেকেও সেই সদিচ্ছা নেই। ফলে '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না হলে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে একক শক্তিতে লড়তে হবে সিপিএমকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে লড়াই চতুর্মুখী হতে পারে। তাই অন্তত কয়েকটি স্থানে তাদের ভোট শতাংশ বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন সাংগঠনিক শক্তির। তাই দলীয় নেতারা মনে করছেন, যে নেতা জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত থাকবেন এবং কোন স্থানে মূল প্রতিপক্ষ কে তা চিহ্নিত করে সংগঠন শক্তিশালী করতে জোর দিতে পারবেন, এমন সদস্যদেরই বেছে নেওয়া হবে। সিপিএমের এক রাজ্য নেতার কথায়, 'বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে এই মুহূর্তে লড়াই করার সাংগঠনিক দুর্বলতা রয়েছে। তাই দক্ষ সংগঠক প্রয়োজন। তরুণদের এগিয়ে আনলেই তাঁদের অভিজ্ঞতা বাড়বে।'

আজ টিভিতে

দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন বিকেল ৫.৫৫ **রমেডি নাউ**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ হীরক জয়ন্তী, ১০.০০ ভালোবাসা ভালোবাসা, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধে ৭.৩০ খোকা ৪২০, রাত ১০.৩০ যুদ্ধ, ১.০০ স্বপ্নের দিন

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ রূপবান, দুপুর ২.০০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ সত্য মিথ্যা, রাত ১০.০০ স্বপ্ন, ১২.৩০ পাকা দেখা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ গুরু, বিকেল ৪.৪৫ সংঘর্ষ, রাত ৮.০০ লভ এক্সপ্রেস, ১০.৫৫ ঘাতক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনু

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জজ সাহেব

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২১ চেন্নাই ভার্সেস চায়না, দুপুর ২.০২ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৩ দ্য রিটার্ন অফ রাজু, সন্ধে ৭.৩০ তুম্বাড়, রাত ৯.২৭ স্পাইডার

জি সিনেমা : দুপুর ২.৪৭ গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৫.৪৯ পিগুম, রাত ৮.৫৫ হিম্মতওয়র, ১১.৫১ মধুরা রাজা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.০৯ চলো দিল্লি, দুপুর ১.১১ শুভ মঙ্গল সাবধান, ২.৫৫ লভ হস্টেল, বিকেল ৪.৩২ মিলি, সন্ধে ৬.৪০ উরি- দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, রাত ৯.০০ বস্তর-দ্য নকশাল স্টোরি, ১১.০২ হোটেল মুম্বই

লভ এক্সপ্রেস রাত ৮.০০ **জলসা মুভিজ**

গাঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি দুপুর ২.৪৭ **জি সিনেমা**

শুভ মঙ্গল সাবধান দুপুর ১.১১ **অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি**

রমেডি নাউ : সকাল ৯.৪০ রুলস ডোন্ট অ্যাপ্লাই, বিকেল ৪.২৫ পেনেলোপ, ৫.৫৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, সন্ধে ৭.৪০ ব্রেকিং আপ, রাত ৯.০০ সিক্স ডেজ, সেভেন নাইটস

মুভিজ নাউ : দুপুর ১২.১০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ, বিকেল ৩.৫৫ আইস এজ-কন্টিনেন্টাল ড্রিফ্ট, ৫.২০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর, সন্ধে ৬.৫০ রকি-ফোর, রাত ৮.৪৫ ডাই অ্যানাদার ডে, ১০.৫০ রেসিডেন্ট ইভিল

ইনসাইড : দ্য মহাকুম্ভ বিকেল ৫.৩০ **ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক**

শিক্ষা ব্যবস্থাকে তুলোধোনা আদালতের

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : স্বাস্থ্যের পর শিক্ষা। এবার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে এভাবে কড়া পর্যবেক্ষণ করল কলকাতা হাইকোর্ট। মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের সঙ্গে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার তুলনা করেছিলেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। বুধবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। তিনি বলেন, 'কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না? শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে রাজ্যের এবার কিছু করা দরকার'।

বহু বেসরকারি স্কুলে ফি বৃদ্ধি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। এদিন এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সময় বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'অনেক ক্ষেত্রে অনৈতিকভাবে ফি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। বেসরকারি স্কুলের ওপর রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এটা হতে পারে না। রাজ্য অর্থ বরাদ্দ করে না বলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।' বিচারপতি বলেন, 'সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না। কেন রাজস্থান মডেল মানা হচ্ছে না? সেখানকার পুরো মেকানিজম দেখা উচিত। কেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এটা নিয়ে ভাবছেন না? রাজ্য বিল এনে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।' অযথা ফি বৃদ্ধি নিয়ে বিচারপতি বলেন, 'ঘোড়া বা উটের দৌড় শেখানো হলেও একটা সাধারণ ফি রাখা উচিত। অনেক স্কুলে এটা বাড়তি আয়ের জায়গা। রাজ্য চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। সব ক্ষেত্রে আদালত নির্দেশ দিতে পারে না।'

আজকের দিনে শিকাগো ধর্মমহাসভা থেকে কলকাতায় ফিরেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার উদযাপনে শিয়ালদা থেকে সিমলা স্ট্রিট পর্যন্ত র‍্যালির আয়োজনে রামকৃষ্ণ মিশন। ছবি : আবির চৌধুরী

ইমারতি দ্রব্যে নজরদারির নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। চলতি বছরে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে বলেও এবারের বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে উপভোক্তারা যাতে ইমারতি দ্রব্য কেনার সময় সমস্যায় না পড়েন, সেদিকে নজর রাখতে জেলা শাসকদের নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, অর্থসচিব প্রভাত মিশ্র প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে প্রায় সকলেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছেন। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ইমারতি দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে কৃত্রিম অভাব তৈরি করতে পারেন। অসাধু ব্যবসায়ীদের এই উদ্দেশ্য যাতে সফল না হয়, সেদিকে প্রশাসনের কর্তাদের এখন থেকেই নজর রাখতে হবে। ব্লক স্তরে বিডিওরা মনিটরিং করবেন। সার্বিকভাবে জেলা শাসকরা পুরো বিষয়টি দেখবেন।'

সহপাঠীর ঘুসিতে মৃত্যু ছাত্রের

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ছয় মাস আগে মেয়েকে হারিয়েছিলেন। এবার ছেলের মৃত্যুতে কোল খালি হল বাবা-মায়ের। সহপাঠীর মারে হুগলির চাপদানি আর্য বিদ্যাপীঠ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র অভিনব জালানের মৃত্যু হয়। বুধবার দুপুর ১টায় স্কুলে সহপাঠীদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা তৈরি হয়। শেষে তা হাতাহাতিতে পৌঁছোলে অভিনবকে বুকে ঘুসি মারে আর এক সহপাঠী। তারপরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অভিনব। তাকে শিক্ষক ও স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্কুল চত্বরে ঘটনার পর বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছে তার পরিবার। অভিযুক্ত সহপাঠীকে আটক করেছে পুলিশ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক জানান, মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য তিনি অন্য স্কুলের দায়িত্বে ছিলেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান। মৃতের বাবার প্রশ্ন, শিক্ষকরা ওইসময় কোথায় ছিলেন?

ক্লাস নিতে দায়িত্ব শোভনদেবকে

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভায় নব্য বিধায়করা যাতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতে পারেন, তার জন্য বাজেট অধিবেশন শেষে রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেবে তৃণমূল। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের পরিষদীয় বৈঠকে নতুন বিধায়কদের বিধানসভায় আরও বেশি প্রশ্ন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তবে সরকারপক্ষ বিব্রত হবে এমন প্রশ্ন যাতে বিধায়করা না করেন, সেই সতর্কতাও দিয়েছেন মমতা। এই ব্যাপারে বিধায়কদের রীতিমতো ক্লাস করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের পরিষদীয় দল।

ইতিমধ্যেই দলের নতুন বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ টোপ্পো, মোশারফ হোসেন, সুকান্ত পাল সহ কয়েকজন বিধায়ক রাজ্যপালের ভাষণের ওপর বক্তব্য রেখেছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বক্তব্যের প্রশংসাও করেছেন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের এক বছর আগে এই বিধায়কদের আরও পরিষদীয় রাজনীতি নিয়ে শিক্ষা দিতে রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে দায়িত্ব দিয়েছেন মমতা। শোভনদেববাবু বলেন, 'বিধায়করা তাঁদের এলাকার সমস্যার কথা বিধানসভায় তুলে ধরবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা পরিষদীয় রাজনীতিতে নতুন এসেছেন, তাঁরা সব শিখে এসেছেন, এটা বলা যায় না। এই কারণে পরিষদীয় রাজনীতির খুঁটিনাটি তাঁদের শেখানো হবে যাতে আগামীদিনে তাঁরা তাঁদের এলাকার সমস্যা আরও ভালোভাবে তুলে ধরতে পারেন।'

তবে অদিতি মুন্সি, লাভলি মৈত্রর মতো কয়েকজন বিধায়ক বিধানসভায় নিয়মিত হাজির হলেও তাঁরা সেভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন না। তাঁরা যাতে প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন, সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। তাঁদের কোনও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকলে শোভনদেবের পাশাপাশি সিনিয়ার বিধায়কদের থেকে পরামর্শ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। দাম্পত্যে সমস্যা মিটবে। প্রেমে শুভ। বৃষ : দিনের শুরুতে কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। মিথুন : অপরিচিত কোনও লোকের মিষ্টি কথায় ভুলে টাকাপয়সা দেবেন না। বাড়ি, কেনাবেচা নিয়ে মিমাংস হতে পারে। কর্কট : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। সামান্য কারণে স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। সিংহ : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। জটিল কোনও কাজে বন্ধুর সাহায্য পেয়ে উপকৃত হবেন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে নিজের দক্ষতা প্রমাণে সক্ষম হবেন। আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। তুলা : কোনও আত্মীয়ের সহযোগিতায় সাংসারিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। পড়ুয়াদের বিদেশযাত্রায় বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : অংশীদারি ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা নিয়ে জেরবার হতে পারেন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। ধনু : আর্থিক কোনও প্রলোভনে পা দেবেন না। ভালোবাসার মানুষের কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। মকর : ব্যবসাক্ষেত্রে আজ অভূতপূর্ব সাফল্য মিলবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : স্ত্রীর সহযোগিতায় আর্থিক সমস্যা থেকে মুক্তি পারেন। তাড়াহুড়োয় কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। মীন : বাড়ির কোনও বিষয় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করবেন না। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫, ৭ ফাগুন, সংবৎ ৭ ফাল্গুন বদি অধিক, ২১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১২, অঃ ৫।৩১। বৃহস্পতিবার, সপ্তমী প্রাতঃ ৬।৪৯। বিশাখানক্ষত্র দিবা ১০।৫৪। ধ্রুবযোগ দিবা ৯।২৮। ববকরণ প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৩৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১০।৫৪ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দ্বিপাদদোষ, দিবা ১০।৫৪ গতে দোষ নাই। যোগিনী- বায়ুকোণে, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ২।৪১ গতে ৫।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৫১ গতে ১।২৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৫৪ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ। শুভকর্ম- প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দিবা ৯।২৮ মধ্যে পুনঃ দিবা ১১।৫২ গতে ২।৪১ মধ্যে নববস্ত্রপরিধান পুণ্যাহ বৃক্ষাধিরোপণ, প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে দিবা ৯।২৮ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।৫২ গতে ২।৪১ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য বিপণ্যারম্ভ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবাহ- সন্ধ্যা ৫।৩১ গতে রাত্রি ৯।১৯ মধ্যে সিংহ ও কন্যালগ্নে পুনঃ রাত্রি ১১।২৬ গতে ১১।৫১ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১।২৭ গতে শেষরাত্রি ৬।১১ মধ্যে বৃশ্চিক ধনু মকর ও কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৬।৪৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ ও শাকাষ্টকাশ্রাদ্ধ। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২৯ মধ্যে ও ১০।৩৬ গতে ১২।৫৭ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১।০ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৭২ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৭ ফাল্গুন ১৪৩১

ধর্মের কল

স্বাধীনতার পর থেকে অন্য রাজ্যে যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গে ধর্ম বা জাতপাত কখনও রাজনীতিতে তেমন অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। বরং এ রাজ্যে মতাদর্শভিত্তিক রাজনীতির চর্চাই ছিল বেশিদিন। সে বামপন্থী বা অতিবামপন্থী, মধ্যপন্থী কিংবা দক্ষিণপন্থী যাই মতাদর্শ হোক না কেন। ভোটাররাও তাতে প্রভাবিত হয়েছেন এবং মতাদর্শকে সমর্থনের ভিত্তিতে ভোট দিয়েছেন।

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের মতো দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে সবথেকে বেশি আলোচনায় থাকত। মতাদর্শ নির্ভর রাজনীতির পরিবেশ ও চর্চা ছিল বলেই বাঙালি ভোটারদের সম্পর্কে রাজনীতি সচেতন শব্দবন্ধটি বহুল ব্যবহৃত হত। সেই বাঙালির রাজনৈতিক চর্চা যে অনেকটাই বদলে গিয়েছে, তার যেন সদ্য স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়।

রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একের পর এক অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে নিজের হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ পরিচয়কে হাতিয়ার করেছেন, তাতে পরিষ্কার, ধর্মের কল বাংলাতেও নড়তে শুরু করেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে, বিশেষ করে গোবলয়ের ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণ আকছার হয়ে থাকে।

বিজেপি এবং আরএসএসের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলার নামে কংগ্রেস ও 'ইন্ডিয়া' জোটের কয়েকটি দলের মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্বের পাশাপাশি নরম হিন্দুত্বের তাস খেলা ইদানীং আকছার হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও মেরুকরণ মাথাচাড়া দিয়েছে গত এক দশক ধরে। কিন্তু কখনও তা মাত্রা ছাড়ায়নি। বিধানসভায় সদ্য মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কিন্তু বাংলার আকাশেও মেরুকরণের কালো মেঘ ঘনীভূত হওয়ার বার্তা স্পষ্ট।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করার লক্ষ্যে বলেছেন, তিনি সব ধর্মকে সম্মান করেন। বিজেপি বরং রাজনীতির নামে ধর্মকে বিক্রি করছে বলে তিনি তোপ দেগেছেন। মহাকুম্ভে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে মৃত্যুকুম্ভ শব্দটি উচ্চারণ করেছেন। বিজেপির সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগের জবাবে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির, তারাপীঠে সংস্কার, দক্ষিণেশ্বর-কালীঘাটে স্কাইওয়াকের মতো হিন্দু ধর্মীয় স্থানে উন্নয়নের ফিরিস্তিতে তাঁরও হিন্দুত্বের বার্তা ফুটে উঠেছে।

তাঁর সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক রয়েছে বলে শুভেন্দুর অভিযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নালিশ জানাবেন বলেছেন। বিরোধীরা অভিযোগটি প্রমাণ করতে পারলে তিনি একদিনে মুখ্যমন্ত্রিত্বে ইস্তফা দেওয়ার চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন। মমতার পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারীর ভাষণের সিংহভাগ জুড়ে শুধুই ধর্ম। তাঁর অভিযোগ, তোষণের নামে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলে হিন্দুসমাজকে অপমান করার অভিযোগ তুলেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে হিন্দু ধর্মের কথার প্রাধান্যে তিনি বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়েছেন বলে বিরোধী দলনেতার বক্তব্যে সেই মেরুকরণেরই প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পরিমণ্ডলে এই ধর্মীয় মেরুকরণে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালি নাগরিক সমাজ সিঁদুরে মেঘ দেখছে। বিজেপি, আরএসএস বুক ঠুকে হিন্দুত্বের রাজনীতি করে। সারা দেশেই তাদের ফর্মুলাটা মোটের ওপর একরকম।

রাজ্যভেদে কিছু অদলবদল থাকলেও হিন্দুত্ব এবং জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে বিজেপি ও আরএসএসের অবস্থান অভিন্ন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি প্রায়ই বলেন, দেশে দুটি বিচারধারার লড়াই চলছে- একদিকে আরএসএসের মতাদর্শ, অন্যদিকে কংগ্রেসের মতাদর্শ। কিন্তু হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির চর্চা ক্রমশ কমছে।

'ইন্ডিয়া' জোট তৈরি হয়েছিল গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সংহত করার ঘোষণা নিয়ে। তৃণমূল সেই জোটের গুরুত্বপূর্ণ শরিক। কিন্তু তৃণমূল নেত্রীও ধর্মের আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিলেন। পারিবারিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান। তাঁর সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তা ও অনুশীলন প্রকৃত রাজধর্ম পালন হতে পারত। বদলে শুভেন্দুর দাবিমতো তিনি বিজেপির পাতা ফাঁদে পা দিয়ে ফেললে আখেরে ধর্মের রাজনীতির কারবারিদেরই লাভ।

বাঙালির কাছে ধর্ম বা জাতপাতের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হল বাঙালি জাতিসত্তা। সেই জাত্যভিমানের বদলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ঠাঁই অনাকাঙ্ক্ষিত।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

বাংলা ভাষা, বঙ্কিম এবং রাজনারায়ণ

ভাষা দিবসের মুখে বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত অনেকে। মিশ্র সংস্কৃতির জাতি বাঙালির আত্মমর্যাদা ফেরাতেই হবে

ইমানুল হক

১

একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার অর্থনীতিকে। অর্থনীতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার সংস্কৃতিকে। সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার শিক্ষাকে। শিক্ষাকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার ভাষাকে। ভাষাকে ধ্বংস করতে হলে ধ্বংস করতে হয় তার আত্মমর্যাদাবোধকে। আর জাতিকে জাগাতে হলে জাগাতে হয় তার আত্মমর্যাদাবোধকে। আত্মমর্যাদা জাগলে বিকশিত হয় ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি। আর এ সবের পরিণতি জাতির নব-উজ্জীবন।

একটা ধারণা বহুলপ্রচলিত, বাঙালি জাতি ভীতু। কিন্তু ইতিহাস কি তাই বলে? বাঙালি কি সত্যিই ভীতু? বাঙালির কোনও গৌরবজনক ইতিহাস নেই? ইংরেজ না এলে কি তার উন্নতি হত না? উনিশ শতক কি বাঙালির সর্বস্ব, না সর্বনাশ? এমন বহু কথা উঠে আসে বহু আড্ডা আলোচনা তর্কে। বাংলা, বাঙালি, বাঙালির জাতিসত্তা নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা খুব জরুরি। বাঙালি কি চিরকাল শুধু চিন্তা করেছে চাকরির?

বাঙালি চিরকালই ভেতো। কিন্তু শুধু ভাত সে খেত না। ১১৭৬-এর ইংরেজ সৃষ্ট মন্বন্তর, বাণিজ্য ও কারিগরি ব্যবস্থানির্ভর এবং ৬০টি পণ্য রপ্তানিকারক জাতিকে আমদানিকারক জাতিতে রূপান্তরিত করেছে শোষক ও লুণ্ঠক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়লে দেখা যায় বাঙালি প্রচুর মাছ-মাংস খেত। যে জাতি ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী জাতি, ১৭৫৭-য় পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত যাদের জিডিপি ছয় শতাংশ, সমগ্র ইউরোপের দ্বিগুণ, তার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে ও তাকে গরিব বানিয়ে ভাত নির্ভর করল। লবণ পর্যন্ত কেড়ে নিল।

শরীর রক্ষার্থে প্রোটিনের অভাবে শুধু ভাত সম্বল হল। আর বাংলার এক লাখ পাঠশালাকে ধ্বংস করে, কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিনষ্ট করে চাকর তৈরির জ্ঞান দিয়ে কিছু স্কুলে বানাল সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। বাংলার পুরোনো জমিদারদের ধ্বংস করল। লাখেরাজ অর্থাৎ করহীন সম্পত্তি ছিল বাংলার এক-তৃতীয়াংশ। সেখান থেকে পাঠশালা মক্তব ইত্যাদি এক লাখ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চলত। তাকে ধ্বংস করল। কলকাতায় থিতু হওয়া বণিক ও শিল্পোদ্যোগীদের উদ্যোগকে পেছন থেকে ছুরি মেরে জমিদারিতে টাকা ঢালতে বাধ্য করল।

কলকাতায় হাটখোলার দত্ত বাড়ি বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মতো বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ছেলে মাসে লাখ লাখ টাকা আয়ের বাণিজ্য ছেড়ে ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের আইসিএস হতে ছুটল। উদাহরণ- সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রমেশচন্দ্র দত্ত। এরপর আরও কম বেতনের চাকরিতে গেলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা। হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়ে উঠল বাঙালির মোক্ষলাভের ঠিকানা। ব্যবসা, শিল্প বাঙালির দ্বারা হবে না এই কথা আওড়াতে আওড়াতে একটা সমৃদ্ধ বণিক জাতি চাকরিলোভী অনুকম্পাপ্রত্যাশী ভীতু হয়ে দাঁড়াল।

২

বাঙালি কিন্তু কোনওকালে ভীতু ছিল না। বাঙালি বীর ও বণিক জাতি ছিল। শুধু কৃষি নয়, কুটির ও গ্রামীণ এবং স্বর্ণ ও বস্ত্র শিল্পে এক দক্ষ জাতি। পৃথিবীতে তুলোর পোশাকের অগ্রদূত প্রাচীন বঙ্গবাসী। সমুদ্রযাত্রায় অসামান্য পারদর্শী। নীহাররঞ্জন রায়ের বাঙালির ইতিহাসে একথা বলা হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ, চাণক্য এবং ওভিদের রচনায়, গ্রিক ঐতিহাসিক প্লিনি, মেগাস্থিনিসদের বিবরণে তার সাক্ষ্য। বৌদ্ধ পুরাণ 'মহাবংশ'-য় আছে বাংলার সিংহগড় (অধুনা সিঙ্গুর)-এর সন্তান বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনী। শুশুনিয়া লিপিতে মেলে ইতিহাস। বঙ্গ সন্তান মহাপদ্মনন্দ-র ক্ষত্রিয় নিধন ও শৌর্য-র সাক্ষ্যবাহী ইতিহাস।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, 'বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা এবং বাঙ্গালীর কলংকের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।' (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কলংক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ ২৯২)

বঙ্কিম আরও লিখেছেন, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, (মেকলের) কথাটা কতকটা সত্য বলিয়া বোধহয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।'

(বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার কলংক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ- ২৯১)

৩

বাঙালি সম্পর্কে আরও একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে, বাঙালি খানার আগে, লড়াইয়ের পিছে। সেটাও সত্য নয়। তাই মধুসূদন বাঙালিকে জাগাতে 'মেঘনাদকাব্য' শুরুই করেন, 'সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর-চূড়ামণি বীরবাহু'-- এই পংক্তি দিয়ে। এবং ভগ্নদূত মকরাক্ষ বলে, ক্ষত বক্ষঃস্থল মম, দেখ, নৃপমণি, রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা। 'এই পিঠে অস্ত্রলেখা বাঙালি ঐতিহ্য ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের লাগাতার প্রচারণায় এই খারাপ জিনিস শিখেছে মধ্যবিত্ত বাঙালি।'

অবশ্য বাঙালি কোথায়? চারপাশে কাঙালির ভিড়।

৪

উনিশ শতকে বাঙালিকে ভাগ করা হয়েছে হিন্দু মুসলমানে। ইংরেজরা প্রদেশ দখলকারী। শোষক ও লুণ্ঠক। তা ভোলাতে এদেশে এসে এদেশের একজন হয়ে ওঠা এবং ভারতকে পৃথিবীর সমৃদ্ধির শিখরে তোলা মোগলদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে গল্প উপন্যাস নাটক রচনার শুরু এই উনিশ শতকে। মোগল ভারতের জিডিপি ছিল ২৫-২৭ শতাংশ। গোটা দুনিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ। এবং সমগ্র ইউরোপের নয়গুণের বেশি। মোগল সম্রাট বাবর দিল্লি জয় করেছিলেন, একজন মুসলিম সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে হারিয়ে। সেই ইতিহাস ভুলিয়ে সবাইকে এক বন্ধনীতে ফেলে দেওয়া হল। এবং বলা হতে লাগল- মুসলমান রাজত্ব ছিল অভিশাপ। ইংরেজরা তা থেকে মুক্তি দিয়েছে।

রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন, 'জিনিস ভেজাল করা কেবল ইংরাজী আমলে দৃষ্ট হইতেছে, মুসলমানদিগের আমলে এরূপ ছিল না। আমাদিগের বর্তমান রাজপুরুষদিগের আমলে সকলেতেই ভেজাল, সকলেতেই খাদ, সকলই গিলটি। মানুষেতেও ভেজাল, মানুষেতেও খাদ, মানুষও গিলটি।'

(রাজনারায়ণ বসু , সে কাল আর এ কাল, পৃ ৩৮)

তিনি ভারতীয়দের কীভাবে মানসিকভাবে পঙ্গু ও দুর্বল করা হল তার কথাও লিখেছেন- 'এক্ষণে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের দেশে এসে ঢুকেছে, অথচ সেই সকল অভাব ও বিলাসেচ্ছা পূরণের ইউরোপীয় উপায় অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে অবলম্বিত হইতেছে না। লোকের দুর্ভাবনা বৃদ্ধি যে তাহদের আয়ু ও শারীরিক বলবীর্য ক্ষয়ের প্রধান কারণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' (রাজনারায়ণ বসু, সে কাল আর এ কাল, ১৪০৪, পৃ ৪১)

৫

স্বাধীনতা আনার জন্য সবচেয়ে বেশি লড়েছিল বাঙালি ও পঞ্জাবিরা। এই দুই প্রদেশেই ১৯৪৬ এবং ১৯৪৭-এ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা লাগিয়ে দেশভাগের নামে বাংলা এবং পঞ্জাব ভাগ হল। এবং স্বাধীনতার পর পাকিস্তানে বাঙালি এবং পঞ্জাবিকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তান বানানোর জন্য উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা হয়। তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় বাঙালি জাতি। হিন্দু মুসলিম মিলিতভাবেই। তাঁরা তো মিশ্র সংস্কৃতির সন্তান। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই- পরিণতি পেল, বাংলা ভাষার রাষ্ট্র গড়ে। লাখ লাখ শহিদের রক্তে। আজ দক্ষিণ এশিয়াজুড়েই উগ্র মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপাদাপি। নজরুলের কথা মনে পড়ে, আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?

মনে রাখতে হবে, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।

এটাই এবারের একুশের ডাক। এবং একুশের প্রত্যয়ী আহ্বান।

(লেখক অধ্যাপক ও সমাজকর্মী)

আজ

১৯৫০

স্বাধীনতা সংগ্রামী শরৎচন্দ্র বসু আজকের দিনে প্রয়াত হন।

১৯৮৬

বিশিষ্ট সাহিত্যিক নীহাররঞ্জন গুপ্তর প্রয়াণ আজকের দিনে।

আলোচিত

ইউক্রেনকে বাদ দিয়ে কখনোই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। আমি দেখছি, উনি রাশিয়ার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কথা বলে যাচ্ছেন। ভাষণ দিচ্ছেন। আমরা চাই না, এসব মিথ্যে নিয়ে মোদি কিংবা ট্রাম্প আমাদের সাথে কথা বলুক।

- ভোলোদোমির জেলেনস্কি

ভাইরাল/১

বয়স হয়তো ৯০ পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা বিয়ের অনুষ্ঠানে ভাংরা নেচে সবার কাছ থেকে অভিনন্দন কুড়িয়েছেন। পঞ্জাবি হিট গান ঢোল জাগিরো গেয়েই তিনি মাতিয়ে দেন। নেটিজেনদের অনেকেই মুগ্ধ।

ভাইরাল/২

এক আমেরিকান মহিলা কোরিয়ান গান শুনতে শুনতেই ফেসবুকে বন্ধু পান এক কোরিয়ানকে। কোরিয়ান গান তাঁকে টানে সে দেশে। বিমানে আসার পথে এক কোরিয়ান তরুণের সঙ্গে তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। তার পর কিন্তু আসল বন্ধুকে খুঁজে পাননি।

জনমন
জনমত

মানুষ এখন আর অন্যের সুখে সুখী হয় না

'মানুষ বড় একলা, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও' - কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার এই লাইন আজ বড় প্রাসঙ্গিক। বাইরে আমরা যতই সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয় সদস্য হয়ে হাজারখানেক, নিদেনপক্ষে শ-খানেক বন্ধুর সঙ্গে যুক্ত থাকি না কেন, অন্তরে মানুষ দিন-দিন আরও বেশি একা হয়ে যাচ্ছে।

তাই ইদানীং নানা মোটিভেশনাল ভিডিওয় বলা হচ্ছে, 'সবার আগে নিজেকে খুশি রাখো। তুমি নিজে ভালো থাকলে তারপর বাকি সবকিছু।' শব্দগুলিকে যার যেমন খুশি বিশ্লেষণ করে, যার যে পথে গতি সে সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে আত্মমগ্নতা, আত্মসুখের প্রবণতা বাড়ছে। অন্যের সুখে সুখী হওয়ার বা আরেকজনের সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়ার আনন্দ থেকে লক্ষ্য যোজন দূরে চলে যাচ্ছে আজকের মানুষ। এক জীবনে সব পাওয়ার ইচ্ছায় সঙ্গী বদল তো বর্তমানে ফ্যাশন হয়ে উঠেছে। অন্তত সেলেব্রিটিদের একাংশের দয়ায় তো কে কার বৌ ছিল, আজ কে কার স্বামী বা সঙ্গী, রীতিমতো লিখে না রাখলে বলা মুশকিল। কিন্তু একজন বিশ্বস্ত সঙ্গী থাকাটা জীবনের সবথেকে বড় প্রাপ্তি।

সম্প্রতি একটা বেসরকারি স্কুলের অনুষ্ঠানে এক দম্পতিকে দেখলাম, যাঁরা তাঁদের সবটুকু দিয়ে সন্তানকে দামি স্কুলে পড়াচ্ছেন। কিন্তু নিম্নবিত্ত স্বল্পশিক্ষিত দম্পতি অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে সবার পিছনে জড়োসড়ো হয়ে দুজন দুজনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। 'সামনে চেয়ার ফাঁকা আছে বসুন' বলাতে কেউ কাউকে ছেড়ে এগিয়ে যেতে রাজি হলেন না। শেষে দুজনকে পাশাপাশি জায়গা করে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করলাম। শিলিগুড়ির রাস্তায় দৃষ্টিহীন লটারি টিকিট বিক্রেতা ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলাকে দেখেননি এমন কেউ আছেন কি না সন্দেহ। জীবনযুদ্ধে একে অপরের সঙ্গী তাঁরা। সম্পর্কের ভাটার শোষণের কালে দৃষ্টান্ত হোক এই মানুষগুলিই। কবি শঙ্খ ঘোষের কথায়, 'আয় আরো হাতে হাত রেখে, আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।'

শুভশ্রী ব্যানার্জি, সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়ামও ঊর্ধ্বমুখী

আমি ও আমার স্ত্রী নিজেদের প্রয়োজনে বহু বছর আগে সরকারি ইনসুরেন্স সংস্থায় কম খরচে মেডিক্লেম পলিসি করিয়েছিলাম। কিন্তু রাজ্যের বাইরে হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ক্লেম পেতে সমস্যা হওয়ায় পরবর্তীতে পলিসি বেসরকারি সংস্থায় শিফট করে নিই। সমস্যা হল, যেখানে ২০২২ সালে দুজনের প্রিমিয়াম ছিল ৩৩,৫৪৩ টাকা, সেখানে ২০২৩ সালে তা এসে দাঁড়ায় ৫৬,৮৭৩ টাকায় এবং ২০২৪ সালে এসে প্রায় একই থাকে অর্থাৎ ৫৬,৮৭০ টাকা।

আমি বহু বছর বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ছিলাম। আমার স্ত্রী গৃহবধূ। আমাদের কোনও পেনশন নেই। এই দুর্মূল্যের বাজারে এত টাকা প্রিমিয়াম বছরের পর বছর দেব কী করে? অনেক আশায় ছিলাম, এবারের বাজেটে এই বিষয়ে ইতিবাচক কিছু শুনব। কিন্তু সে গুড়ে বালি। আমাদের মতো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের অবসরপ্রাপ্তদের কথা ভেবে এর একটা বিহিত হোক সেই আর্জি রইল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে।

অসীম অধিকারী, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08.
E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলা সাহিত্যে রূপকথার রাজ্যে উত্থানপতন

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের রূপকথার গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন মোড় এনেছিল।

তন্ময় দেব

'রাজার ঘরে যে ধন আছে / টুনির ঘরেও সে ধন আছে!' – আজ থেকে এক শতাব্দী পূর্বে টুনটুনির বইতে লিখেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শুধু তাই নয়, বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন, 'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। এই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না।'

উপেন্দ্রকিশোরের কথা থেকেই প্রমাণ হয়, বাংলার ঘরে ঘরে এককালে শিশুতোষ কল্পকাহিনী ও লোকসাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় শাখা রূপকথার কীরকম রমরমা ছিল। তাছাড়া সত্যিই তো বলেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর, 'বড় মজা, বড় মজা / রাজা খেলেন ব্যাঙ ভাজা!' শৈশবে এইরকম বাক্যবন্ধ একবার যে শুনেছে, সে কি আর সারাজীবনে তা ভুলতে পারে?

বাংলা-রূপকথার প্রথম সংগ্রাহক ছিলেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে। তিনি ১৮৭৫ সালে Folk Tales of Bengal নামে বাংলা রূপকথার একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ডালিমকুমার, রাক্ষস-খোক্কস, ব্রহ্মদৈত্য - রূপকথার চিরায়ত চরিত্রগুলো হারিয়ে যাওয়ার আগেই নিজের সংকলনে তাদের লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি। এরপর ১৮৯৬ সালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ক্ষীরের পুতুল' ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'খুকুমণির ছড়া' বাংলা সাহিত্যে রূপকথার বিকাশের পথ আরও খানিকটা সুগম করেন। পাশাপাশি ১৮৯৬ সালেই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বই 'ছেলেদের রামায়ণ'। সুবিশাল মহাকাব্যকে সহজ সরল ভাষায় শিশুপাঠ্য হিসেবে পেশ করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন শিশুসাহিত্যের অন্যতম দিকপাল সুকুমার রায়ের পিতা।

এদিকে, বাংলা-রূপকথার জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারও একে একে প্রকাশ করতে শুরু করলেন বিভিন্ন কালজয়ী গ্রন্থ ঠাকুরমার ঝুলি (১৯০৭), ঠাকুরদার ঝুলি (১৯১০), ঠানদিদির থলে (১৯১১)। তাছাড়া পঞ্চতন্ত্র, জাতক ইত্যাদির বাংলা অনুবাদ তো ছিলই। এককথায় বঙ্গদেশে আছড়ে পড়ে রূপকথার ঢেউ। রাতের বেলায় কুপিবাতির নীচে কিংবা জ্যোৎস্নায় ভরে থাকা বারান্দায় মায়ের কোলে মাথা রেখে শিশুরা শুনত সোনারকাঠি-রূপোরকাঠি, লালকমল-নীলকমল, দৈত্য-দানব, রাজা-রানী, কথা বলা পশুপাখিদের গল্প।

সাধারণ দৃষ্টিতে রূপকথাকে ছেলেভোলানো কাহিনী মনে হলেও তাতে নিহিত থাকে জীবনদর্শন, ব্যবহারিক শিক্ষা ও নানারকমের নীতিকথা, কিন্তু বর্তমান যুগে সেই রূপকথার ভাণ্ডারে হঠাৎ করেই শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। রূপকথার চর্চা কিংবা রচনা, সবেতেই যেন ভাটার টান। ওয়েব পত্রিকা 'ম্যাজিক ল্যাম্প' বাদে পূজাবার্ষিকীগুলোতেও রূপকথার গল্পের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

পাশাপাশি বিভিন্ন বইমেলায় প্রকাশিত হাজারো বইয়ের ভিড়ে রূপকথা বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অনুষ্ঠিত জেলা বইমেলায় গিয়ে দেখেছি রূপকথা নিয়ে শিশুকিশোরদের মধ্যে আগ্রহ একেবারে প্রায় তলানিতে। এর কারণ কি ডিজিটাল যুগের পাঠকের কল্পনার জগতের প্রতি অনীহা? তাই যদি হয়, তবে গেম অফ থ্রোনস কিংবা হ্যারি পটার নিয়ে বঙ্গবাসীর এত উন্মাদনা কেন? রূপকথা মানেই শিশুসাহিত্য- বাংলার পাঠক কি এই যুক্তি আর মানতে চাইছেন না?

ভাষা দিবসের আগে সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারাকে বাংলা ভাষায় পুনরুজ্জীবিত করতে লেখক, পাঠক, প্রকাশক সকলকেই নতুন করে ভাবতে হবে। দেখতে হবে কোনওভাবেই যেন অবহেলার জাঁতাকলে রূপকথার প্রাণভোমরার মৃত্যু না ঘটে।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৭০

১		২	★	৩			
	★	৪			★	★	★
	★		★	৫		৬	
৭	৮	★	★		★		★
★		★	৯	★	★	১০	১১
১২				★	১৩	★	
★	★	★	১৪			★	
১৫				★	১৬		

পাশাপাশি : ১। যে অস্ত্রের টংকার ধ্বনি শোনা যায় ৩। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা ৪। গগনে চরে বেড়ায় যে প্রাণী ৫। যে ব্যক্তি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চলেছে ৭। প্রাণের বন্ধু ১০। হাতে বাঁধা সুতো ১২। লিখে রাখা হিসেব ১৪। সুন্দর অখাদ্য ফল ১৫। বুলি আওড়ায় যে পাখি ১৬। দাবি করার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাওয়া।

উপর-নীচ : ১। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ২। ছন্দ মিলিয়ে লেখা স্তবক ৩। খারাপ সংসর্গ জনিত চরিত্রদোষ ৬। অন্যের বশবর্তিতা বা পরাধীনতা ৮। কোনও কারণ নেই ৯। অতিরিক্ত অন্তরঙ্গ ১১। অল্প জায়গায় অনেকের স্থান সংকুলান ১৩। একটি টক ফলের নাম।

সমাধান ■ ৪০৬৯

পাশাপাশি : ২। ছাত্রাবাস ৫। পারদ ৬। হাড়হাভাতে ৮। হবু ৯। আম ১১। কালাপাহাড় ১৩। উলেমা ১৪। সমতল

উপর-নীচ : ১। অপারগ ২। ছাদ ৩। বাদাড় ৪। সলতে ৬। হাবু ৭। হারেম ৮। হড়পা ৯। আড় ১০। ঝকমারি ১১। কাঠিম ১২। হারাম ১৩। উল।

ভালো খবর

এক ভদ্রমহিলা এক কিশোরকে ডুবে যেতে দেখছিলেন। অনেক চেষ্টা করে তাঁকে বাঁচান। ৬৪ বছর পর তাঁর সঙ্গে সেই ছেলেটির দেখা হল। সেই কিশোর এখন প্রৌঢ়। ভদ্রমহিলাও নব্বই পেরিয়ে গিয়েছেন। দেখা হওয়ার পর দুজনের কেউই আর আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। চোখের জলে ভেসে যান দুজনে।

‘সংগমের জল পানযোগ্য’

কেন্দ্রের রিপোর্টই খারিজ যোগীর

লখনউ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াগরাজে ত্রিবেণি সংগমের জলের দূষণ নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকে খারিজ করে দিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, সংগমের জল শুধু স্নানের নয়, পানেরও যোগ্য। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে উত্তরপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের রিপোর্টকে হাতিয়ার করেছেন যোগী। কেন্দ্রের রিপোর্টে ত্রিবেণি সংগমে গঙ্গার জল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তাতে ফিকাল কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ হু হু করে বেড়েছে। রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, কোটি কোটি মানুষের স্নানের ফলে ওই জলে ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বিরোধী সপা ওই রিপোর্টকে সামনে রেখে যোগী সরকারকে নিশানা করে।

> কুম্ভের জল এতটাই পরিষ্কার যে, সেটা পান করা যেতে পারে। বিরোধীরা মহাকুম্ভের বদনাম করার চেষ্টা করছে। কুম্ভের জলে স্নান করা পুরোপুরি সুরক্ষিত। এই জল পানেরও যোগ্য।
>
> **যোগী আদিত্যনাথ**

তার জবাবে বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, ‘কুম্ভের জল এতটাই পরিষ্কার যে সেটা পান করা যেতে পারে। বিরোধীরা মহাকুম্ভকে বদনাম করার চেষ্টা করছে। কুম্ভের জলে স্নান করা পুরোপুরি সুরক্ষিত। এই জল পানেরও যোগ্য।’ বিরোধীদের বিঁধে যোগীর তোপ, ‘এখনও পর্যন্ত ৫৬.২৫ কোটি মানুষ মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান করেছেন। মিথ্যে খবর ছড়িয়ে দেওয়ার অর্থ সেই ৫৬ কোটি মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে খেলা করা। সনাতন ধর্ম এবং হিন্দুদের বিশ্বাসে আঘাত করা।’

আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদব মহাকুম্ভকে ফালতু বলে কটাক্ষ করেছিলেন। সেই বক্তব্যের সমালোচনা করে যোগী বলেন, ‘সপা সভাপতি বলেছিলেন, মহাকুম্ভের জন্য টাকা খরচ করার কী দরকার আছে। লালুপ্রসাদ যাদব কুম্ভকে ফালতু বলেছিলেন। সপার অপর শরিক মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলেছেন। সনাতন ধর্ম সংক্রান্ত কোনও আয়োজন করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে আমাদের সরকার এই অপরাধ বারবার করবে।’

বিতর্ক যতই থাকুক, ত্রিবেণি সংগমে পুণ্যস্নানের জন্য পুণ্যার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। বুধবার প্রয়াগরাজে।

মহিলা মুখেই আস্থা রাখল বিজেপি

রাজধানীতে মুকুট রেখার

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিজেপির বিরুদ্ধে মহিলাদের অসম্মান করার অভিযোগে সুর চড়িয়েছিল আপ। বুধবার দীর্ঘ টালবাহানা শেষে সেই মহিলা মুখের ওপরই আস্থা রাখল পদ্মশিবির। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদে সুষমা স্বরাজ, শীলা দীক্ষিত, অতিশীর উত্তরসূরি হিসেবে শালিমারবাগের প্রথমবারের বিধায়ক রেখা গুপ্তাকেই বেছে নিল বিজেপি। এদিন বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে তাঁর নামে সিলমোহর দেওয়া হয়। ওই বৈঠকের জন্য বিজেপি রবিশংকর প্রসাদ এবং ওমপ্রকাশ ধনকরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিল। নবনির্বাচিত বিধায়কদের সঙ্গে কথা বলে শেষমেশ রেখা গুপ্তাকে বেছে নেওয়া হয়। এর ফলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর দ্বিতীয় মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পেল দেশ। দীর্ঘ ২৭ বছর পর দিল্লিতে এবার জয়ী হয়েছে বিজেপি। ১৯৯৮ সালে শেষবার দিল্লিতে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রয়াত সুষমা স্বরাজ।

রেখার উত্তরণে বিজেপি আরও একটি মাইলফলক ছুঁয়েছে। সাড়ে ১০ বছরের নরেন্দ্র মোদির জমানায় এতদিন কোনও বিজেপি বা এনডিএ শাসিত রাজ্যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী করা হয়নি। মহিলাদের ক্ষমতায়নে এবার ভোটপ্রচারে একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। তার মধ্যে প্রতিমাসে গরিব পরিবারের মহিলাদের ২৫০০ টাকা, গর্ভবতী মহিলাদের ২১ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা এবং গরিব পরিবারের মহিলাদের ৫০০ টাকার এলপিজি গ্যাস এবং হোলি ও দীপাবলিতে একটি করে গ্যাস বিনামূল্যে দেওয়ার কথা বলেছিল বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বিজেপির এই প্রতিশ্রুতিগুলির ফলে মহিলাদের বিপুল ভোট গেরুয়া শিবিরের অনুকূলে এসেছে এবার। মহিলা মুখের পাশাপাশি দিল্লির প্রভাবশালী বানিয়া সম্প্রদায়কে কাছে টানতেও রেখা গুপ্তাকে বেছে নিয়েছে বিজেপি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী পদে তাঁর নাম ঘোষণার পর দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রেখা গুপ্তা। অন্যদিকে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী তাঁর উত্তরসূরিকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেছেন, ‘দিল্লি এবং দিল্লিবাসীর উন্নয়নে রেখা গুপ্তা যখনই চাইবেন তখনই আমাদের সাহায্য পাবেন। আমরা আশা করি, বিজেপি যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেগুলি তারা পালন করবে।’ নতুন মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, ‘দিল্লির উন্নয়নে আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।’ তবে যাঁকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে উঠেছিল সেই নয়াদিল্লি আসনে আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হারানো পরবেশ সাহিব সিং ভার্মাকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মোদি, শা প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার রামলীলা ময়দানে বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে দিল্লির নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন রেখা গুপ্তা। সেই অনুষ্ঠানের জন্য এলাহি আয়োজনও সেরে ফেলা হয়েছে। রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, শিল্পপতি, স্বঘোষিত ধর্মগুরু, সেলেব্রিটি সহ একাধিক ভিভিআইপির পাশাপাশি দিল্লির ঝুপড়িবাসী, রিকশাচালকদেরও অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

কে রেখা গুপ্তা

বয়স : ৫০

বিধানসভা কেন্দ্র
শালিমারবাগ

রাজনীতিতে যোগ
১৯৯২-তে এবিভিপি সদস্য হিসাবে রাজনীতিতে হাতেখড়ি। ১৯৯৬-এ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের সভানেত্রী। ২০০৭-এ পুরভোটে জয়। দিল্লি বিজেপির মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কাজই পরিচয় স্লোগান ছিল তাঁর।

মাস্ককে পাশে নিয়ে দাবি ট্রাম্পের

পারস্পরিক কর থেকে রেহাই পাবে না ভারত

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আমেরিকা সফর শেষ করে সদ্য দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেনা-পাওনা, দরকষাকষির নিরিখে প্রধানমন্ত্রীর সদ্যসমাপ্ত সফর যথেষ্ট সফল বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদদের একাংশ এবং শাসক ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক শিবির। তবে মঙ্গলবার ফক্স নিউজের শন হ্যানিটির সঙ্গে এক কথোপকথনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ইস্যুতে যে মন্তব্য করেছেন তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

মোদির ওয়াশিংটন সফরের ঠিক আগে পারস্পরিক কর আরোপের কথা ঘোষণা করেছিলেন ট্রাম্প। এদিনের সাক্ষাৎকারে সেই প্রসঙ্গে ভারতের উল্লেখ করেন তিনি। প্রেসিডেন্ট স্পষ্ট জানান, পারস্পরিক কর ব্যবস্থা থেকে ভারত কোনওভাবে রেহাই পাবে না। ভারতে আমেরিকার রপ্তানি করা জিনিসের ওপর যে হারে কর বসানো হয় আমেরিকায় আমদানি করা ভারতীয় পণ্যের ওপরেও একই হারে কর চাপাবে তাঁর সরকার। এ ব্যাপারে কেউ তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে পারবে না জানিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘গতকাল প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলেছি আমরা পারস্পরিক কর আরোপ করতে চলেছি। আপনি অভিযোগ করবেন। আমিও অভিযোগ করব।’ ট্রাম্প জানান, তাঁর কথার জবাবে মোদি বলেছেন, ‘না, আমি এই ধরনের দোষারোপ পছন্দ করি না।’ ভারতে চড়া আমদানি করের কথা বলতে গিয়ে গাড়ি শিল্পের কথা বলেছেন ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ভারতে বিদেশি গাড়ির ওপর বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর চাপানো হয়। যা প্রায় ১০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে।’ ট্রাম্পের কথার রেশ ধরে এলন মাস্ক বলেন, ‘হ্যাঁ। ওখানে বিদেশি গাড়ির ওপর করের হার ১০০ শতাংশ।’ ট্রাম্পের বক্তব্য, ভারতে আমদানি করের বর্তমান হার এতটাই বেশি যে ওখানে কারখানা তৈরি না করলে কোনও জিনিস বিক্রি করা লাভজনক হয় না। এটিকে মার্কিন অর্থনীতির সঙ্গে ‘অন্যায়’ বলে মনে করেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও এলন মাস্ক।

> প্রধানমন্ত্রী মোদিকে বলেছি, আমরা পারস্পরিক কর আরোপ করতে চলেছি। আপনি অভিযোগ করবেন। আমিও অভিযোগ করব।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**
> *প্রেসিডেন্ট, আমেরিকা*

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের হুঁশিয়ারির প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির অবস্থান কী হবে তা জানতে চেয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পদক্ষেপ জিএসটির অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। ট্রাম্পের ‘নয়াদিল্লির ভালো বন্ধু’ (মোদি) কি মার্কিন সরকারের নয়া কর নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন?’ কেন্দ্রকে জিএসটি কাঠামোয় সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা।

এদিকে ভারতে ভোটদানে উৎসাহ বাড়াতে আমেরিকার বরাদ্দ বন্ধ নিয়েও খোলামেলা মন্তব্য করেছেন ট্রাম্প। বলেন, ‘আমরা কেন ভারতকে ২ কোটি ১০ লক্ষ ডলার দেব? ওদের তো অনেক টাকা। আমাদের কাছ থেকে ওরা অনেক কর নেয়। ওখানে করের হার এত বেশি যে আমরা ঠিক মতো ব্যবসা করতে পারি না।’

বাস থেকে নামিয়ে গুলি, হত ৭

ইসলামাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাস থেকে নামিয়ে যাত্রীদের লাইনে দাঁড় করিয়ে পরপর গুলি। পাকিস্তানের বালুচিস্তানে সাত বাসযাত্রীকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিল বন্দুকবাজের দল।

সরকারি আধিকারিক সাদাত হোসেন জানান, বাসটি বালুচিস্তানের ওপর দিয়ে পঞ্জাব প্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময়েই বন্দুকবাজের দল বাসটিকে মাঝরাস্তায় দাঁড় করায়। এরপর যাত্রীদের এক এক করে বাস থেকে নামিয়ে লাইনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয়। তারপরেই গুলি করে খুন করা হয় সাতজনকে। হোসেন বলেন, ‘ওই সাতজন পঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দা। তাঁদের লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে খুন করা হয়েছে।’

পঞ্জাব প্রদেশ থেকে আসা শ্রমিকদের ওপরেও প্রায়ই হামলার ঘটনা ঘটে। যদিও সাত যাত্রীকে গুলি করে খুনের ঘটনার দায় এখনও কেউ নেয়নি। তবে ওই এলাকায় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন ‘বালুচিস্তান লিবারেশন আর্মি’ (বিএলএ)।

কাশ্মীরিকে র‍্যাগিং

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কাশ্মীরের এক ছাত্রকে নৃশংসভাবে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে। কর্ণাটকের বিজয়পুরার ঘটনা। নিগৃহীত ছাত্রের নাম হামিম। বিজয়পুরের একটি মেডিকেল কলেজের এমবিবিএসের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়াটি জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা। তাঁর দাবি, মঙ্গলবার কলেজ ক্যাম্পাসে একটি ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন সিনিয়ার ছাত্ররা তাঁকে নৃশংসভাবে র‍্যাগিং করেছে। তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে।

পদপিষ্ট রেলকে তোপ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অতিরিক্ত যাত্রীবহনের ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় রেল কেন অতিরিক্ত টিকিট বিক্রির ঝুঁকি নিল? নয়াদিল্লি রেলস্টেশনে পদপিষ্টের ঘটনায় বুধবার কেন্দ্র ও ভারতীয় রেলকে কড়া ভাষায় এই প্রশ্নই করেছে শীর্ষ আদালত। গত সপ্তাহে নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হয়ে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার পর এদিন সরকার ও রেলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত।

প্রধান বিচারপতি ডিকে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও গেডেলার ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্র ও রেলের কাছে জবাব চেয়ে বলেছে, ‘রেল আইনের ১৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কামরায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর সীমা নির্ধারণ করতে হয় এবং তা অমান্য করলে ছয় মাসের জেল ও ১,০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এই নিয়ম যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে দিল্লি স্টেশনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কেন অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করা হল? আপনারা কি মনে করেন না, এটাই আসল সমস্যা!’

সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য বলেছে, ‘উৎসবের দিন বা ভিড়ের সময় কিছুটা ছাড় দেওয়া যেতে পারে। তবে সাধারণ সময়ে অনুমোদিত আসনের চেয়ে বেশি যাত্রী নেওয়া রেলের অবহেলারই প্রমাণ।’

> রেল আইনের ১৪৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিটি কামরায় নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীর সীমা নির্ধারণ করতে হয় এবং তা অমান্য করলে ছয় মাসের জেল ও ১,০০০ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। এই নিয়ম যথাযথভাবে কার্যকর করা হলে দিল্লি স্টেশনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। কেন অনুমোদিত সংখ্যার চেয়ে বেশি টিকিট বিক্রি করা হল? আপনারা কি মনে করেন না, এটাই আসল সমস্যা!
>
> **ডিকে উপাধ্যায় ও বিচারপতি তুষার রাও**
> *(সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতি)*

রেল পুলিশ ফোর্সের (আরপিএফ) প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিপুল সংখ্যক যাত্রী রাত ১০টার পর স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শিবগঙ্গা ও মগধ এক্সপ্রেস ছাড়ার পর প্ল্যাটফর্ম ১৪ ও ১৫-তে হাজারো মানুষ অপেক্ষা করছিলেন। তখনই শোনা যায়, প্রয়াগরাজগামী একটি বিশেষ ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ১৬ থেকে ছাড়বে। এই ঘোষণার পর হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে রেলমন্ত্রক এই ঘটনায় শেষ মুহূর্তে প্ল্যাটফর্ম পরিবর্তনের দাবি উড়িয়ে প্রচারটিকে ‘ভুল ও বিভ্রান্তিকর’ বলে দাবি করেছে। রেল এও জানিয়েছে, পদপিষ্ট হয়ে হতাহতের ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব উচ্চপর্যায়ের কমিটিকে দেওয়া হয়েছে। আরপিএফ কোনও তদন্ত করেনি বা করছেও না।

বুধবার আদালতে তীব্র সমালোচনার মুখে রেলের তরফে উপস্থিত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা আদালতের নির্দেশ মেনে নেন এবং জানান, রেল বোর্ড পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। পরবর্তী শুনানি ২৬ মার্চ হবে বলে জানিয়েছে আদালত।

বেকসুর সস্ত্রীক সিদ্দারামাইয়া

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কর্ণাটকে জমি বণ্টন দুর্নীতি মামলা থেকে রেহাই পেলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। তাঁর স্ত্রী সহ অন্য তিন অভিযুক্তকেও বুধবার ক্লিনচিট দিয়েছে সে রাজ্যের লোকায়ুক্ত। মাইসুরু নগরোন্নয়ন নিগমের (মুডা) জমি বণ্টনের দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছিল তাঁদের। তদন্তে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া এবং তাঁর সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইন লঙ্ঘনের কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে রিপোর্টে জানানো হয়েছে। তদন্তে অপর্যাপ্ত প্রমাণের কথা উল্লেখ করে লোকায়ুক্তের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘অভিযোগগুলি মূলত দেওয়ানি প্রকৃতির এবং ফৌজদারি মামলার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি নেই।’

ক্ষতিপূরণ

বেঙ্গালুরু, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পঁচিশ মিনিট বিজ্ঞাপন দেখিয়ে সময় নষ্ট করানোর জন্য পিভিআর-আইনক্স-এর বিরুদ্ধে ক্রেতা সুরক্ষা আদালতে মামলা ঠুকেছিলেন অভিষেক এমআর নামে বেঙ্গালুরুর এক দর্শক। সিনেমাহল কর্তৃপক্ষকে ৬৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর ৫০ হাজার টাকা অভিযোগকারীর সময় নষ্ট করার জন্য, মানসিক যন্ত্রণাবাদ পাঁচ হাজার টাকা ও অভিযোগ দায়ের করার জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।

মৃত আইনজীবী

হায়দরাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানা হাইকোর্টে শুনানি চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক আইনজীবীর। মৃত আইনজীবীর নাম পিভি রাও (৬৬)।

সিইসি নিয়োগ শুনানি পিছোল এক মাস

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এবং নির্বাচন কমিশনার (ইসি) নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত শুনানির মামলা পিছিয়ে গেল। বুধবার বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ওই মামলার শুনানি একমাস পিছিয়ে দিল। ১৯ মার্চ ওই শুনানি হবে। ২০২৩ সালে নতুন আইন তৈরি করে কেন্দ্র। তাতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করে যে সিইসি, ইসি নিয়োগ কমিটি তৈরি করা হয় তাতে দেশের প্রধান বিচারপতিকে বাদ রাখা হয়েছিল। সেই কমিটি গঠন এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় সুপ্রিম কোর্টে। মঙ্গলবার রাজীব কুমার অবসর নেন। তাঁর জায়গায় নতুন সিইসি হিসেবে নিয়োগ করা হয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র ঘনিষ্ঠ জ্ঞানেশ কুমারকে।

বুধবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির আগেই নতুন সিইসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন জ্ঞানেশ কুমার। তিনি বলেন, ‘দেশ গঠনের প্রথম পদক্ষেপ হল ভোট দেওয়া। তাই ভারতের প্রত্যেক নাগরিক যাঁরা ১৮ বছর পূর্ণ করেছেন তাঁদের অবশ্যই ভোটার হওয়া উচিত এবং ভোট দেওয়া দরকার। নির্বাচন কমিশন সবসময় ভোটারদের সঙ্গে ছিল, আছে এবং থাকবে।’ জ্ঞানেশ কুমারের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নতুন ইসি হয়েছেন বিবেক যোশি। হরিয়ানা ক্যাডারের এই আইএএস-কে সোমবার নিয়োগ করা হয়।

দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজের অফিসে হাসিমুখে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার।

দায়িত্ব নিলেন জ্ঞানেশ কুমার

এদিন সুপ্রিম কোর্টে আবেদনকারী এডিআরের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, এই মামলাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই মামলার শুনানিতে বেশি সময় নেওয়া উচিত নয়। তাঁর সাফ কথা, সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলার মধ্যেই জ্ঞানেশ কুমারকে সিইসি পদে এবং বিবেক যোশিকে ইসি পদে নিয়োগ করা হয়েছে।

এই ইস্যুতে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। তিনি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ সংক্রান্ত ২০২৩ সালের আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। এক্সে তিনি লিখেছেন, ‘মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগের জন্য যে সরকার-নিয়ন্ত্রিত কমিটি গঠন করা হয়েছে, তা বাতিল করা উচিত।’

বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন ভুবনেশ্বরের দুই অধ্যাপিকা

ক্যাম্পাসে ফিরতে ভয় নেপালি পড়ুয়াদের

ভুবনেশ্বর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : নেপাল থেকে আসা ছাত্রী প্রকৃতি লামসালের আত্মহত্যার ঘটনায় প্রবল চাপের মুখে ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনলজি (কেআইআইটি)। প্রাথমিকভাবে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভকারী নেপালি পড়ুয়াদের সাসপেন্ড করে কড়া হাতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন ওডিশার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কিন্তু নেপাল ও ভারত সরকার বিষয়টিতে জড়িয়ে যাওয়ায় সুর নরম করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা।

নেপালি পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৩ কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যাওয়া পড়ুয়াদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ। এদিকে একই অভিযোগে কেআইআইটির ৫ কর্মী ও আধিকারিককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁরা হলেন মানবসম্পদ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল শিবানন্দ মিশ্র, এইচআর প্রতাপকুমার চামুপতি, হস্টেলের পরিচালক সুধীরকুমার রথ, দুই নিরাপত্তারক্ষী রমাকান্ত নায়েক এবং যোগেন্দ্র বেহারা। তাঁদের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধরের অভিযোগ আনা হয়েছে। সকলের জামিন মঞ্জুর করেছে আদালত। তবে নেপালি পড়ুয়াদের হস্টেলে ফেরানোর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

নেপালি ছাত্রছাত্রীদের একাংশের বক্তব্য, যেভাবে তাঁদের ক্যাম্পাস ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, সেখানে ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। প্রীতি নামে এক নেপালি ছাত্রী বলেন, ‘কোনও দোষ ছাড়াই আমাদের হস্টেল খালি করতে বাধ্য করা হয়েছিল। নেপালের ছাত্ররা প্রকৃতির মৃত্যুর ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। কারণ কর্তৃপক্ষ তাঁর আবেদনকে (তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকের ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগ) উপেক্ষা করেছিল। হতাশা থেকে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘সোমবার আমাদের জোর করে বাসে তুলে রেলস্টেশনের কাছে এমন এক জায়গায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেখানে কোনও দোকান বা জল ছিল না। আমাদের দোষ কী? এখন ওঁরা (কেআইআইটির ডিন এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা) আমাদের ফিরে যেতে বলছেন। কেউ কি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারেন?’

এদিকে নেপালি ছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় লখনউয়ের এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারের ছেলেকে আটক করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, ওই তরুণের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত মিলেছে। তরুণীর বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত ছবি ছিল তরুণের কাছে। সেগুলি নিয়ে তরুণীকে ব্যাকমেল করত সে। অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রকৃতির দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। নেপালে তাঁর শেষকৃত্য হওয়ার কথা।

সোমবার নেপালি পড়ুয়াদের বিক্ষোভের সময় কেআইআইটির ২ শিক্ষিকার মন্তব্যের জেরে সমাজমাধ্যমে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। এদিন ক্ষমা চেয়ে ভিডিও পোস্ট করেছেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে একজন কেআইআইটির গার্লস হস্টেলের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপিকা জয়ন্তী নাথ বলেছেন, ‘আমি কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য কিছু বলিনি। কারও অনুভূতিতে অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে থাকলে দুঃখিত।’ পাশাপাশি নেপালি পড়ুয়ারা সেদিন ভারতকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও দরিদ্র বলে কটাক্ষ করছিলেন বলে জানিয়েছেন তিনি। অপর অধ্যাপিকা মঞ্জুসা পান্ডে বলেন, ‘আমার মন্তব্য নেপালি পড়ুয়া বা নেপালের জনগণকে আঘাত দিয়ে থাকলে দুঃখিত। আমার মন্তব্যের সঙ্গে কেআইআইটির কোনও সম্পর্ক নেই।’

উচ্চমাধ্যমিক রসায়নে প্রস্তুতি

ডঃ আশুতোষ দত্ত
সহকারী প্রধান শিক্ষক
আমবাড়ি ধনীরাম উচ্চবিদ্যালয়
কোচবিহার

1. প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে বেছে নিয়ে উত্তরপত্রে লেখো : **প্রশ্নমান 1**

(i) অধিশোষণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে কোনটি ঠিক?

(a) সর্বদাই তাপমোচী, (b) সর্বদাই তাপশোষী, (c) হয় তাপমোচী অথবা তাপশোষী, (d) তাপমোচী বা তাপশোষী কোনওটিই নয়।

(ii) প্রদত্ত কোন ক্ষারকটি DNA-তে থাকে না? (a) ইউরাসিল, (b) থাইমিন, (c) গুয়ানিন, (d) সাইটোসিন।

(iii) পলিএস্টার পলিমারের উদাহরণ হল (a) টেরিলিন, (b) নাইলন, (c) রবার, (d) ব্যাকেলাইট।

(iv) প্রদত্ত কোনটি অ্যান্টিবায়োটিক? (a) মরফিন, (b) বেনড্রিল, (c) অ্যামক্সিসিলিন, (d) অ্যাসপিরিন।

(v) ডিটারজেন্ট জামাকাপড় পরিষ্কার করে-

(a) আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে, (b) মাইসেল গঠন করে, (c) লবণ উৎপন্ন করে, (d) অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

(vi) আলোক সক্রিয়তা দেখায় না (a) আসপারটিক অ্যাসিড (b) লাইসিন (c) সিসটিন (d) গ্লাইসিন

(vii) প্রোটিনের আর্দ্র বিশ্লেষণে প্রাপ্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা হল – (a) 15 (b) 20 (c) 25 (d) 35

(viii) ইনসুলিন হল – (a) একটি অ্যামিনো অ্যাসিড (b) একটি প্রোটিন (c) একটি কার্বোহাইড্রেট (d) একটি লিপিড

(IX) আল্কিক মাধ্যমে অ্যানিলিন ক্লোরোফর্মের সঙ্গে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন করে -

(a) ফিনাইল সায়ানাইড (b) ফিনাইল সায়ানেট (c) ফিনাইল আইসোসায়ানাইড, (d) ফিনাইল আইসো সায়ানেট

(x) নাইলনের উদাহরণ - (a) পলিস্যাকারাইড (b) পলিএমাইড (c) পলিথিন (d) পলিস্টার

(XI) হীরের কেলাসের প্রতি একক কোষে কার্বন পরমাণুর সংখ্যা - (a) 1 (b) 4 (c) 8 (d) 6

(XII) নীচের কোন কোনটি কৃত্রিম মিষ্টিকারক পদার্থ --(a) সুক্রোজ (b) ল্যাকটোজ (c) সুক্রালোজ (d) সেলুলোজ

(XIII) সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট নিম্নলিখিত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?

(a) অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট (b) বেদনানাশক (c) প্রশান্তিকারক ক (d) খাদ্য সংরক্ষক

(XIV) নীচের কোন যৌগগুলি KCN-এর সঙ্গে সহজেই বিক্রিয়া করে- (a) ইথাইল ক্লোরাইড (b) ক্লোরোবেঞ্জিন (c) ফিনাইল ক্লোরাইড (d) বেঞ্জালডিহাইড

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 2**

(i) উদাহরণ সহ দ্রাবক-বিদ্বেষী কোলয়েড কাকে বলে লেখো।

অথবা, টিন্ডাল ক্রিয়ার একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ উল্লেখ করো।

(ii) প্রথম সন্ধিগত শ্রেণির মৌলগুলির পারমাণবিক আকার পর্যায় বরাবর কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

অথবা, ল্যান্থানাইড মৌলগুলির সাধারণ ইলেক্ট্রন-বিন্যাস লেখো।

(iii) একটি প্রশান্তক

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

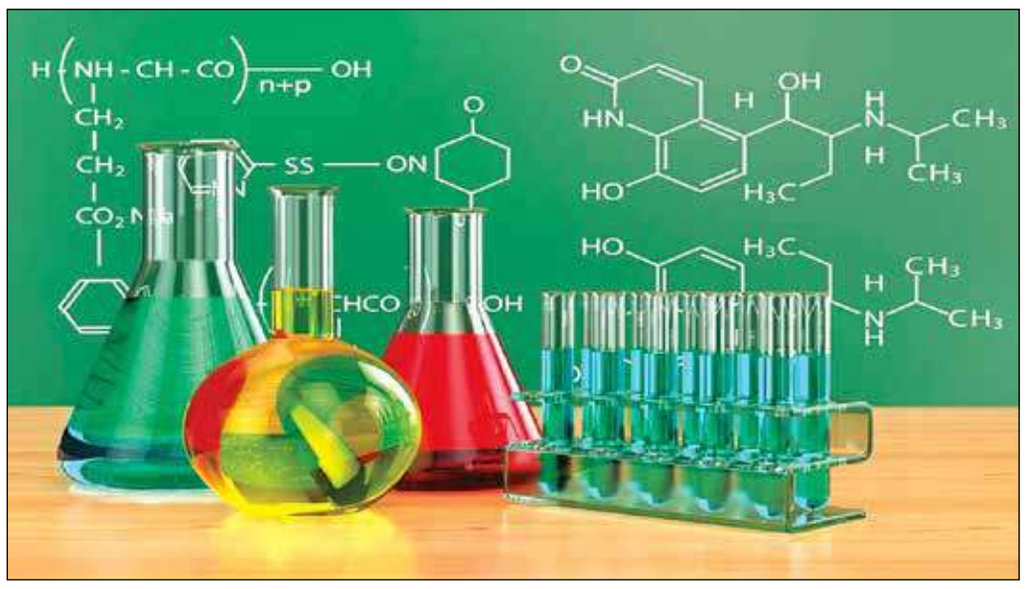

(tranquilizer)-এর উদাহরণ দাও।

(iv) 1 মোল ইলেক্ট্রনের আধানের মান কত কুলম্ব?

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 2**

(i) সংরক্ষক কোলয়েড কী? একটি উদাহরণ দাও।

(ii) দ্বিলবন ও জটিল লবণের দুটি পার্থক্য লেখো।

(iii) আন্তঃহ্যালোজেন ব্যবহারের সুবিধা কী? ব্যাখ্যা করো।

(iv) ফ্লুরিনকে সুপার হ্যালোজেন বলা হয় কেন?

(v) DNA ও RNA-এর দুটি পার্থক্য লেখো।

(vi) হিমাঙ্ক রোধক দ্রবণ কাকে বলে? অভিস্রবণের একটি প্রয়োগ লেখো।

(vii) আদর্শ দ্রবণ ও অনাদর্শ দ্রবণের দুটি পার্থক্য উল্লেখ করো।

(viii) সূক্ষ্মভাবে চূর্ণীকৃত নিকেল (Ni) অধিশোষকরূপে বেশি কার্যকরী কেন – কারণ ব্যাখ্যা করো।

(ix) উৎসেচক অনুঘটনের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

(x) নাইলন -6, 6-এ 6, 6-এর তাৎপর্য কী ?

4. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 3**

(xi) জৈববিয়োজনক্ষম (Biodegradable) পলিমার কী? একটি উদাহরণ দাও।

(xii) তড়িৎবিশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনে ব্যবহৃত তড়িৎবিশ্লেষ্যের সংযুক্তি লেখো। দুটি তড়িৎদ্বারে সংঘটিত বিক্রিয়াগুলি লেখো।

(xiii) হিমাটাইট থেকে আয়রন নিষ্কাশনে বিগালক হিসেবে কী ব্যবহৃত হয়? আয়রন নিষ্কাশনের ক্ষেত্রে আয়রন পাইরাইটস উপযুক্ত আকরিক নয়- কারণ ব্যাখ্যা করো।

(xiv) d-ব্লক মৌলগুলি অনেকগুলি জারণ অবস্থা দেখালেও f-ব্লক মৌলগুলির ক্ষেত্রে এমন হয় না কেন? 3d- সন্ধিগত শ্রেণিতে কেন্দ্রকের আধান বাড়ার সঙ্গে আবরণী প্রভাব কীভাবে পরিবর্তিত হয়।

(xv) একটি উদাহরণ সহযোগে দেখাও, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে কীভাবে ফ্রেয়ন ওজনকে বিয়োজিত করে?

(xvi) ফেনলের জলীয় দ্রবণ অম্লধর্মী হলেও ইথানলের জলীয় দ্রবণ প্রশম কেন ব্যাখ্যা করো। ফেনলকে কীভাবে অ্যানিসোলে রূপান্তরিত করা যায়?

(xvii) গ্লাইকোজেন কী? হরমোন কী? একটি উদাহরণ দাও।

5. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। **প্রশ্নমান 3**

(i) হার সমীকরণের ওপর ভিত্তি করে দেখাও যে, একটি প্রথম ক্রম বিক্রিয়া কখনোই সম্পূর্ণ হয় না। কোনও বিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তির তাৎপর্য কী? কোনও বিক্রিয়ার গড় ও তাৎক্ষণিক হারের পার্থক্য বিবৃত করো।

(ii) একটি রাসায়নিক ধর্মের সাহায্যে পার্থক্য নিরূপণ করো :

(a) ফর্মিক অ্যাসিড ও অ্যাসিটিক অ্যাসিড।

(b) ফেনল ও বেঞ্জাইল অ্যালকোহল।

(c) টলুইন থেকে বেঞ্জোয়িক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করো।

(iii) কোনও প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার হার, হার ধ্রুবক ও অর্ধায়ুর সংজ্ঞা দাও। এদের এককগুলোর উল্লেখ করো।

পদার্থবিদ্যার সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

পূর্ব প্রকাশের পর

Unit 8: পরমাণু ও নিউক্লিয়াস

১. হাইড্রোজেন পরমাণু সংক্রান্ত বোরের স্বীকার্যগুলি লেখো। বোরের তত্ত্বের দুটি ত্রুটি লেখো।

২. ডি-ব্রগলি প্রকল্পের সাহায্যে বোরের কোয়ান্টাম শর্তটি প্রতিষ্ঠা করো।

বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য প্রয়োগ করে n-তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো।

৩. হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনও একটি শক্তিস্তরে ইলেক্ট্রনের মোট শক্তি -3.4 eV। ওই শক্তিস্তরের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কত?

বামার শ্রেণির দীর্ঘতম ও হ্রস্বতম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত নির্ণয় করো।

৪. নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি ও বন্ধনশক্তি কাকে বলে? নিউক্লীয় বন্ধনশক্তি ও ভরত্রুটির মধ্যে সম্পর্ক কী?

৫. মোজলের সূত্রটি বিবৃত করো। রশ্মি বর্ণালির চূড়ার উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করো।

৬. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ X-রশ্মি ও নিরবচ্ছিন্ন X-রশ্মি বর্ণালির ক্ষেত্রে তীব্রতার সঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৭. বৈশিষ্ট্যমূলক X-রশ্মি বর্ণালি গঠিত হয় কীভাবে?

৮. তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু ও বিঘটন ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

৯. তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1590 বছর। যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 1 g হয়,তবে কত বছর পরে মৌলটির ভর 0.01 g হ্রাস পাবে?

১০. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্রটি বিবৃত করো।

একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 2 h । যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 32 g হয়,তবে 10 h পরে কতটা মৌল অবশিষ্ট থাকবে ?

Unit 9: বৈদ্যুতিন যন্ত্রসমূহ

১. p-টাইপ ও n-টাইপ অর্ধপরিবাহীতে সংখ্যাগুরু আধান বাহক কারা ?

২. অর্ধপরিবাহী ডায়োডের সম্মুখ বায়াস ও বিপরীত বায়াসের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমূলক লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৩. একটি p-n সংযোগ ডায়োডযুক্ত পূর্ণতরঙ্গ (অথবা অর্ধতরঙ্গ) একমুখীকারকের বর্তনী চিত্র অঙ্কন করো। এর ইনপুট ও আউটপুট তরঙ্গরূপ চিত্র এঁকে দেখাও।

৪. ফটোডায়োড কী? এর কার্যনীতি বৈশিষ্ট্য লেখসহ আলোচনা করো। ফোটোডায়োড বিপরীত বায়াসে কাজ করে কেন?

৫. জেনার ডায়োড কী ? এই ডায়োডের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার উল্লেখ করো। জেনার ডায়োড কীভাবে রোধের প্রান্তে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে বর্তনী চিত্রসহ তা ব্যাখ্যা করো।

৬. সাধারণ নিঃসারক বিন্যাসে একটি ট্রানজিস্টারের ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখচিত্র অঙ্কন করো।

৭. একটি ট্রানজিস্টারকে কীভাবে সুইচ হিসাবে ব্যবহার করবে?

৮. NOT গেট কী? এর প্রতীক চিহ্ন ও ট্রুথ টেবিল দেখাও।

৯. AND গেটের লজিক চিহ্ন আঁকো। এর ট্রুথ টেবিল লেখো। p-n সংযোগ ডায়োড ব্যবহার করে কীভাবে AND গেট তৈরি করা হয় তার চিত্র দাও।

১০. NOR গেট ও NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন?

Unit 10: সঞ্চার ব্যবস্থা

১. মডিউলেশন গুণাঙ্ক কী? একে মডিউলেটেড তরঙ্গের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভোল্টেজ দ্বারা প্রকাশ করো।

২. বেশি দূরবর্তী স্থানে TV সম্প্রচারে উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় কেন?

৩. 100 MHz কম্পাঙ্কে অর্ধ তরঙ্গ দ্বিমেরু অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য বের করো।

৪. অ্যান্টেনার ন্যূনতম দৈর্ঘ্য কত হলে 10 MHz কম্পাঙ্কের বেতারতরঙ্গের সম্প্রচার সম্ভব?

৫. বাহক তরঙ্গের পটিবেধ বলতে কী বোঝো?

৬. কোনও বার্তা সরাসরি সম্প্রচার না করে একটি বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় কেন?

৭. সঞ্চার ব্যবস্থার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো।

৮. মোডেম কী? এটি কীভাবে কাজ করে ?

৯. বাহক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক $3x10^8$ Hz হলে দ্বিমেরু অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য কত হবে?

১০. ডিমডিউলেশন বলতে কী বোঝায়? ব্লক চিত্রের মাধ্যমে ডিমডিউলেশন পদ্ধতিটি দেখাও।

ভাবতে শেখো
প্রকাশ করো

বিষয় : হারিয়ে যাচ্ছে নদী! তোমার এলাকায় নদীর প্রবাহমানতা ঠিক রাখতে কীভাবে সবার চেষ্টা করা উচিত বলে তুমি মনে করো।

তিতলি সাহা
দ্বিতীয় বর্ষ, মুন্সী প্রেমচাঁদ মহাবিদ্যালয়, শিলিগুড়ি।

সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি আমাদের দেশ নদীমাতৃক। এখানে আছে অনেক ছোট, বড় নদী। এই নদীর জল পানের জন্য, কৃষিকাজের জন্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এবং আরও বিভিন্ন কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। এমনকি এই নদীপথ ধরে জলযানের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়াও যায়।

বইপত্রে আমরা নদীকে কত সুন্দর বর্ণিত দেখি 'দু'দিক সবুজে ভরা, মাঝে স্বচ্ছ জলে বয়ে চলেছে নদী। তাতে দিনে দেখা যায় মাছের আনাগোনা, আর রাতে আকাশের ছায়াছবি।' তবে আসলেই কি তা দেখতে পাই?

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি মহানন্দা নদীতে ভেসে যাচ্ছে শত শত প্লাস্টিক, জলের বোতল, থার্মোকিলের টুকরো, ব্যাগ, বস্তা আরও কত কী! সেদিন সবাই বন্ধুরা মিলে পিকনিকে গেলাম নাম না জানা ছোট এক নদীর পাড়ে। শুনেছিলাম নদী পেরোলেই দেখতে পাব ছোট্ট পাহাড়। নদী পার হতে গিয়ে দেখলাম জলে গোড়ালি পর্যন্ত ভিজছে না। আশপাশের লোকালয় থেকে জানলাম গত ৩-৪ বছর এই নদীতে জলই নেই। সেদিন নিজে চোখে দেখলাম বাড়ি তৈরির জন্য এত বালি কোথা থেকে আসে! ট্রাকের পর ট্রাক আসছে আর সেখান থেকেই বোঝাই করে বালি নিয়ে যাচ্ছে। জল নেই তাতে কী? নদীতে বালি তো আছে! হারিয়ে যাচ্ছে নদী সভ্যতার গ্রাসে!

আমার বাড়ির পাশে একসময় একটি নদী ছিল, যেটিকে এখন আমরা বড় ড্রেন বলে চিনি। ঠাকুরদার কাছে শুনেছিলাম একসময় আমাদের এই বাড়ি নাকি ছিল এই নদীর পাড়ে। নদীমাতৃক দেশে কত শত নদী এভাবেই হয়ে যাচ্ছে নর্দমা। আমরা কি এর খোঁজ রাখছি?

আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে আরও একটি নদী আছে। নাম সাহু নদী। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন দেখতাম সেখানে বড়দের কোমর অবধি জল, কখনও সাহস পাইনি সেই নদীতে নামার। কিন্তু এখন সেটাও যেন ভবিষ্যতের নর্দমা হওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল! কারা যেন নদীর বুকে চাষ করতে চায়, নদীর পাড় বিক্রি করতে চায়!

তবে সত্যি কি আমরা সব নদী হারিয়ে মরুভূমিকে স্বাগত জানাতে চলেছি? ভাবতে হবে আমাদেরই। নদীকে দূষণের বিষবাষ্প থেকে বাঁচিয়ে নর্দমার তকমা ঘোচাতে আমরা কি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব না? নদীর বুকে চাষ বা নদীর পাড় বিক্রি প্রতিরোধে আমাদেরই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। গাছ উজাড় রোধ করে, বৃষ্টি ডেকে আনে। আর এই বৃষ্টির জলই নদীকে বাঁচাতে পারে। তাই দরকার অনেক বেশি করে সবুজায়নের। নদী বাঁচলেই বাঁচবে আমাদের সভ্যতা। নদীমাতৃক সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা দেশ আমাদের গর্ব। নদীকে হারাতে দেব না, এই প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে চলুক এই প্রজন্ম।

ভারতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই জন্য ভারতকে মৌসুমি জলবায়ুর দেশ বলা হয়।

ডঃ সঞ্জিত কুমার শীল শর্মা
সহকারী অধ্যাপক
মাথাভাঙ্গা কলেজ, কোচবিহার

ভারতের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবগুলি নিম্নরূপ-

১) বৃষ্টিপাত : সারা ভারতে বৃষ্টিপাতের ৯০ শতাংশ হয় মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে।

২) শুষ্কতা : উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু সাধারণত শীতকালে প্রবাহিত হয় এবং এটি স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় বলে শীতকালে সারা ভারতবর্ষের জলবায়ু শুষ্ক থাকে।

৩) খরা ও বন্যা : যে বছর মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে অত্যধিক বৃষ্টিপাত ঘটে সেই বছর দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার সৃষ্টি হয়। আবার যে বছর কোথাও খুব কম বৃষ্টি হয় সে বছর কোথাও কোথাও খরা দেখা দেয়।

৪) ঋতু বৈচিত্র্য : মৌসুমি বায়ুর দিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ঋতু পরিবর্তন ঘটে। ভারতের সর্বত্র প্রায় চারটি ঋতু দেখা যায়। যথা - গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল, শরৎকাল এবং শীতকাল।

৫) অসম বৃষ্টিপাত : মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে ভারতে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হলেও, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বত্র সমান নয়। কেরালা উপকূল এবং হিমালয় সংলগ্ন অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হলেও পশ্চিম ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম।

৬) উষ্ণতার তীব্রতা : মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে গ্রীষ্মকালে গরমের তীব্রতা অনেকটা কমে যায়।

ভারতের জনজীবনে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব :- ভারতের অর্থনীতি ও জনজীবনে মৌসুমি জলবায়ুর বিশাল প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যথা-

উচ্চমাধ্যমিক ভূগোল

১) কৃষিতে প্রভাব : ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় মৌসুমি বায়ুর বিশাল প্রভাব রয়েছে। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারতে প্রচুর পরিমাণে ধান, গম, পাট, আখ, তুলো এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল, চা, কফি,উৎপন্ন হয়।

২) অরণ্য সৃষ্টি : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের প্রভাবে ভারতে হিমালয়ের পর্বত সহ বিভিন্ন অংশে চিরহরিৎ বনভূমি এবং সরলবর্গীয় বৃক্ষের গভীর অরণ্যের সৃষ্টি হয়েছে।

৩) শিল্পে প্রভাব : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা হয় । এর ফলে ওইসব কৃষিজ ফসলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ শিল্প যেমন চা শিল্প, পাট শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটেছে।

৪) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন : মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য যেমন চা, পাট, কার্পাস প্রভৃতি উৎপাদন করে বিদেশে বিক্রি করে ভারত প্রতিবছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

৫) জীবনযাত্রা : ভারতের বেশিরভাগ মানুষের খাদ্যাভ্যাস, জীবিকা, পোশাক ও বাসস্থান মৌসুমি বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

৬) মৃত্তিকার উপর প্রভাব : ভারতের যেসব জায়গায় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে স্বল্প বৃষ্টিপাত হয়, সেসব স্থানে অত্যধিক জলসেচ করার জন্য লবণতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন- পঞ্জাবে। আবার দেশের মধ্য ও পূর্ব ভাগের কোনও কোনও অংশে বেশি বৃষ্টিপাতের জন্য ধৌত প্রক্রিয়ার প্রভাবে ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা ও বক্সাইটের সৃষ্টি হয়েছে।

৭) অন্যান্য প্রভাব : খনিজ সম্পদ, পরিবহণ ব্যবস্থা, গৃহনির্মাণ ও পর্যটন ব্যবস্থাতেও মৌসুমি বায়ুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

জীববিদ্যায় জানার বিষয়

● হে ফিভার কী?

উঃ বাতাসে উপস্থিত বিভিন্ন দূষক এবং এলার্জি সৃষ্টিকারী অণু যখন মানবদেহের অনাক্রম্য তন্ত্রের সাম্যতাকে নষ্ট করে এবং রোগজনক অবস্থার সৃষ্টি করে তখন তাকে এলার্জিক রায়নাইটিস বা হে ফিভার বলে। এই রোগের সাধারণ লক্ষণগুলি হল জ্বর, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, চোখ-নাক চুলকানো, হাঁচি, নাক দিয়ে অতিরিক্ত পরিমাণে জল পড়া ইত্যাদি।

● ক্রিয়াপোযোগী অবশিষ্ট বায়ু ধারণ ক্ষমতা কাকে বলে?

উঃ স্বাভাবিক নিঃশ্বাস ক্রিয়ার পর ফুসফুসে যে পরিমাণ বায়ু অবশিষ্ট থাকে তাকে ক্রিয়াপোযোগী অবশিষ্ট বায়ু পরিমাণ বলে। এর পরিমাণ ২৩০০ মিঃলিঃ।

● বাইসিনোসিস কী?

উঃ বয়ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে শ্বাস গ্রহণের সময় পশম বা তন্তু জাতীয় উপাদান শ্বাসনালিতে বা শ্বাস অঙ্গে প্রবেশ করার ফলে ক্রনিক ব্রংকাইটিস বা এমফাইসিমারের মতো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়, একে বাইসিনোসিস বলে। এই রোগের ফলে হৃদযন্ত্র বিকল হতে পারে।

আলোচনায় ইংরেজি কবিতা

সঞ্চিতা কর্মকার, *শিক্ষক*
মিল্কি উচ্চবিদ্যালয়,
ইংলিশ বাজার, মালদা

Still I Rise

বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে অন্যতম Maya Angelou-র যুগান্তকারী কবিতা 'Still I Rise' যা অন্যায়, ঘৃণা, নিপীড়ন এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়ী হওয়ার চেতনাকে উদযাপন করে। কবিতায় বক্তা যিনি নিজেই আঁধারের মধ্যে আলোর স্বরূপ তিনি তার প্রশ্নগুলি নিক্ষেপ করেন নিপীড়ক সমাজের দিকে। Still I Rise -এই শব্দ তিনটি একটি সাহসী ঘোষণা, বক্তার নিরলস প্রচেষ্টা ও অনমনীয় দৃঢ় চেতনাকে নির্দেশ করে যা কঠিন প্রতিবন্ধকতা ও বিরাট বিপত্তি অতিক্রম করতে পারে আত্মমর্যাদার সঙ্গে। শিরোনামটি আশা, প্রতিবাদ এবং ক্ষমতায়নের শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে। বক্তা নিশ্চিত করে বলেন যে পরিস্থিতি যতই ভয়াবহ হোক না কেন, তিনি ঊর্ধ্বে উঠতে থাকবেন। কোনও কিছুই তাকে দমাতে পারবে না। তিনি 'কৃষ্ণ সাগর , উত্তাল ও বিশাল', তিনি যৌন আবেদনময়ী ও উদ্ধত, তিনি 'ক্রীতদাসের স্বপ্ন ও আশা'। কবিতাটি একজন কৃষ্ণাঙ্গী হিসাবে Maya Angelou-র নিজের কষ্ট ও তার অদম্য সাহসকে প্রকাশ করে। এটি কৃষ্ণাঙ্গদের অদম্য অন্তরশক্তিকেও বোঝায় যারা বর্ণবাদ এবং প্রতিকূলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে। কবিতাটি আফ্রিকান-আমেরিকান মহিলাদের সাহস ও সহনশীলতাকে সম্মান করে। Maya Angelou-র ভাষা, কাব্যিক প্রকরণের চমকপ্রদ ব্যবহার, পুরো কবিতাজুড়ে 'I Rise' কথাটির ছন্দময় পুনরাবৃত্তি উদ্দীপনা ও সংকল্পের অনুভূতি তৈরি করে এবং আশা ও সহনশীলতার বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী করে।

এই poem থেকে কিছু প্রশ্ন নীচে দেওয়া হল -

1) 'Does my sassiness upset you?'- Why does the speaker's 'sassiness' upset others? (Marks 2)

2) How does the speaker describe her wealth in the poem? (Marks 2)

একাদশ শ্রেণি

3) What does the repetition of the expression 'I rise' throughout the poem emphasise? (Marks 2)

4) Who are the speaker's ancestors? What does she say about them?

5) How does Maya Angelou's representative in her poem 'Still I Rise' show her resilience in the face of torture and discrimination? (Marks 6)

6) What does the speaker's 'rise' in the poem 'Still I Rise' symbolise and how does the speaker achieve that rise? (Marks 6)

7) How does the speaker in Maya Angelou's poem 'Still I Rise' employ symbols to convey her resilience in oppression? (Marks 6)

8) What are the features of the narrator reflected in her words in the poem 'Still I Rise'? (Marks 6)

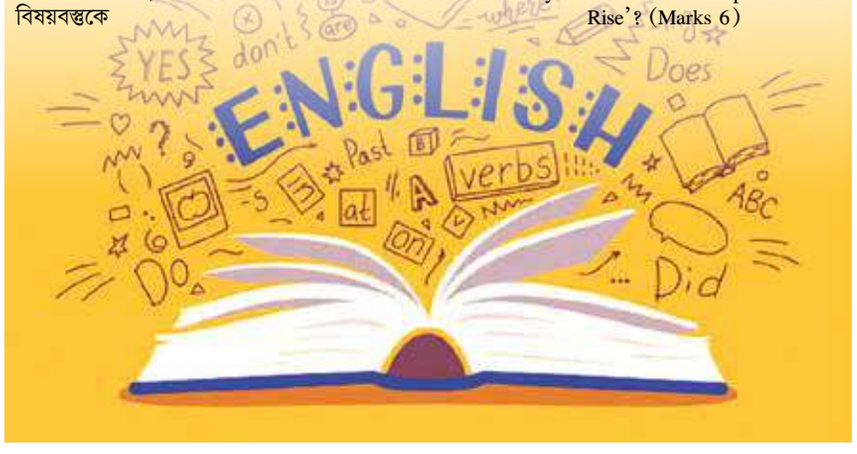

স্বাস্থ্যসাথী না নিলে লাইসেন্স বাতিল

এক ডজন নার্সিংহোমকে ধমক

অসীম দত্ত

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জেলার কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের প্রকল্প স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়েছে জেলা প্রশাসনের কর্তাদের কাছে। এবিষয়ে বুধবার জেলার ১২টি নার্সিং হোমকে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিয়ে তলব করে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন।

বুধবার ঠিক সকাল ১১টা ফালাকাটা, বীরপাড়া থেকে একে একে নার্সিংহোমের মালিকরা জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় আসতে শুরু করেন। দুপুর বারোটা নাগাদ জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তিরাম ঘড়াই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ভাঙাপুল সংলগ্ন দুই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড না নেওয়ার অভিযোগের একটি খবর প্রকাশিত হয়। বুধবারের মিটিংয়ের শুরুতেই সেই কাটিং নিয়ে ওই দুই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত জেলা শাসক চেপে ধরেন। জেলা শাসক চেপে ধরতেই বেকায়দায় পড়ে যায় সমস্ত নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। অতিরিক্ত জেলা শাসক প্রশ্ন করেন, 'কেন আপনাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ? আপনাদের বিরুদ্ধে যাতে আগামীতে এই ধরনের কোনও অভিযোগ না ওঠে। আমাদের কাছেও কয়েকজন রোগী আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। আগামী থেকে প্রতিটি নার্সিংহোমকে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নেওয়া বাধ্যতামূলক।'

সব নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ডুয়ার্সকন্যায় ডেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কারও বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড না নেওয়ার অভিযোগ উঠলে প্রথমে তদন্ত করে দেখা হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না নেওয়া হলে ওই নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে ওই নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল করাও হতে পারে।

– শান্তিরাম ঘড়াই *অতিরিক্ত জেলা শাসক (স্বাস্থ্য)*

প্রশাসনের নির্দেশ

- কয়েকটি নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না নেওয়ার অভিযোগ উঠছিল
- প্রশাসনের কড়া নির্দেশ, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নিতেই হবে
- যদি কোনও নার্সিংহোম স্বাস্থ্যসাথী কার্ড না নিতে চায়, তার উপযুক্ত যুক্তি দেখাতে হবে
- এই কার্ড না নেওয়া হলে এবং সেই অভিযোগ এলে লাইসেন্স বাতিল হয়ে যেতে পারে

বুধবার অতিরিক্ত জেলা শাসক শান্তিরাম ঘড়াই স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড না নেওয়ার অভিযোগে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষদের রীতিমতো হুঁশিয়ারি দেন। ভাঙাপুল সংলগ্ন ওই দুই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। এই প্রকল্পের কার্ড নিয়ে চিকিৎসা করাতে নার্সিংহোমে আসা কয়েকজন রোগীকে ফিরিয়ে দেওয়ার অভিযোগও রয়েছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছেও রোগীর পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। সেই অভিযোগ সামনে আসতেই নার্সিংহোমগুলোর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার কথাও বলেছে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের অভিযোগ নিয়ে এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে শান্তিরাম ঘড়াই ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার ১২টি নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। অতিরিক্ত মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক-১ কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (স্বাস্থ্য) শান্তিরাম ঘড়াই বলেন, 'সব নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষকে ডুয়ার্সকন্যায় ডেকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কারও বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড না নেওয়ার অভিযোগ উঠলে প্রথমে তদন্ত করে দেখা হবে। কেন স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে? তার কারণও দেখাতে হবে। যদি দেখা যায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেওয়া হয়নি, তবে ওই অভিযুক্ত নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। প্রয়োজনে ওই নার্সিংহোমের লাইসেন্স বাতিল করাও হতে পারে।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় সবমিলিয়ে ১২টি নার্সিংহোম রয়েছে। এরমধ্যে আলিপুরদুয়ার জেলা শহরে রয়েছে ছয়টি, ফালাকাটা শহরে তিনটি এবং বীরপাড়ায় তিনটি নার্সিংহোম রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হেলথকেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি অপূর্ব সেন বলেন, 'আমার নার্সিংহোমে এখনও নয়জন রোগী স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাদের বলে দেওয়া হয়েছে আগামী থেকে স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নিয়ে নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে আসা কোনও রোগীকে যাতে ফিরিয়ে না দেওয়া হয়।'

নার্সিংহোমে 'অচল' স্বাস্থ্যসাথী

অসীম দত্ত

সমস্যা কোথায়

- ভাঙা পায়ের অপারেশন হোক বা অ্যাপেনডিক্স, স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড নেওয়া হচ্ছে না
- ডায়ালিসিসের ক্ষেত্রেও এই কার্ডের সুবিধা মিলছে না
- সমস্যায় পড়ছেন দুঃস্থ রোগীরা
- মোটা টাকা দিয়েই নার্সিংহোমগুলিতে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে

এভাবেই নেতাজি রোডের ফুটপাথে রাখা থাকে পণ্যসামগ্রী।

ফালাকাটায় পথচারীদের ভোগান্তি

ফুটপাথে সামগ্রী রাখা নিয়ে ক্ষোভ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফালাকাটার নেতাজি রোডের নতুন রাস্তার এখনও এক বছরও হয়নি। বানানো হয়েছে ফুটপাথ, তাও আবার পেভার্স ব্লক দিয়ে বাঁধানো হয়েছে। পাশাপাশি হাইড্রেন বানিয়ে তাতে পাকা পাটাতন দেওয়া হয়েছে। রাস্তা বড় এবং সৌন্দর্যায়ন করা হলেও তা ব্যবসায়ীদের দখলেই চলে গিয়েছে। অভিযোগ, নেতাজি রোডের বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই ফুটপাথজুড়ে পণ্যসামগ্রী রাখছেন। পেভার্স ব্লক দিয়ে বাঁধানো রাস্তা এখন অলিখিত সাইকেল, বাইক রাখার স্ট্যান্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছে। নতুন রাস্তার এমন পরিস্থিতি নিয়ে স্বভাবতই ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে নাগরিকদের মধ্যে।

যদিও ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'নেতাজি রোড সহ গোটা শহরেই ফের আমরা ফুটপাথ অভিযানে নামব। তার আগে আমরা ব্যবসায়ীদের সতর্ক করব। কাজ না হলেই পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত অভিযান শুরু করা হবে।'

ফালাকাটা ব্যবসায়ী সমিতিও পুরসভার এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নান্টু তালুকদার বলেন, 'ফুটপাথে পণ্য রেখে ব্যবসা করাকে আমরা সমর্থন করি না। তবে কোন পরিস্থিতিতে তাঁরা এমন করছেন তা দেখতে হবে। প্রয়োজনে পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করেই ফুটপাথ খালি রাখতে আমরাও সহযোগিতা করব।'

শহরের নাগরিকরা জানিয়েছেন, ট্রাফিক মোড় থেকে একেবারে পুরান চৌপথি পর্যন্ত নেতাজি রোডের অবস্থা একই। ট্রাফিক মোড় থেকে সাপটানা ব্রিজ পর্যন্ত বানানো হয়েছে হাইড্রেন। এই নালার উপর রয়েছে পাকা পাটাতন। অভিযোগ, ড্রেনের উপর থাকা এই পাটাতন এখন ব্যবসায়ীরা পণ্যসামগ্রী রাখার জায়গায় পরিণত হয়েছে। নেতাজি রোডের নালাও এখন ব্যবসায়ীদের দখলে। এছাড়াও ট্রাফিক মোড় থেকে পুরান চৌপথি পর্যন্ত বসানো হয়েছে পেভার্স ব্লক। অভিযোগ, ফুটপাথের এই অংশ এখন অলিখিত পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায়ী, দোকানের কর্মচারীরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফুটপাথে তাঁদের সাইকেল, বাইক রেখে দেন। ফলে ফুটপাথে জায়গা না পেয়ে পথচারীরা মূল রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে মাঝেমধ্যেই ঘটছে দুর্ঘটনা।

শহরের বাসিন্দা সুজয় ঘোষের কথায়, 'নেতাজি রোড যখন বড় করা হয় তখন ভাবছিলাম এবার অন্তত স্বাচ্ছন্দ্যে হাঁটতে পারব। কিন্তু কোথায় কি! রাস্তা বড় হতেই সব চলে গেল ব্যবসায়ীদের দখলে। এখন বাধ্য হয়ে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করি।'

হাঁটাই মুশকিল

- ফালাকাটার নেতাজি রোডে সৌন্দর্যায়ন করা হলেও সমস্যা একই
- পেভার্স ব্লকের ফুটপাথে ছড়িয়ে রয়েছে ব্যবসায়ীদের সামগ্রী
- শুধু সামগ্রী নয়, বাইক ও সাইকেলও রাখছেন অনেক ব্যবসায়ী
- সংকীর্ণ হয়ে উঠছে রাস্তা, তাই যাতায়াতে বারবার সমস্যায় পড়ছেন পথচারীরা

ব্যবসায়ী তাপস দাসের এবিষয়ে সাফাই, 'রাস্তা বড় হওয়ায় দোকান অনেকটাই ভাঙা পড়েছে। এত মালপত্র রাখার জায়গা না থাকাতেই ড্রেনের উপর রাখছি। তবে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হলে সরিয়ে দেব।'

কোথাও আলপনা প্রতিযোগিতা, কোথাও 'অমর একুশে' অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। ভাষা দিবসের আগে আলিপুরদুয়ারে ছবিগুলি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

নাচ-গানে মাতৃভাষা দিবসের প্রস্তুতি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আর একদিন পরই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। সেই উপলক্ষ্যে আলিপুরদুয়ারে একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে বৃহস্পতিবার থেকেই। প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। শহিদ বেদি পরিষ্কার করে সাজানো থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান, সবকিছুর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে।

দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান করে আসছে আলিপুরদুয়ার সাংস্কৃতিক সংস্থা। এবারেও তাদের চারদিনের অনুষ্ঠান রয়েছে। ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে প্রতিবারের মতো আলিপুরদুয়ার ফায়ার ব্রিগেডের সামনে ১২টা বেজে ১ মিনিটে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শহিদ বেদিতে মোমবাতি জ্বালিয়ে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হবে। পাশাপাশি আবৃত্তি, গান, নানা আলোচনা হবে। এবার আলপনা প্রতিযোগিতাও থাকছে। এরপর পরের দিন এই সংস্থা এবং শহরের একটি বেসরকারি স্কুলের উদ্যোগে এডওয়ার্ড লাইব্রেরি থেকে ফায়ার ব্রিগেড পর্যন্ত শোভাযাত্রা হতে চলছে। তার পরের দিন থাকবে আবৃত্তি, নাচের প্রতিযোগিতা। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি আবার অঙ্কন প্রতিযোগিতার পাশাপাশি রবীন্দ্র, নজরুল, অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেনের গানের ওপর প্রতিযোগিতা থাকছে।

আমন্ত্রণমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান থাকছে। ওই সংস্থার সম্পাদক ভাস্কর চৌধুরী বলেন, 'প্রতিবারের মতো এবারও ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠান থাকছে।'

শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রচর্চাকেন্দ্রের উদ্যোগেও প্যারেড গ্রাউন্ডে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানো হবে। সেই সঙ্গে বাংলা সংগীত, কবিতা পাঠের পাশাপাশি ভাষা দিবসের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হবে। ওই চর্চাকেন্দ্রের সম্পাদিকা অর্পিতা সেন বলেন, 'প্রতিবছরের মতো এবারও আমাদের অনুষ্ঠান হবে।'

ভাষা দিবসের সন্ধ্যায় নিউ আলিপুরদুয়ারের একটি বেসরকারি কলেজে অনুষ্ঠান হচ্ছে। শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি বাংলা নাচগান ও আবৃত্তির আয়োজন থাকছে। একক ও সমবেতভাবে মোট ২০ জন অংশ নেবে। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে সংগীতশিল্পী অনুষ্ঠান করতে আসছেন। ওই কলেজের ডিরেক্টর সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, 'একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির কাছে আবেগের দিন। সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য, আবেগ, চেতনা সব জড়িয়ে রয়েছে দিনটির সঙ্গে।'

প্রেরণা সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগেও আলিপুরদুয়ার জংশনে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে সকালে ভাষা আন্দোলনে শহিদদের শ্রদ্ধা জানানো হবে। সঙ্গে নানা আলোচনাও হবে। এর পাশাপাশি নিখিল ভারতবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, আলিপুরদুয়ার শাখার উদ্যোগে তাদের দপ্তরে শ্রদ্ধা নিবেদন, সাহিত্য, আন্দোলন নিয়ে আলোচনা হবে। 'স্বপন বুড়ো স্মৃতিরক্ষা সমিতি'-র উদ্যোগেও ভাষা দিবস পালন হবে কোর্ট স্টেশন এলাকায়। আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও 'অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চিতকরণ শাখা'-র যৌথ উদ্যোগে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা হবে। সবমিলিয়ে আলিপুরদুয়ারজুড়ে ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে থাকবে একাধিক অনুষ্ঠান।

কামাখ্যাগুড়িতে রাস্তার পাশে জমছে আবর্জনা

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল মাঠের পাশে মরা রায়ডাক নদীর ব্রিজে যাতায়াত করা একপ্রকার মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রিজ সংলগ্ন রাস্তায় জমতে থাকা আবর্জনার পাহাড়ে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বিকাশ সরকার বলেন, 'এভাবে রাস্তার পাশে, নদীর ধারে জঞ্জাল জমছে অথচ প্রশাসন উদাসীন। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত। নয়তো রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।'

গ্রাম পঞ্চায়েত অবশ্য সমস্ত দায় ঝেড়ে ফেলেছে। উপপ্রধান প্রসূন দত্তর কথায়, 'এই আবর্জনা কামাখ্যাগুড়ি বাজার থেকে নদীর পাশে এভাবে ফেলা হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত এই বিষয়ে অবগত নয়। এটার দায়ভারও গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়।' তবে এই আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকায় তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করছে বিরোধী দলগুলো। বিজেপি নেতা তথা কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবেশ বর্মন বলেন, 'কামাখ্যাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে অবিলম্বে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। নয়তো এই সমস্যা মিটবে না। বরং বাড়তেই থাকবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবিষয়ে একেবারেই উদাসীন।' অবিলম্বে এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না করলে আগামীদিনে বিজেপির তরফে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন দেবেশ।

কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহার বক্তব্য, 'বাজারের আবর্জনা কখনোই যত্রতত্র নদীতে ফেলা হয় না। এই জঞ্জাল ফেলার দায়িত্ব জেলা পরিষদের মাধ্যমে ইজারাদারকে দেওয়া রয়েছে। সেক্ষেত্রে বাজারের আবর্জনা ইজারাদার নির্দিষ্ট সময়ে পরিষ্কার করে। তাই এটা কখনোই সম্ভব নয়। বাজারের জঞ্জাল কেউ নদীতে ফেলেন না।'

ব্রিজ সংলগ্ন রাস্তা হোক কিংবা মরা রায়ডাক নদী, দুটো দেখলেই মনে হয় যেন অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এলাকা থেকে কিছুটা দূরেই রয়েছে কামাখ্যাগুড়ির বিসর্জনঘাট। দূষিত হচ্ছে বিসর্জনের ঘাটও। কামাখ্যাগুড়ির বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিশংকর দেবনাথের বক্তব্য, 'যেখানে-সেখানে জঞ্জাল ফেলা উচিত নয় কারও। তবে অবিলম্বে কামাখ্যাগুড়িতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড দরকার। জঞ্জাল সমস্যার একমাত্র সমাধান ডাম্পিং গ্রাউন্ডই।'

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বুধবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	১২
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১

বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

দুর্ঘটনা

জয়গাঁ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার রাত এগারোটার সময় এনএস রোডে দাঁড়িয়ে থাকা একটি টোটোকে ধাক্কা দেয় ভুটান থেকে আসা একটি ডাম্পার। সেই সময় টোটোটি ধাক্কা খেয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়। কেউ হতাহত হননি। পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নিয়ে যায় টোটোটিকে। ভুটান নম্বরের ডাম্পারটির খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার রাতে জয়গাঁতেও একটি দুর্ঘটনা ঘটে।

সেনায় চাকরির স্বপ্ন সংগীতাদের চোখে

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সংগীতা রায়ের উচ্চতা ১৫০ সেমি। তবু ফালাকাটা কলেজে এনসিসি করছেন। কিন্তু কম উচ্চতার কারণে সেনাবাহিনীতে চাকরি মিলবে কি? আবার বীথিকা রায়ের প্রশ্ন, মেয়েদের শারীরিক পরীক্ষা কোথায় হয়? বুধবার এরকম নানা প্রশ্নের উত্তর কলেজে এসে জানতে পেলেন সংগীতারা। বুধবার শিলিগুড়ির আর্মির অ্যাসিস্ট্যান্ট রিক্রুটিং অফিসার সুবেদার মেজর রাজেশ পিভি চলে আসেন ফালাকাটা কলেজে। এক ঘণ্টার 'মোটিভেশন ক্লাস' চলে সেমিনার রুমে। সেখানেই সব প্রশ্নের উত্তর জেনে ভবিষ্যতে সেনায় চাকরি করার ইচ্ছে যেন আরও কয়েকগুণ বেড়ে যায় কলেজের এনসিসি ও শারীরশিক্ষা বিভাগের পড়ুয়াদের।

বুধবার ফালাকাটা কলেজের এনসিসির ৬১ নম্বর ব্যাটালিয়নের পড়ুয়াদের নিয়ে সেমিনার রুমে একটি 'মোটিভেশন ক্লাস'-এর আয়োজন করা হয়। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথমে বক্তব্য রাখেন। তারপর আর্মিতে চাকরির ক্ষেত্রে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে, কী কী সুবিধা রয়েছে, সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সুবেদার মেজর রাজেশ পিভি। রাজেশের কথায়, 'সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া এবং তরুণ-তরুণীদের অনুপ্রাণিত করার জন্যই এই আলোচনা। এখন সিভিল চাকরি মেলাটা খুবই মুশকিল। সেক্ষেত্রে লক্ষ্য স্থির রেখে পড়াশোনা করলে সেনায় চাকরি মিলবেই। তাছাড়া সেনার চাকরিতে অনেক বেশি সুযোগসুবিধা রয়েছে। সেনায় চাকরি চলাকালীন পড়াশোনাও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।'

এনসিসি পড়ুয়াদের মোটিভেশন ক্লাস। বুধবার ফালাকাটা কলেজে।

এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্নিবীর প্রকল্প সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। কেন আর্মিতে যোগ দেবেন? কীভাবে এই চাকরি মেলে? নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন ধাপ রয়েছে? বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কীভাবে আবেদন করতে হবে? কবে রেজাল্ট প্রকাশিত হয় সেসবও প্রেজেন্টেশনের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেন।

এসব শুনে ও দেখে একের পর এক প্রশ্ন জাগে পড়ুয়াদের মনে। যেমন সংগীতা রায় উচ্চতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে রাজেশ বলেন, 'অফিসার র‍্যাংকের ক্ষেত্রে উচ্চতা কোনও বাধা নয়।' পরে সংগীতা বলেন, 'আমার উচ্চতা কম বলে এতদিন ধোঁয়াশা ছিল। তবু এনসিসি করছিলাম। এদিন সব শুনে মনের জোর আরও বেড়ে যায়। কারণ, আগে কখনও এরকম মোটিভেশন ক্লাস হয়নি।'

মেয়েদের ক্ষেত্রে গোর্খাদের উচ্চতায় ছাড় আছে কি না জানতে চাইলে উত্তর পেয়ে যান আরেক পড়ুয়া সুলোচনা সন্ন্যাসী। এনসিসি ও খেলাধুলো করলে বোনাস হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে কত নম্বর মিলবে সেই প্রশ্ন করেন বুনু মুন্ডা। তিনিও যথারীতি উত্তর পেয়ে যান। এভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে পড়ুয়াদের মধ্যে দারুণ সাড়া দেখা দেয়। কলেজের এনসিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত অধ্যাপক লেফটেন্যান্ট ডঃ প্রদীপকুমার অধিকারীর কথায়, 'এবারই প্রথম আর্মির অ্যাসিস্ট্যান্ট রিক্রুটিং অফিসারকে দিয়ে কলেজে মোটিভেশন ক্লাসের আয়োজন করা হয়। কারণ, এনসিসি করতে করতে পড়ুয়াদের মনে নানা প্রশ্ন জমাট বাঁধে। সেইসব প্রশ্নের উত্তর পড়ুয়ারা এদিন সরাসরি পেয়ে যায়। এই কলেজের এনসিসির সুনাম রয়েছে। প্রতি বছর এনসিসি করতে করতেই ৫-৬ জন পড়ুয়া সেনায় চাকরি পেয়ে যায়। আবার গ্র্যাজুয়েশন করার পরও অনেকে চাকরি পেয়ে যায়।'

কর্মমুখী কোর্সে সুনাম ডিএটিএম-এর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শিক্ষা ও কর্মসংস্থান বিষয় দুটি পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। আজকাল শিক্ষাগ্রহণের শেষে উপযুক্ত কর্মসংস্থান পাওয়া প্রায় প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন। কর্মসংস্থানের সুযোগের ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার কদর তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু সেই শিক্ষাগ্রহণের জন্য বড় শহরে নামীদামি কলেজে ভর্তি হওয়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সেই সুযোগ করে দিচ্ছে ডুয়ার্স অ্যাকাডেমি অফ টেকনলজি অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ডিএটিএম)। অন্য কলেজের তুলনায় কোর্স ফি অনেকটাই কম। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনের কাছে অবস্থিত এই কলেজে বিবিএ, বিসিএ, বিএমএলটি ও হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের মতো একাধিক কোর্স করানো হয়। তাছাড়া স্নাতকোত্তর বিভাগে রয়েছে এমএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স, মাস্টার্স ইন পাবলিক হেলথ ইত্যাদি। কলেজের কর্ণধার সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রতি বছর বহু ছাত্রছাত্রী ক্যাম্পাসিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানিতে নিযুক্ত হয়। টিসিএস-এ সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নিযুক্ত হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকে অনেকে চাকরি পেয়েছে।'

উত্তরের উন্নয়নে সবার মত চান মুখ্যমন্ত্রী

প্রস্তাব দেবেন সব জনপ্রতিনিধি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : দলমত নির্বিশেষে ৮ জেলায় সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের প্রকল্প প্রস্তাবের ওপর সদ্য বাজেটে পাওয়া সাড়ে আটশো কোটির বেশি টাকা কাজে লাগাতে চায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এই জন্য জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ ও প্রস্তাব চলতি মাসের মধ্যে হাতে পেতে চাইছে দপ্তর। সবার সব প্রস্তাব হাতে পাওয়ার পরই তার ওপর ঝাড়াই-বাছাই করেই আগামী দিনের প্রকল্প ও অগ্রাধিকারে বিষয়টি চূড়ান্ত করে কাজে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, 'সবাইকে নিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে। এই নিয়ে কোনও টানাপোড়েন চলবে না। সামনের বছরেই বিধানসভার ভোট। তার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।' বুধবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ, আরও বেশি বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছোতে হবে। এজন্যই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর উত্তরবঙ্গের আট জেলায় সব দলের জনপ্রতিনিধিকে জনস্বার্থবাহী প্রকল্পের প্রস্তাব জানতে চায়। আগামী আর্থিক বছরে (২০২৫-২০২৬) দপ্তরের বাজেট বেড়ে ৮৬৬.২৬ কোটি টাকা। ভোট বছর ২০২৫-এ এর উপযুক্ত ব্যবহার করা দরকার অল্প সময়ের মধ্যেই। কারণ ২০২৬-এর শুরুতে ভোট হলে ৯ মাসের বেশি সময় পাওয়া যাবে না।'

> সবাইকে নিয়েই উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে। এই নিয়ে কোনও টানাপোড়েন চলবে না। সামনের বছরেই বিধানসভার ভোট। তার আগে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

উদয়নবাবু জানিয়েছেন, বড় বড় প্রকল্পের ওপর জোর দিতে চায় না তাঁর দপ্তর। প্রকল্পের সংখ্যা বাড়িয়ে বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছোনোটাই উদ্দেশ্য। একেবারে নতুন ছকে এবার আগামী বছরের বাজেটের টাকা খরচ করতে উদ্যোগী হয়েছেন তিনি।

এর পিছনে অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রীর ভাবনা, পরিকল্পনা ও কৌশল আছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বারবার উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও সমতলে গিয়ে তাঁর দল তৃণমূলের প্রতি উত্তরবঙ্গবাসীর মুখ ফেরাতে পারেনি। এবার ভোটের আগে আবার মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গের প্রতি বিশেষ ভাবনা ও প্রয়াস শুরু করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী চান, উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার স্বার্থে সরকারের সব দপ্তরের কাজের পরিপূরক হিসেবে কাজ করুক উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী থেকে বিধায়ক ও সর্বস্তরের জনপ্রতিনিধিদের এই কাজে শামিল করতে চান তিনি।

বাসে উঠে ভোগান্তি যাত্রীদের

কোচবিহার ও দিনহাটা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) বাস টার্মিনাসের টিকিট কাউন্টার থেকে দু'রকম বাসের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। অথচ কাউন্টারে তা নিয়ে আলাদা করে কোনও বিজ্ঞপ্তি নেই। ফলে কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে এনবিএসটিসির বাসে উঠে মাঝেমধ্যেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে যাত্রীদের। অনেক সময় যাত্রীদের আবার নতুন করে টিকিট কাটতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষ পুরোপুরি উদাসীন। এনবিএসটিসি'র লিজ দেওয়া বাসগুলিতেই এই সমস্যা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এনবিএসটিসির চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'টিকিট কাউন্টারে টিএসএ-র যখন টিকিট দেওয়া হয় তখন নির্দিষ্ট করে সেই গাড়ির জন্যই টিকিট দেওয়া হয়। অন্য গাড়ির তো টিকিট দেওয়া হবে না। তাহলে কোথাও একটা ভুল হচ্ছে। কোথায় হচ্ছে সেটা আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

দিনকয়েক আগে শিলিগুড়ি যাওয়ার জন্য কোচবিহারের এনবিএসটিসির বাস টার্মিনাসের টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বাসে উঠেছিলেন এক যাত্রী। স্ট্যান্ড থেকে গাড়িটি রওনা হওয়ার কিছু সময় বাদে কনডাক্টর আসেন টিকিট পরীক্ষা করতে। ওই যাত্রীর টিকিট দেখে কনডাক্টর তা বাতিল করে দেন। তিনি জানান এটা তাঁদের বাসের টিকিট নয়। এটা প্রাইভেট টিকিট। সরকারি টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে গাড়িতে ওঠার পরেও কনডাক্টরের এমন কথা শুনে যাত্রী রূপাঞ্জন চক্রবর্তী আকাশ থেকে পড়েন। অগত্যা রূপাঞ্জনকে আবার নতুন করে টিকিট কেটে শিলিগুড়ি যেতে হয়। এনবিএসটিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে এনবিএসটিসির চারটি বাস টিকিট সেলিং এজেন্সির (টিএসএ) মাধ্যমে চলে। অর্থাৎ ওই বাসগুলিকে এনবিএসটিসি কোনও সংস্থাকে লিজে দিয়েছে। প্রাইভেট সংস্থা ওই বাসগুলি চালায়। এর মধ্যে তিনটি বাস কোচবিহার থেকে ও একটি দিনহাটা থেকে চলাচল করে। কোচবিহার থেকে যে তিনটি বাস টিএসএ-র রয়েছে, তার মধ্যে একটি কোচবিহার থেকে বুনিয়াদপুর, একটি কোচবিহার-গঙ্গারামপুর ও অন্যটি কোচবিহার থেকে রায়গঞ্জে যাতায়াত করে। দিনহাটার বাসটি কোচবিহার ভায়া হয়ে চাঁচল পর্যন্ত যায়। কোচবিহার থেকে যে তিনটি টিএসএ-র বাস যাতায়াত করে সেগুলি মূলত সকাল ৬টা থেকে ৯টার মধ্যে বাস টার্মিনাস থেকে ছাড়ে। ফলে ওই বাসগুলির টিকিট কাউন্টারও এনবিএসটিসির টিকিট কাউন্টারের পাশেই রয়েছে। সকালে তিন-চার ঘণ্টা খোলা থাকে টিএসএ'র টিকিট কাউন্টার। আর এতেই ঘটছে বিভ্রান্তি। কারণ দুটি টিকিট কাউন্টার সম্পূর্ণ আলাদা হলেও টিকিট কাউন্টারের সামনে সেই বিষয়ে কোনও কিছু লেখা নেই।

এনবিএসটিসির বাস টার্মিনাসের কাউন্টারে থাকা চিফ ইনস্পেকটর প্রশান্ত সাহা বলেন, 'কাউন্টারের সামনে এনবিএসটিসি ও টিএসএ-র বাস নিয়ে আলাদা করে কিছু লেখা নেই।'

পড়ন্ত বিকেলে খেলায় মেতে।। কোচবিহারে টাকাগাছে তোর্ষা নদীর চরে বুধবার অর্পণ গুহ রায়ের তোলা ছবি।

চা পর্যটনের পরিকল্পনা রুখতে আন্দোলনের ডাক

মমতার ঘোষণায় বিরোধিতা

কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : চা বাগানের চা পর্যটনের কাজে লাগানো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা রুখে দিতে উত্তরবঙ্গ জুড়ে আন্দোলনে নামছে চা বাগানের ডান, বাম শ্রমিক সংগঠন ও বিজেপি। চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমি পর্যটনের জন্য শিল্পপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তরাই ও ডুয়ার্সের চা বাগানে বৃহত্তর আন্দোলনের পাশাপাশি ধর্মঘট ডাকার কথাও প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। মঙ্গলবার সিটু প্রভাবিত ৩২টি শ্রমিক সংগঠনের জয়েন্ট ফোরামের উদ্যোগে এক সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। যদিও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিল না বিজেপি। ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনিতে এই দাবিতেই পৃথক সভা করতে চলেছে বিজেপি। সেই সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিত থাকবেন। সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে গিয়ে চা বাগানের ৩০ শতাংশ জমিতে টি ট্যুরিজম গড়ে তোলার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর কলকাতায় ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের চা বাগানের অব্যাবহৃত ৩০ শতাংশ জমি নিয়ে চা পর্যটন শিল্প গড়ে তোলার কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্য সরকারের মতে, চা বাগান ও চা শ্রমিকদের বাঁচাতে বিকল্প এই উদ্যোগে চা শিল্প ও তার সঙ্গে যুক্ত

অবস্থান বিক্ষোভে বিজেপি।

বাগানের শ্রমিকরা উপকৃত হবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার পরেই চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলি বেঁকে বসে। বিরোধিতা শুরু করে বিজেপি। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট চা বাগান নিয়ে রাজ্য সরকারের ঘোষণা যাতে কার্যকর করা না হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে চিঠি লেখেন। বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার দাবি জানালেও স্পিকার তা খারিজ করায় প্রতিবাদে শিলিগুড়ির বিধায়ক বিজেপির মুখ্য সচেতন শংকর ঘোষের নেতৃত্বে বিধানসভা চত্বরে মিছিল করেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা, কুমার গ্রামের মনোজ ওরাওঁ, দার্জিলিংয়ের নীরজ তামাং জিম্বা, মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বর্ম, নাগরাকাটার পুনা ভেংরা সহ উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের বিধায়করা। পরে শংকরবাবু জানান, চা বাগান ও উত্তরবঙ্গের চা শিল্পকে ধ্বংস করতেই রাজ্য সরকারের এই চক্রান্ত। অবিলম্বে চা পর্যটন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা প্রত্যাহার করতে হবে। এই লক্ষ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি কালচিনিতে সভা করবেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। উত্তরবঙ্গে গিয়ে সুভাষিনী চা বাগানেই এই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরির দাবি ও জমির পাট্টা বাগান শ্রমিকদের দেওয়ার দাবিতেও সরব হবে বিজেপি। একই দাবিতে আন্দোলন শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে তরাই ডুয়ার্স ও পাহাড়ের চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিক সংগঠন জয়েন্ট ফোরামও। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে তৃণমূলের প্রভাব বেড়েছিল।

আগামী বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়ে, বিজেপি সহ বাম, কংগ্রেস প্রভাবিত শ্রমিক সংগঠনগুলি সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে আন্দোলনের মাধ্যমে চা বলয়ে হারানো জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। জয়েন্ট ফোরাম এব টি ইন্ডাস্ট্রিজের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলেন, এতে বিজেপির সভায় কোনও প্রভাব পড়বে না।'

অসুস্থ পরীক্ষার্থী

সোনাপুর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : মাধ্যমিক শুরুর পর থেকেই আলিপুরদুয়ার জেলায় পরীক্ষার্থীদের অসুস্থতার বিষয়টি নজরে এসেছে। বুধবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের প্রমোদিনী হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে আসা এক ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। তপসিখাতা হাইস্কুলের ওই ছাত্রী অসুস্থ হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় স্কুলে।

ঝিল দখল

প্রথম পাতার পর

ভেঙে ফেলতে হবে। সেক্ষেত্রে পুরসভা কী ভূমিকা গ্রহণ করবে সেটাই এখন দেখতে চাইছেন সাধারণ নাগরিক। গত পুরসভা নির্বাচনের আগেও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো কাউন্সিলারের ঝিল দখল করে বাড়ি তৈরির বিষয়টিকে রাজনৈতিক ইস্যু করেছিল। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার জলাশয় বাঁচাও কমিটির তরফে তৎকালীন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে লিখিত অভিযোগও করা হয়েছিল। কিন্তু আখেরে কোনও লাভ হয়নি। বরং কাউন্সিলারের ঝিলের ওপর তৈরি ওই বাড়ির বহর আরও বেড়েছে। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমরা সমস্ত কিছুই খতিয়ে দেখছি। পুরসভা যতটা সম্ভব ঝিল দখলমুক্ত করবে।'

আগুন, দূষণ

প্রথম পাতার পর

এখানে আগুন নেভানোর জন্য হোসপাইপের পরিকাঠামো দমকলের নির্দেশিকা মেনে করা হয়নি। এখন বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ড ঘটলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কী করবে?

অন্যদিকে হাসপাতালের পরিবেশ, পরিচ্ছন্নতা, দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ব্যবস্থা দেখে ছাড়পত্র দেয় পলিউশন বোর্ড। সেটাও নেই হাসপাতালের কাছে। সূত্রের খবর, সেই ছাড়পত্রের জন্য নাকি আবেদনই করা হয়নি। একইভাবে নেই লিফট অপারেটিং লাইসেন্স। কর্তৃপক্ষ বলছে, এইসব কাগজ জোগাড় করার পর আবার আবেদন করা হবে এনকোয়াশ পরিদর্শনের জন্য। কিন্তু পরিকাঠামোর ব্যবস্থা কী হবে, সেকথা কেউ বলছে না।

মন্তব্যের নিন্দা

প্রথম পাতার পর

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা ভোট আপনার রাজনৈতিক কেরিয়ারের মৃত্যুকুম্ভে পরিণত হবে।'

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মমতার চ্যালেঞ্জের পালটা বুধবার শুভেন্দু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আপনি আমার বুকের পাটা দেখতে চেয়েছেন। দিঘায় রাজ্য সরকারের তৈরি জগন্নাথধাম সংস্কৃতিকেন্দ্রের নাম বদলে জগন্নাথ মন্দির লিখুন। আর পুরীর মতো দিঘার মন্দিরে হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রবেশ নিষিদ্ধ করুন।'

জাল নোট ছড়াচ্ছে মহিলা ক্যারিয়াররা

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ ১৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলার বাংলাদেশ সীমান্তে সক্রিয় জাল নোট পাচারের সিন্ডিকেট। তারা জাল নোট ছড়াতে এপারের গ্রামীণ দোকানের হালখাতা, মেলা, হাট আর বাজারকে টার্গেট করেছে। যেখানে ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের।

সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর গোয়েন্দাদের সন্দেহ, সংশ্লিষ্ট সিন্ডিকেটের সঙ্গে সংস্রব রয়েছে পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর' এবং মালদহে কিছু হাট, বাজার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রাম রয়েছে। হাটবাজারের ব্যবসায়ীরা সহজ সরল। তাঁদের সঙ্গে লেনদেন করা সহজ। সম্ভবত এজন্যই জাল নোট ছড়াতে হাট ও গ্রামীণ বাজারকে টার্গেট করেছে সিন্ডিকেট। আর ওই কাজে লাগানো হচ্ছে মহিলাদের।

গোয়েন্দাদের দাবি, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে চোরাপথে মালদহ, মুর্শিদাবাদ হয়ে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জাল নোট ঢোকানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বারবার অভিযান চালালেও কাঁটাতারের ওপারে জঙ্গিগোষ্ঠীর একাংশের মদতে এই কারবার উত্তরের মাটিতে স্থায়ী করতে কিছু এজেন্ট মরিয়া চেষ্টা চলাচ্ছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ একাধিকবার অভিযান চালিয়ে সাফল্যও পেয়েছে। তবে তা পুরোপুরি রুখতে পারছে না।

গোয়েন্দাদের দাবি, একটু ভালো করে লক্ষ করলে নকল নোট সহজেই চিহ্নিত করা যায়। গ্রামগঞ্জের হাটেবাজার এই নোট চালিয়ে দিচ্ছে জাল নোটের কারবারিরা। উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজারেও এমন নোট ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। মালদহ থেকে এই নোটের কারবারিরা তাদের চক্রের সদস্যদের শিলিগুড়ির একাধিক এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থাকার নির্দেশও দিয়েছে। পুলিশের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় জাল নোট কারবারিদের গতিবিধির উপর নজরদারি বাড়িয়েছে এসটিএফ ও গোয়েন্দা পুলিশ।

১৫ ফেব্রুয়ারি গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এইচডিএফির আধিকারিক উত্তম শর্মার নেতৃত্বে পানিশালা এলাকা থেকে এক মহিলা সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে ৮০ হাজার টাকার ৫০০ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার আব্দুলপুর সংলগ্ন মোহনপুর গ্রামে। তবে কীভাবে ওই জাল নোটগুলি আসল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে এসটিএফ। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ওই ঘটনা নিয়ে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। জাল নোটের কারবার রুখতে নজরদারি বাড়িয়েছে জেলা পুলিশ।

নববধূর গয়না চুরি, ধৃত গাড়িচালক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের পর বাপেরবাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছিলেন নববধূ। গাড়িতে ট্রলি ব্যাগে সোনার গয়না সহ বিয়ের অন্যান্য সামগ্রী রেখেছিলেন। তবে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে ট্রলি ব্যাগ খুলতেই মাথায় হাত। ব্যাগে রাখা গয়না উধাও। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার শহরের।

এরপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন খোঁজখবর নিয়ে গাড়ির চালকের কাছ থেকে খালি বাক্স উদ্ধার করেন। গাড়ির ভিতরে চালকের আসনের নীচে ও চালকের বাড়ি থেকে একাধিক ফাঁকা বাক্স উদ্ধার হতেই সন্দেহ হয়। চালককে এবিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে পুরো বিষয়টি অস্বীকার করে। তবে তারপরেও পুলিশের কাছে অভিযোগ করেনি সেই বধূর পরিবার। বরং গয়না ফেরাতে কয়েকদিন সময় দেওয়া হয় চালককে। কিন্তু সেই চালক ও তার পরিবার, বধূর পরিবারকে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। তারপরেই মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশের দ্বারস্থ হন নববধূ ও তাঁর পরিবার।

বধূর মা শিপ্রা সাহা বলেন, 'ট্রলি ব্যাগে সোনা ও রুপোর অলংকার ছাড়াও দামি উপহার ছিল। তবে সেগুলি পাওয়া যায়নি। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা ওই চালকের বাড়ি থেকে ফাঁকা বাক্স উদ্ধার করেন। তাই ওই চালকের প্রতি সন্দেহ হয় সকলের।'

১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে নববধূর পরিবারের তরফে রাজীব দেবনাথ নামে ওই চালকের বিরুদ্ধে আলিপুরদুয়ার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বুধবার অভিযুক্ত চালককে আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে তাকে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলে খবর। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযোগ পাওয়ার পরেই অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

এদিন থানায় চালকের মা, স্ত্রী সহ পরিবারের লোকজন হাজির হন। অভিযুক্ত চালকের মা বলেন, 'আমার ছেলে চুরি করেনি। সত্যিই যদি চুরি করত তাহলে গাড়িতে ও বাড়িতে এভাবে খোলা বাক্স ফেলে রাখত না। কেউ চুরি করে আমার ছেলেকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ইতিপূর্বে কোনও চুরির রেকর্ড নেই আমার ছেলের বিরুদ্ধে।'

তবে নববধূ ও তাঁর পরিজনরা সে সব অভিযোগ মানতে নারাজ। কারণ হিসেবে তাঁরা জানান, ট্রলি ব্যাগে দামি জিনিসপত্র রয়েছে তা চালককে জানানো হয়েছিল। চালককে একাই গাড়িতে বসে থাকতেও দেখা যায়। তাছাড়াও চালকের কাছ থেকে অলংকারের ফাঁকা বাক্স উদ্ধার হয়েছে। তাই তাকে সকলে সন্দেহ করছেন।

মুক্তি সুপারের

প্রথম পাতার পর

মন্ত্রী বুলুকে বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এনিয়ে পদক্ষেপ করা হয়নি, অভিযোগ তাঁদের। সন্ধ্যায় আরেক ধর্মঘটি আজাবুল আলি বলেন, 'সরকারের ওপর আস্থা রেখে ধর্মঘট তুলে নিলাম।'

দাবির যথার্থতা মেনেছেন সুপারও। অফিসে আটকে থাকাকালীন তিনি বলেন, 'ওঁদের দাবি এবং অভিযোগের ভিত্তি রয়েছে। সমস্যা মেটাতে আমরা মাঝে মাঝে অন্য ফান্ড থেকে ওঁদের কিছু টাকা দিয়ে থাকি। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।'

ধর্মঘটের চাপ সামলাতে সাফাইকর্মীদের বলা হয়েছিল সেই অস্থায়ী কর্মীদের কাজগুলি করতে। সাফাইকর্মী বিনোদ বাসফোর বলেন, 'মঙ্গলবার রাতে প্রসূতি বিভাগে সাফাইকর্মী বাসন্তী বাসফোরকে গজকাপড় কাটার নির্দেশ দেন নার্স। বাসন্তী ওই কাজ করতে অস্বীকার করলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা হয় সুপারকে।'

এসব টানাপোড়েনের মাঝে বুধবার ভোগান্তি বাড়ল হাসপাতালের আসা রোগীদের। এর আগে ধর্মঘট চলাকালীন লিখিত নোটিশ দিয়ে ভর্তি নিয়ন্ত্রিত করেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এবার আর তেমন কোনও লিখিত নোটিশ দেওয়া হয়নি। তবে হাসপাতালের নীচুতলার কর্মীরাই জানান, বুধবার অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। একাধিক রোগীকে রেফার করে দেওয়া হয়েছে। ফালাকাটার দলগাঁওবস্তির বাসিন্দা বৃদ্ধ আবদুল ফরিদ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন হাসপাতালে। তাঁর স্ত্রী শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওই বৃদ্ধাকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। আবদুল বলেন, 'আমি ভীষণ গরিব। জলপাইগুড়ি নিয়ে যাওয়ার টাকা পাব কোথায়?' যদিও সুপারের দাবি, 'জরুরি বিভাগ, প্রসূতি বিভাগ এবং শিশু বিভাগে পরিষেবা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।'

আটক মহিলা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বুধবার আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের মধ্য পারোকাটার এক মহিলা সকালে কালীঘাটে পৌঁছে যান। ওই মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছাতেই নিরাপত্তারক্ষীরা আটক করেন।

পুলিশকর্মীরা কথা বলে অসংগতি বুঝতে পারেন। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রথমে ওই মহিলাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলেও পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সঙ্গে পরিবারকেও খবর দেওয়া হয়েছে।

হুজুরের মেলার

প্রথম পাতার পর

মন্ত্রপূত তাবিজও বিক্রি করছিলেন তিনি। তাঁর পাশেই গেরুয়া বসন পরে ভক্তদের কপালে তিলক কাটছিলেন নবদ্বীপের গোপাল বৈরাগ্য। একহাতে ছোট্ট পিতলের সিংহাসনে রাধাকৃষ্ণর মূর্তি এবং অন্য হাতে তিলকের বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে হরেকৃষ্ণ-হরেকৃষ্ণ করে গুনগুন করছিলেন। চাঁদ হুসেনের কথা, 'সব ধর্মই তো এক। আমাদের ডাকার পদ্ধতি আলাদা। অন্য ধর্মকে অসম্মান করার অর্থ নিজের ধর্মকে অসম্মান করা। আমিও তো রাম মন্দিরে গিয়ে প্রসাদ খেয়েছি।' গোপালের বক্তব্য, 'ধর্ম মানে তো ভালোবাসা, হিংসা নয়। সবাই প্রকৃত ধর্ম মেনে চললে শুধুই ভালোবাসা থাকত। ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা করে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে।'

পান্ডুয়া শরিফের মোস্তাক ফকির, ইসলামপুরের ফকির হজরত আলির সঙ্গে মেলায় ঘুরে ঘুরে নিজেদের ধর্মাচরণ করছেন শিলিগুড়ির প্রফুল্ল মহন্ত, কালিয়াগঞ্জের নমিতা দাসীরা। কোথাও কোনও প্রতিযোগিতা নেই, হিংসা নেই। হুজুরের মেলার এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির সম্পাদক লুৎফর রহমানের কথা, 'ফকির আর বৈরাগীর এই সহাবস্থানের কথাই তো যুগে যুগে মহাপুরুষরা বলেছেন। ভেদাভেদ নয়, শুধুই ভালোবাসা ছড়াক। আমরা সেই বার্তাই দিতে চাই। তাই মোমবাতির সঙ্গে মাজারে ভালোবাসার প্রতীক লাল গোলাপ দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রূপ বদল করে চলা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাঁধন হয়তো কখনোই পুরোপুরি আলগা হবে না। কিন্তু চারপাশের ধর্মীয় অনৈক্যের মাঝে হুজুরের মেলা মনুষ্যত্ব ও বিবেককে সজাগ রাখার বার্তা বহন করে চলছে।

এনবিইউয়ে চর্চায় কর্মক্ষেত্রে নারীর বাধা

আবদুল্লা রহমান

বাগডোগরা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসাক্ষেত্র- সর্বত্র পুরুষের সঙ্গে সমানতালে কাজ করছেন নারী। অন্দরমহলের ঘেরাটোপ থেকে এই বেরোনোটা কত কঠিন ছিল- উঠে এল বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক আলোচনাচক্রে। স্বাগত ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মঞ্জুলা বেরা বহু প্রতিবন্ধকতা ঠেলে উনিশ শতকের মেয়েদের শিক্ষিত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তাঁর ভাষণে ছিল বেথুন স্কুল, বারাসাত স্কুলের উল্লেখ, দেশভাগের পরবর্তী সময়ে নারীদের কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসার লড়াই।

বাঁচার তাগিদে এই এগিয়ে আসায় পরিবার, সমাজের বাধার উল্লেখ করে মঞ্জুলা বলেন, 'বাড়ির মেয়েরা ঘোমটা ছেড়ে র‍্যাশনের লাইনে এসে দাঁড়ালেন।' আজকের দিনে মেয়েরা কতটা সুরক্ষিত, আলোচনা করতে গিয়ে

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলোচনা সভা। বুধবার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অনুষদ মহেন্দ্রনাথ রায় মন্তব্য করলেন, শিক্ষিত সমাজে আজকের দিনেও নারী নিগ্রহ কম নয়। অনেক সময় রক্ষকেরই ভক্ষক হয়ে ওঠার ছবি দেখা যায়।

'স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা সাহিত্য : নারী পরিসর' শীর্ষক দু'দিনের এই আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র বুধবার শুরু হয়েছে বাংলা বিভাগের উদ্যোগে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক মৃগাঙ্ক মণ্ডল কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে সমানতালে নারীর যোগদানের পথে বহু কৃচ্ছ্রসাধনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতী চরিত্রের কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, 'নারীর প্রগতিশীল চিন্তাকে আমাদের সমাজ কী চোখে দেখে, তার নিদর্শন এই উপন্যাস।'

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত নিবন্ধক নূপুর দাস বিষয়টির ওপর আলোচনায় নিজের ব্যক্তিজীবনের কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। তিনি বলেন, ''আমি প্রথম যখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, তখন আমাকে অফিস স্টাফদের অনেকে 'ম্যাডাম' না বলে 'স্যর ম্যাডাম' ডাকতেন। বুঝতে পারছেন বিষয়টা! একজন মহিলাকে মানতে কতটা সমস্যা। একদিন নিবন্ধকের গাড়ি থেকে আমাকে নামতে দেখে দুজন বলাবলি করছিল 'মহিলা রেজিস্ট্রার'। এই তো আমাদের সমাজ।''

সভার অন্যতম আলোচক গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য গোপা দত্ত উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মতো সমাজসংস্কারকদের নারীদের হিতে দীর্ঘ লড়াই করতে গিয়ে রক্ষণশীল সমাজের ক্ষোভের মুখে পড়ার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। যদিও তাঁর বক্তব্য, 'মেয়েরা এখন বাইরে কাজে যাচ্ছে। তারা আর স্বামীর মুখাপেক্ষী না থাকলেও কী এমন যায়-আসে। নারী চিকিৎসক, নারী আইনজীবীরা পারদর্শিতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে আজও অনেকের শঙ্কা কাটেনি।'

গোপার বক্তব্য, 'জাতের বাইরে ছেলে বা মেয়ের বিয়েকে এখনও সমাজ ভালো চোখে দেখে না। অনেক সময় এজন্য হত্যাকাণ্ডও ঘটছে।' নারীদের কর্মক্ষেত্রে উদাহরণ দিতে গিয়ে তাঁর ভাষণে উঠে আসে মহানগর, মেঘে ঢাকা তারা ইত্যাদি সিনেমার কথা। উত্তরবঙ্গের নারীসমাজের বিবর্তনের প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় স্থান পায় অমিয়ভূষণ মজুমদারের বিনোদিনী ও মাকচক উপন্যাসের প্রসঙ্গ।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মহেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বেকারত্ব থেকে নারী সুরক্ষার জন্য শুভবুদ্ধির মানুষকে এগিয়ে আসার বার্তা দেন। অনুষ্ঠানটিতে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল, প্লাবন সিংহ, উর্বী মুখোপাধ্যায়, হাসনারা খাতুন, শর্মিষ্ঠা পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তিন স্পিনারে বাংলাদেশ দখলের ছক ভারতের

ব্যাটিং অনুশীলনের আগে ফুটবলে মজে বিরাট কোহলি। বুধবার।

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রশ্ন অনেক। জল্পনারও শেষ নেই। সঙ্গে সময়ও থেমে নেই। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাইশ গজে নয়া শুরুর লক্ষ্যে রোহিত শর্মার ভারত। আগামীকাল দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া।

এমন একটা পরিস্থিতি ও প্রেক্ষিতে দুই প্রতিবেশী পরস্পরের মুখোমুখি হচ্ছে, যখন তাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে 'আশ্রয়ে' দেওয়ার পর এই প্রথম বাইশ গজে দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে। ফলে কাল দুবাই ক্রিকেট মাঠের গ্যালারিতে দুই প্রতিবেশীর সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গ্যালারি উত্তাল হয় কিনা, তা নিয়ে চলছে আলোচনা।

মাঠের বাইরের এমন পরিস্থিতি টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে তেমন প্রভাব ফেলেছে বলে খবর নেই। বরং সাম্প্রতিক অতীতের ব্যর্থতা ভুলে নয়া শুরুর লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর রোহিতরা। আজ সন্ধ্যায় দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে পুরো দলকেই দারুণ চনমনে মেজাজে দেখা গিয়েছে। গতকাল বিশ্রামের পর আজ প্রায় তিন ঘণ্টা অনুশীলন করেছেন রোহিত-বিরাট-কোহলিরা। নেটে আলাদাভাবে দীর্ঘসময় ব্যাটিং চর্চা করতে দেখা গিয়েছে প্রবল চাপে থাকা রো-কো জুটিকে। কোচ গৌতম গম্ভীরের দিকেও রয়েছে দুনিয়ার নজর। সন্ধ্যার অনুশীলনের সময় বারবার রোহিত-বিরাটদের সঙ্গে আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে কোচ গম্ভীরকে। টিম ইন্ডিয়ার দুই সেরা ব্যাটার রোহিত, কোহলির পাশে কোচ গম্ভীরের জন্যও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর অগ্নিপরীক্ষা।

কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে ভারতীয় দলের কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে চরম ধোঁয়াশা। আজই র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে উঠে আসে শুভমান গিল ভারত অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে ওপেন করবেন। তিন নম্বরে কোহলি। চারে শ্রেয়স আইয়ার। পাঁচে লোকেশ রাহুল। ছয়ে হার্দিক পান্ডিয়া। সাতে রবীন্দ্র জাদেজা। আটে অক্ষর প্যাটেল। এই পর্যন্ত ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ নিয়ে তেমন ধোঁয়াশা নেই। খটকা এরপরই। মহম্মদ সামির সঙ্গে জোরে

কুলদীপ নাকি বরুণ, বজায় ধোঁয়াশা

বোলার কে হবেন? অর্শদীপ সিং নাকি হর্ষিত রানা। ভারতীয় দলের একটি অংশের দাবি, সামির সঙ্গে অর্শদীপই নতুন বলে বোলিং শুরু করবেন। অন্যদিকে, কোচ গম্ভীরের আশীর্বাদধন্য হর্ষিতকেও প্রথম একাদশের লড়াই থেকে ছেঁটে ফেলা সহজ নয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার ভারতীয় দলের তিন স্পিনারে খেলার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। জাদেজা-অক্ষরের পাশে দলের তিন নম্বর স্পিনার কে হবেন, সেটা আপাতত রহস্য।

আজ সন্ধ্যায় টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে কুলদীপ যাদব ও বরুণ চক্রবর্তী, দুইজনকেই তৈরি রাখা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কে খেলবেন দলের তিন নম্বর স্পিনার হিসেবে, সেটা স্পষ্ট হয়নি। এমনিতেই ঋষভ পন্থকে বসিয়ে রেখে লোকেশকে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে খেলানোর যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচ গম্ভীর, তা নিয়ে রয়েছে বিতর্কও। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দলের তিন নম্বর স্পিনার নিয়ে রহস্য। রোহিতদের উপর চাপ বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত আজ আবার সাংবাদিক সম্মেলনে হুংকার দিয়ে জানিয়েছেন, বাংলাদেশ যে কোনও প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিতে পারে। সাকিব আল হাসান, লিটন দাসদের মতো অভিজ্ঞ তথা সিনিয়ারদের ছাড়াই বাংলাদেশ অধিনায়কের এমন আত্মবিশ্বাসী মন্তব্য নিয়ে সমাজমাধ্যমে হাসাহাসি চলছে।

বাংলাদেশ অধিনায়কের এমন মন্তব্য ভারতীয় শিবিরে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। যতটা দলের কম্বিনেশন নিয়ে ঘেঁটে রয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। গতকাল সন্ধ্যার দিকে দুবাইয়ে হালকা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ বৃষ্টির দেখা মেলেনি। কাল ম্যাচের মঞ্চে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। কিন্তু দুই প্রতিবেশীর বাইশ গজের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রয়েছে ক্রিকেটীয় উত্তাপ। যার শেষটা কীভাবে হয়, সেটাই দেখার।

শুরুটা ভালো করতে মরিয়া বিরাট

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : সময়টা ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। টানা সমালোচনায় জর্জরিত। তার মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যালেঞ্জের সামনে টিম ইন্ডিয়া। নয়া চ্যালেঞ্জের সামনে বিরাট কোহলিও।

ক্রিকেটমহলে বলা শুরু হয়ে গিয়েছে, আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সম্ভবত কেরিয়ারের শেষ আইসিসি প্রতিযোগিতায় খেলতে নামছেন কোহলি। তার আগে আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা শুনিয়েছেন বিরাট। জানিয়েছেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতায় শুরুটা ভালো হওয়া খুব জরুরি। শুধু তাই নয়, আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের আগে কোহলি স্মৃতির সরণিতেও পা ফেলেছেন। ক্রিকেট দুনিয়াকে মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের আসরেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া। শুরুর সেই দুটি ম্যাচ জয়ের পাশাপাশি প্রতিযোগিতাতেও চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল ভারত। অতীতের সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে কোহলি আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফি বড় প্রতিযোগিতা। দুনিয়ার সেরা আটটা দল খেলছে এখানে। ফলে প্রতিযোগিতার মান চ্যালেঞ্জিং হবেই। দল হিসেবে সেই চ্যালেঞ্জের জন্য আমরা তৈরি।'

রাত পোহালেই আগামীকাল ভারত বনাম বাংলাদেশের লড়াই। রোহিত শর্মার ভারত কীভাবে বাংলাদেশ ম্যাচের চ্যালেঞ্জ সামলাবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে কোহলির ভাবনায় টিম ইন্ডিয়ার সোনালি অতীত। বিরাটের কথায়, 'অতীতে মোট দু'বার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার প্রথম ম্যাচ খেলেছি আমরা। ২০১১ সালের একদিনের বিশ্বকাপ ও ২০২৪ সালের টি২০ বিশ্বকাপের সেই প্রথম ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করেছিলাম আমরা। পরে প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নও হই। এবারও তেমন পজিটিভ ভাবনা নিয়ে আমরা শুরু করতে চাই। আবারও বলছি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো বড় প্রতিযোগিতার আসরে শুরুটা ভালো হওয়া খুব জরুরি।'

২০১৭ সালের পর ফের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে। মাঝের সময়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিরাট নিজে সেই বদলের সাক্ষীও। সঙ্গে রয়েছে প্রত্যাশার বিশাল চাপ। বাস্তব সম্পর্কে সচেতন বিরাট। তাঁর কথায়, '২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে আমরা যেমন চাপ নিয়ে খেলেছিলাম, এখানেও সেটাই করতে চাই। মনে রাখতে হবে, প্রতিযোগিতার আয়তন ছোট। ফলে শুরু থেকেই আগ্রাসী ক্রিকেটের মাধ্যমে সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে হবে। একটা বা দুটি ম্যাচে খারাপ পারফরমেন্স মানেই ছিটকে যেতে হবে প্রতিযোগিতা থেকে।'

CHAMPIONS ICC TROPHY 2025 • PAKISTAN | চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আজ

ভারত বনাম বাংলাদেশ

সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** দুবাই

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

একনজরে পরিসংখ্যান

সর্বাধিক রান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট কোহলির রান ৫২৯। রোহিত শর্মার ৪৮১। শীর্ষে থাকা ক্রিস গেইলের (৭৯১) রেকর্ড ভাঙার অপেক্ষায় থাকবেন বিরাট ও রোহিত।

সর্বাধিক ৫০ প্লাস স্কোর

রোহিত ও বিরাটের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অর্ধশতরানের সংখ্যা ৫। শিখর ধাওয়ান, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও রাহুল দ্রাবিড়ের (প্রত্যেকের ৬টি করে) পাশে বসতে রোহিত ও বিরাটের দরকার একটি অর্ধশতরান।

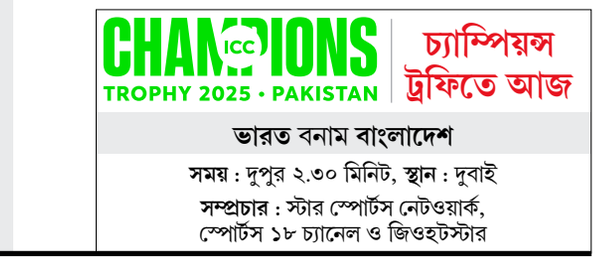

সর্বাধিক জয়

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ১৮টি জয় নিয়ে শীর্ষে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। এবার দুইটি ম্যাচে জিতলে প্রথম দল হিসেবে টুর্নামেন্টে ২০টি জয় হবে ভারতের।

ওডিআইয়ে ভারত-বাংলাদেশ

ম্যাচ : ৪১
ভারতের জয় : ৩২
বাংলাদেশের জয় : ৮
নো রেজাল্ট : ১

বাবরকে সরিয়ে সিংহাসনে শুভমান

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযানে নামার আগে বাড়তি অক্সিজেন শুভমান গিলের। বাবর আজমকে সরিয়ে আইসিসি'র ওডিআই ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে এক নম্বর স্থান দখল করলেন ভারতীয় সহ অধিনায়ক।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত সিরিজের তিন ম্যাচেই পঞ্চাশ প্লাস রান করেন। এরমধ্যে একটা সেঞ্চুরি। সিরিজ সেরাও হন। যার প্রতিফলন আইসিসি র‍্যাংকিংয়েও। শুভমানের রেটিং পয়েন্ট ৭৯৬। ২৩ পয়েন্ট পিছনে রয়েছেন বাবর (৭৭৩)।

র‍্যাংকিংয়ে সেরা দশে রোহিত-বিরাটও

দ্বিতীয়বার এই কৃতিত্ব দেখালেন শুভমান। শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনি, বিরাট কোহলির পর শুভমানই চতুর্থ ভারতীয় ব্যাটার, যে শীর্ষস্থান দখল করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম এই কৃতিত্ব দেখান শচীন। তারপর ধোনি, বিরাট। স্বপ্নের ফর্মের হাত ধরে সেই এলিট তালিকায় দ্বিতীয়বার নিজের নাম তুললেন রোহিতের ডেপুটি শুভমান।

ব্যাটারদের সেরা দশে ভারতীয়দেরই দাপট। শুভমান ছাড়াও রয়েছেন রোহিত (তৃতীয়), বিরাট কোহলি (৬), শ্রেয়স আইয়ারও (৯)। রোহিত-বিরাটের স্থান পরিবর্তন হয়নি। শ্রেয়স অপরদিকে একধাপ উন্নতি করেছেন। এছাড়া প্রথম দশে উল্লেখযোগ্য নাম দক্ষিণ আফ্রিকার হেনরিচ ক্লাসেন (৪), নিউজিল্যান্ডের ড্যারিল মিচেল (৫)।

বোলারদের মধ্যে এক নম্বরে শ্রীলঙ্কার মহেশ থিকশানা। আট দেশীয় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সুযোগ পায়নি দ্বীপরাষ্ট্র। তবে, ৫০-৫০ ফর্ম্যাটে দেশকে গর্বিত করলেন থিকসানা। গত অস্ট্রেলিয়া সিরিজে সাফল্যের পুরস্কার আফগানিস্তানের রশিদ খানকে (৬৬৯ পয়েন্ট) সরিয়ে নয়া মাইলস্টোনে থিকশানা (৬৮০)।

ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ চতুর্থ স্থানে রয়েছেন কুলদীপ যাদব। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ভারতীয় দলের আর কোনও বোলার সেরা দশে জায়গা পাননি। 'রিজার্ভ' তালিকায় থাকা মহম্মদ সিরাজ রয়েছেন দশ নম্বরে। অলরাউন্ডার বিভাগে দশম স্থানে আছেন রবীন্দ্র জাদেজা। অনেকটা পিছিয়ে হার্দিক পান্ডিয়া ২৮ নম্বরে। শীর্ষে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি।

ভারত ম্যাচের প্রস্তুতি শুরুর আগে মাঠেই নমাজ মুশফিকুর রহিম, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, নাজমুল হোসেন শান্তদের।

পাঁচ স্পিনার নিয়ে সমালোচকদের পালটা

স্পিনার মাত্র দুই, বাকিরা অলরাউন্ডার : রোহিত

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কখনও আগ্রাসন। আবার কখনও শান্ত।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অভিযান শুরুর প্রাক্কালে টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা অনেকটা কলেজ শিক্ষকের মতো। যিনি তাঁর আগামীর পরিকল্পনা ছকে ফেলেছেন। এবার মাঠে নেমে কাজটা করে দেখানোর পালা। তার জন্য সতীর্থদের নিয়মিত পরামর্শও দিচ্ছেন।

কিন্তু সেটা কীভাবে? দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ভারতীয় স্কোয়াডে মোট পাঁচজন স্পিনার। সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। কিন্তু রোহিতের টিম ইন্ডিয়া সেটা করে দেখিয়েছে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজে এই পাঁচ স্পিনারকে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কীভাবে ব্যবহার করে, সেদিকে নজর রয়েছে ক্রিকেট মহলের। ভারত অধিনায়ক রোহিত আবার তাঁর স্কোয়াডে থাকা পাঁচ স্পিনার নিয়ে উলটো ভাবনার কথা শুনিয়েছেন আজ। টিম ইন্ডিয়া আগামীকাল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে তিন স্পিনার নিয়ে খেলবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও হিটম্যান তাঁর সমালোচকদের পালটা দিয়ে জানিয়েছেন, ভারতীয় স্কোয়াডে স্পিনার মাত্র দুজন। বাকিরা অলরাউন্ডার। রোহিতের কথায়, 'আমাদের স্কোয়াডে স্পিনার বলতে মূলত দুজন। বাকি যারা রয়েছে, তারা অলরাউন্ডার। ব্যাটিং, বোলিং- দুটিই করতে জানে। ওদের অলরাউন্ড দক্ষতা ভারতীয় দলের ভারসাম্য বাড়ানোর পাশে সাফল্যের দিশা দেবে।'

আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রথম ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ। তার আগে দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতীয় দলের বোলিং কম্বিনেশন নিয়ে রয়েছে আগ্রহ। অধিনায়ক রোহিতের কথায়, 'আমরা আমাদের শক্তি অনুযায়ী দল নির্বাচন করেছি। সেই শক্তি অনুযায়ী প্রথম একাদশও হবে। আমরা সবসময় এমন ক্রিকেটারদেরই দলে চাই, যাদের অলরাউন্ড স্কিল থাকবে। আমাদের স্কোয়াডে যে তিনজন অলরাউন্ডার রয়েছে, ওরা সবসময়ই দলের ভারসাম্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।' হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল- ভারত অধিনায়ক তাঁর দলের সেরা অস্ত্র হিসেবে এই তিন অলরাউন্ডারের কথাই তুলে ধরেছেন। বলেছেন, 'আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রতিযোগিতার আসরে অলরাউন্ডারদের সবসময় বিশেষ ভূমিকা থাকে। আমরা সেই লক্ষ্যেই সামনে তাকাতে চাই।'

ঘরের মাঠে দিনকয়েক আগে শেষ হওয়া সিরিজে শতরান করে ফর্মে ফিরেছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত। যদিও তাঁর বাকি সতীর্থদের মধ্যে বিরাট কোহলি, শুভমান গিলরা রানে নেই। এসব নিয়ে একেবারেই ভাবছেন না রোহিত। ভারত অধিনায়ক বলেছেন, 'গিল, বিরাটদের নতুনভাবে কিছু প্রমাণ করার নেই। ওরা জানে কীভাবে রান করতে হয়। ওরা জানে দল ওদের থেকে কী চায়। হতে পারে সম্প্রতি রান পায়নি। তবে একটা ম্যাচেই ছবিটা বদলে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।' মহম্মদ সামি বল হাতে ক্রমশ ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইংল্যান্ড সিরিজে। কুলদীপ যাদবও এখন ফিট এবং ছন্দে। উপরি হিসেবে দুবাইয়ের মন্থর বাইশ গজে ভারতের তিন স্পিনার প্রভাব বিস্তার করবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। অধিনায়ক রোহিত বলছেন, 'নিজেদের শক্তি সম্পর্কে আমরা সচেতন। পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আমরা চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরেও সেভাবেই সামনে তাকাতে চাই আমরা।'

সাকিবকে নিয়ে প্রশ্নে ক্ষোভ নাজমুলের

দুবাই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পরিবর্তনের ঝড়ে দোদুল্যমান বাংলাদেশ।

পদ্মাপাড়ের পালাবাদলের রেশ ভারতেও। প্রতিদিনই ভারতের বিরুদ্ধে পালা করে আক্রমণ শানাচ্ছে বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এহেন আবহে আগামীকাল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মুখোমুখি ভারত-বাংলাদেশ।

ক্রিকেটীয় যে দ্বৈরথে ভারত-বধের হুংকার। দুবাইয়ে ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত বলেও দিলেন, যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে তাঁর দল। লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ কয়েকদিন আগে বলেছিলেন, আর যাইহোক, ভারতকে হারাতেই হবে। বাংলাদেশের দাবিটাও বোধহয় এই মুহূর্তে এক। লক্ষ্যপূরণে ভারতের সঙ্গে খাতায়-কলমে বিস্তর পার্থক্যকেও গুরুত্ব দিচ্ছে না বাংলাদেশ শিবির।

ভারত-বধের স্বপ্ন উসকে দিচ্ছে বরং দীর্ঘকায় নাহিদ রানার এক্সপ্রেস গতি। গত দ্বিপাক্ষিক লাল বলের সিরিজে নাহিদ ছাপ রেখেছিলেন। সেই নাহিদকেই ভরসা। পাশাপাশি নাজমুল পাত্তা দিচ্ছেন না ভারতের স্পিন-সম্ভারকে। দুই হোক তিন স্পিনার, গৌতম গম্ভীরদের যে কোনও পরিকল্পনা উলটে দিয়ে কিস্তিমাতের মেজাজ। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি নিয়েও তুরীয় মেজাজ-প্রতিপক্ষ দলেকে আছে, কে নেই ভাবতে নারাজ।

দুই দেশ এখনও পর্যন্ত ৪১টি ওডিআই ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে। ভারতের পক্ষে স্কোরলাইন ৩২-৮। আগামীকালও পাল্লা ভারী মেন ইন ব্লু-র। তাছাড়া পাকিস্তানের তুলনায়

নাহিদের গতিতে ভারত-বধের স্বপ্ন

দুবাইয়ের উইকেটে ব্যাটিং সহজ হবে না। আর ব্যাটিংই বাংলাদেশের সবচেয়ে চিন্তার জায়গা।

বাইশ গজ হোক বা গ্যালারি ভারতকে ফাকা ময়দান দিতে নারাজ নাজমুল। বিশ্বাস, বিশ্বের বাকি প্রান্তের মতো দুবাইয়ে সমর্থনের অভাব হবে না। প্রবাসী বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীরা ভিড় জমাবে দলের হয়ে গলা ফাটাতে। ভারত-বাংলাদেশ ম্যাচ মানে, সবসময় উত্তেজনার উর্ধ্বমুখী পারদ। বৃহস্পতিবার দুবাইয়েও ব্যতিক্রম হবে না।

রিশাদ হোসেনের লেগস্পিনও এক্স ফ্যাক্টর। গত টি২০ বিশ্বকাপে দল ব্যর্থ হলেও রিশাদ নজর কাড়েন। দুই তরুণকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসের মাঝে সাকিব আল হাসানকে নিয়ে প্রশ্নে সুর কাটে নাজমুলের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে সাকিবের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কয়েকদিন আগেও নাজমুল স্বীকার করেন, সাকিবভাইকে মিস করবেন। আজ যদিও উলটো সুর। একরাশ বিরক্তি নিয়ে জবাব, সাকিবের অভাব বোধ করবেন না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। যাঁরা আছেন তাদের নিয়েই ভাবছেন।

২০১৭ সালে শেষ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনালে পৌঁছেছিল বাংলাদেশ। ভারতের কাছে হেরেই শেষপর্যন্ত স্বপ্ন ভেঙে যায়। সেদিক থেকে আগামীকাল বদলার ম্যাচও। বদলা হোক বা বদল-টাইগারদের জন্য ভারত যে কঠিন গাঁট একবাক্যে মানছে ক্রিকেট বিশ্ব। হিসেব উলটে দিতে নিজেদের ছাপিয়ে যেতে হবে, বলছেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক হাবিবুল বাশার, মাশরাফি মোর্তাজাও।

অর্শদীপের হয়ে ব্যাট ধরলেন পন্টিং

রিজওয়ানদের নিয়ে সতর্ক করছেন অশ্বীন

নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আগামীকাল বাংলাদেশ ম্যাচ। যদিও সবার নজর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান টক্করে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবশ্য বাস্তববাদী। হুংকার নয়, পাকিস্তানের শক্তি নিয়ে ভারতীয় দলকে সতর্ক করলেন।

অশ্বীনের মতে, ভারত-পাক সাম্প্রতিক অতীতের টক্করে তুলনামূলকভাবে চাপ কম থাকে টিম ইন্ডিয়ার ওপর। অনেক বেশি ফুরফুরে মেজাজে দেখা গিয়েছে ভারতীয় খেলোয়াড়দের। বিপরীত ছবি পাকিস্তানের। দেখে মনে হয় মাথার ওপর পাহাড় প্রমাণ চাপ নিয়ে খেলছে। তবে রোহিত শর্মাদের আত্মতুষ্টির জায়গা নেই। মহম্মদ রিজওয়ানের এই দলটা বেশ দক্ষ। আলাদা কিছু করে দেখানোর ক্ষমতা রাখে। নিজেদের দিনে বেলাইন করে দিতে পারে ভারতকেও।

পাক-হার্ডল নিয়ে সতর্ক করলেও অশ্বীনের বিশ্বাস, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি উঠতে চলেছে রোহিত শর্মার হাতে। ১৫ জনের দলে ৫ স্পিনারের যৌক্তিকতাটুকু ছাড়া মেন ইন ব্লু-কে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী প্রাক্তন তারকা। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রসদ রয়েছে রোহিতের দলে। নিশ্চিতভাবেই টানা দ্বিতীয় আইসিসি টুর্নামেন্ট (টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি) জেতার সুযোগ।'

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাহর শূন্যস্থান পূরণে হর্ষিত রানা নয়, রিকি পন্টিংয়ের বাজি অর্শদীপ সিং। পাঞ্জাব কিংসের সুবাদে আইপিএলে অর্শদীপের নতুন হেড কোচ পন্টিং। মেগা লিগের আগেই হবু ছাত্রর হয়ে ব্যাট ধরলেন। আইসিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পন্টিংয়ের সাফ কথা, 'আমার পছন্দ বাঁহাতি পেসার। বুমরাহর বিকল্প হিসেবে অর্শদীপের পক্ষেই যাব।'

নিজের দাবির স্বপক্ষে যুক্তিও দেখিয়েছেন। পন্টিংয়ের দাবি, টি২০ ফর্ম্যাটে ইতিমধ্যেই দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন অর্শদীপ। নতুন বল হোক বা ডেথ ওভারে বুমরাহ যেভাবে কার্যকর ভূমিকা নেয়, তা মিস করবে ভারত। তবে অর্শদীপের মধ্যেও এই ক্ষমতা ভীষণভাবে রয়েছে। হর্ষিত প্রতিভাবান। নতুন বল বা মাঝের ওভারে যথেষ্ট কার্যকর। তবে বোলিং স্কিলের নিরিখে ডেথ ওভারে অর্শদীপের থেকে পিছিয়ে।

শিখর ধাওয়ানের 'ঘোড়া' আবার শুভমান গিলের ক্রমশও চওড়া হওয়া ব্যাট। আইসিসি টুর্নামেন্টে বরাবর সফল ধাওয়ান বলেছেন, 'এই ভারতীয় দলকে নিয়ে আশাবাদী হওয়ার একঝাঁক কারণ রয়েছে। ব্যাটিংয়ে তারুণ্য-অভিজ্ঞতার মিশেল ঘটেছে। দারুণ ভারসাম্য আলাদা করে শুভমানের কথা বলতে হয়। অত্যন্ত ধারাবাহিক। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বড় ভূমিকা নেবে।'

দ্বিতীয়ার্ধের সংযোজিত সময়ে গোল করে উচ্ছ্বাস বায়ার্ন মিউনিখের আলফনসো ডেভিসের। ধাক্কা সামলাতে মাটিতে শুয়ে পড়লেন সেল্টিক গোলকিপার ক্যাসপার স্কেমিশেল।

মিলানের বিদায়-রাতে শেষ ষোলোয় বায়ার্ন

মিউনিখ ও মিলান, ১৯ ফেব্রুয়ারি: অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিল বায়ার্ন মিউনিখ। অন্যদিকে, এবারের মতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এসি মিলানের অভিযান শেষ হয়ে গেল। সেল্টিক পার্কে প্লে-অফের প্রথম লেগ ২-১ গোলে জিতেছিল বায়ার্ন মিউনিখ। ফলে মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠে ম্যাচ ড্র করতেই হত জার্মান জায়েন্টদের। তবে প্লে অফ ফিরতি লেগ ১-১ গোলে ড্র করতেও যথেষ্ট ঘাম ঝরল বায়ার্ন ফুটবলারদের। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৬৩ মিনিটে বায়ার্ন সেন্টারব্যাক কিম মিন-জাইয়ের ভুল করে বসেন। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সেল্টিককে এগিয়ে দেন নিকোলাস কুন। তার আগে অন্ততপক্ষে আরও তিনটি সহজ সুযোগ নষ্ট করেছিল স্কটিশ ক্লাবটি। উলটোদিকে বায়ার্নের হ্যারি কেনও একটি শট পোস্টে মারেন। মনে হচ্ছিল নির্ধারিত সময়ে হয়তো ম্যাচের নিষ্পত্তি হবে না। তবে ৯৪ মিনিটে সব হিসাব বদলে আলফনসো ডেভিসের গোলে সমতায় ফেরে জার্মান ক্লাবটি। ম্যাচটি শেষপর্যন্ত ১-১ গোল ড্র হওয়ায় দুই লেগ মিলিয়ে ৩-২ গোলে জিতে শেষ ষোলোয় উঠল বায়ার্ন।

এদিকে, ঘরের মাঠ সান সিরোতে শুরুটা ভালোই করেছিল এসি মিলান। ফেনুর্দের বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম মিনিটেই স্যান্টিয়াগো জিমেনেজের গোলে এগিয়ে যায় তারা। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই থিয়ো হার্নান্ডেজ লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় মিলানকে। সেই সুযোগেই ৭৩ মিনিটে ফেনুর্দ গোল শোধ করে। ম্যাচ ড্র হয় ১-১ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে ২-১ গোলের জয়ে শেষ ষোলোয় জায়গা নিশ্চিত করল ফেনুর্দ। সেই সঙ্গে সাতবারের ইউরোপ সেরাদের বিদায় নিতে হল প্লে-অফ পর্ব থেকেই। ব্যর্থতার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে মিলান কোচ সের্জিও কনসেসাও বলেন, 'এটা বড় হার। আমি অনেক ভুল করেছি। এই হারের জন্য আমি দায়ী। থিও কিংবা অন্য কেউ নয়।' অন্য ম্যাচে মোনাকোর সঙ্গে ৩-৩ গোলে ড্র করে প্রি-কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত করেছে বেনফিকা।

ফলাফল

বায়ার্ন মিউনিখ ১-১ সেল্টিক
এসি মিলান ১-১ ফেনুর্দ
বেনফিকা ৩-৩ মোনাকো
আটালান্টা ১-৩ ক্লাব ব্রাগ

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

'আমরাই শুধু বিরাটদের নিয়ে লাফাই'

ভারতকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে : সাকলিন

লাহোর, ১৯ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তান-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে বুধবার করাচিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঢাকে কাঠি পড়েছে। ২৩ তারিখ ভারত-পাকিস্তান মহারণ। তার আগে ভারতকে 'উচিত শিক্ষা' দেওয়ার হুংকার সাকলিন মুস্তাকের গলায়। ক্ষোভের কারণ, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দল না পাঠানোর অনড় মনোভাব। সাকলিনের দাবি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে ভারত যে নেতিবাচক মানসিকতা দেখিয়েছি, তার যোগ্য জবাব দিতে হবে। ২৩ তারিখ বাইশ গজের পাশাপাশি কূটনৈতিকভাবেও পিসিবি-র উচিত কড়া পদক্ষেপ করা ভারতকে নিয়ে।

পাক টিভি চ্যানেলে সাকলিনের বিস্ফোরক মন্তব্য, 'জানি না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তারা কোন জগতে বাস করে। প্রশ্ন, বরাবরই কি এই রকম মানসিকতা (পাকিস্তানে না খেলা) নিয়ে কাটিয়ে দেবে ওরা? কবে নিজেদের বদলাবে ভারত। পরিবর্তন ঘটবে পাকিস্তানকে নিয়ে একরোখা অবস্থানে। আমার মতে, আইসিসি-র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। কড়া অবস্থান নিক পাকিস্তানও। ভারতকে উচিত শিক্ষা দেওয়া উচিত এবার।'

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দল ভারত-পাকিস্তান কাজিয়া পারদ চড়িয়েছে। প্রচুর নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে। হুমকি-পালটা হুমকি, চাপানউতোরেও বদলায়নি ভারতের অবস্থান। সাকলিনের দাবি, ভারতের বায়নাক্কা, অভিযোগের শেষ নেই। অথচ, ভারতীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে পাক ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে উৎসাহ বরাবরই চোখে পড়ার মতো। সাকলিন বলেছেন, 'পাকিস্তানের ক্রিকেটপ্রেমীরা বলছে বিরাট কোহলি আসুক, জসপ্রীত বুমরাহ আসুক, ওদের খেলা দেখতে চায়। বারবার অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু ভারত তাদের অবস্থান থেকে এতটুকু নড়েনি!'

> জানি না ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কর্তারা কোন জগতে বাস করে। প্রশ্ন, বরাবরই কি এই রকম মানসিকতা (পাকিস্তানে না খেলা) নিয়ে কাটিয়ে দেবে ওরা? কবে নিজেদের বদলাবে ভারত। পরিবর্তন ঘটবে পাকিস্তানকে নিয়ে একরোখা অবস্থানে। আমার মতে, আইসিসি-র বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।
>
> **সাকলিন মুস্তাক**

ভারতকে নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই সাকলিনেরও। তুলে আনলেন নিউজিল্যান্ড দলের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে ভারত সফরে ভিসা নিয়ে অভিজ্ঞতার কথাও। দাবি করেছেন, 'নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজের (নভেম্বর, ২০২৪) আগে আমি কিউয়িদের স্পিন বোলিং পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করছিলাম। সিরিজের মাস পাঁচেক আগে ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু হয়। লেস্টার (ইংল্যান্ড) থেকে আবেদন করি। কারণ লেস্টারেই আমি থাকি। সপ্তাহ দুয়েক পর ডাক পড়ে। তারপর থেকে অজানা কারণে ভিসা নিয়ে গয়ংগচ্ছ মানসিকতা, অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়। মাস তিনেক ভিসা স্ট্যাটাস একই জায়গায় পড়ে ছিল! এতটুকু অগ্রগতি হয়নি। শেষপর্যন্ত ওই সময় পাক বোর্ডের প্রস্তাব পাই এবং নিউজিল্যান্ডের দায়িত্ব ছাড়ি। ফলে আর ভারতীয় ভিসার দরকার পড়েনি।'

কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণার ওপর স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ১৯ মার্চ পর্যন্ত ঘোষণা করা যাবে না কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের নাম। বুধবার জানিয়েছে আলিপুর আদালত। এরফলে কলকাতা লিগ নিয়ে জটিলতা আরও বাড়ল। কলকাতা লিগ নিয়ে আগেই আইনি পদক্ষেপ করার কথা জানিয়েছিল ডায়মন্ড হারবার এফসি। বুধবার তারা আলিপুর আদালতে আইএফএ-র বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ জানায়। আদালত ১৯ মার্চ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলকে কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করার ওপর স্থগিতাদেশ জারি করেছে। ডায়মন্ড হারবারের সহ সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'আইএফএ তিনটি দলের সঙ্গে বৈঠক করে লিগের বাকি দুইটি ম্যাচের দিন ঠিক করবে বলেছিল। সেটা ওরা করেনি। তাই আমরা আদালতে গিয়েছি।'

ওডিশা-বধের ছকে বাড়তি সময় মোলিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ফুটবলাররা মাঠ ছেড়েছেন বহুক্ষণ। কিন্তু কোচ এবং তাঁর সহকারীরা কোথায়!

মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের অনুশীলন যেমন হয় প্রতিদিনের মতো এদিনও তেমনই হল বিকেলের দিকে। গরমের বিকেল বলে সন্ধ্যা নামার আগেই তাই বিদেশিরা হোটেল এবং ভারতীয় ফুটবলাররা বাড়ির পথ ধরলেন। কিন্তু হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা কোথায়? আর কোথায়ই বা তাঁর সহকারীরা? যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডের সাজঘর ছেড়ে তাঁরা বেরোলেন প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর। আগামী রবিবার সম্ভবত ঘরের মাঠে এই মরশুমের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটা খেলতে নামছে মোহনবাগান। এহেন ম্যাচের আগে তাই হয়তো সাপোর্ট স্টাফদের নিয়ে এদিনই ওডিশা এফসি-বধের যাবতীয় পরিকল্পনা ছকে ফেলতেই এত দেরি হল মোলিনার। তাঁর চিন্তা থাকাটাই স্বাভাবিক। তাঁর বাকি তিন ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন হতে পয়েন্টও

দরকার তিন। কিন্তু এই শেষের রাস্তাই হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি পিচ্ছিল। ওডিশা শেষ চেষ্টা করবে প্লে-অফে যাওয়ার। তারপর ১ মার্চ মুম্বই সিটি এফসি-ও শেষ ছয়ে থেকে যাওয়া নিশ্চিত করতে চাইবে। আর এফসি গোয়া তো চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়েই আছে। তাই শেষ ম্যাচ পর্যন্ত চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে দোলাচলে না থেকে তাই ওডিশাকে নিজেদের ঘরের মাঠে দর্শক-সমর্থকদের শব্দব্রহ্ম দিয়েই ঘায়েল করতে চায় মোহনবাগান। হয়তো এদিনই ওই ম্যাচে মাঠে কীভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায়, তারই ছক কষে রাখলেন। যদিও বেরনোর সময়ে হালকা হেসে জানিয়ে গেলেন, 'এমনিই বসে ছিলাম। অত ভাবনার কিছু নেই।'

মনবীর সিং এদিনও বেশিরভাগ সময়টাই কাটালেন রিহ্যাবে। আশিস রাই ও গ্রেগ স্টুয়ার্ট অবশ্য খানিকক্ষণ ফিজিকাল ট্রেনারের সঙ্গে সময় কাটিয়েই দলের সঙ্গে মূল অনুশীলনে চলে যান। কেউই মুখে স্বীকার না করলেও ওডিশার মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মনবীর অনিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। যদিও শেষপর্যন্ত খেলেন তাহলেও সেটা যে পুরো সময়ের জন্য হবে না, সেটা নিশ্চিত। তবু যত সমস্যাই থাক না কেন, ওডিশা ম্যাচেই চ্যাম্পিয়নশিপ নিশ্চিত করতে এখন ফুটছে সবুজ-মেরুন শিবির।

লড়ছে গুজরাট

রনজি সেমিতে পিছিয়ে মুম্বই

নাগপুর ও আহমেদাবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির সেমিফাইনালে খেলতে নেমে তৃতীয় দিনের শেষে চাপে মুম্বই। দ্বিতীয় ইনিংসেও বড় রানের পথে এগোচ্ছে বিদর্ভ। অন্যদিকে, গুজরাট লড়ে যাচ্ছে কেরলের বিরুদ্ধে।

বিদর্ভের ৩৮৩ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে মুম্বইয়ের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৭০ রানে। ১১৩ রানে এগিয়ে থেকে ব্যাট করতে নেমে করুণ নায়ারদের শুরুটা ভালো হয়নি। ৫৬ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় তারা। যদিও যশ রাঠোরকে (অপরাজিত ৫৯) সঙ্গে নিয়ে ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান বিদর্ভের অধিনায়ক অক্ষয় ওয়াদকার (অপরাজিত ৩১)। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ১৪৭/৪। বিদর্ভ এগিয়ে ২৬০ রানে।

অন্য সেমিফাইনালে কেরলের ৪৫৭ রানের জবাবে লড়ছে গুজরাট। তৃতীয় দিনের শেষে তাদের স্কোর ১ উইকেটে ২২২। আর্য দেশাই ৭৩ রানে ফিরলেও শতরান করেছেন প্রিয়াঙ্ক পাঞ্চাল (অপরাজিত ১১৭)। যদিও এখনও কেরলের থেকে ২৩৫ রানে পিছিয়ে গুজরাট।

কিউয়ি শিবিরে 'বিমানহানা' পাকিস্তানের

মন্থর বাবর, হেরে শুরু রিজওয়ানদের

শতরানের পর উইল ইয়ং। করাচিতে বুধবার।

করাচি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হতে তখন মিনিট পাঁচেক বাকি। মাঠে নামার জন্য তৈরি পাকিস্তান দল এবং নিউজিল্যান্ডের দুই ওপেনার ডেভন কনওয়ে ও উইল ইয়ং। কিন্তু হঠাৎই কিউয়ি শিবিরে 'বিমানহানা' পাকিস্তানের!

২৯ বছর পর কোনও আইসিসি ট্রফি হচ্ছে পাকিস্তানে। মুহূর্তকে ঝলমলে করতে বিমানের মাধ্যমে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু করাচি ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের উপরে বিমানের প্রদর্শনীতে এতটাই আওয়াজ হয় যে, রীতিমতো ভয় পেয়ে যান কনওয়েরা। সেই ভিডিও আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

মাঠে অবশ্য ইয়ং, টম ল্যাথামদের দাপটে ৬০ রানে হার পাকিস্তানের। কনওয়ে (১০), কেন উইলিয়ামসন (১) ব্যর্থ হলেও একটা দিক ধরে রাখেন ইয়ং (১০৭)। পাশে পেয়ে যান টম ল্যাথামকে (অপরাজিত ১১৮)। তাঁদের ১১৮ রানের জুটিতে কিউয়িদের বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। পরে গ্লেন ফিলিপসের (৩৯ বলে ৬১) ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে কিউয়িরা ৩২০/৫ স্কোরে পৌঁছে যায়। ১০ ওভারে ৬৮ রান দিলেও উইকেটহীন থাকতে হয় শাহিন শা আফ্রিদিকে।

শিশির পড়ার আশায় টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন পাকিস্তানের অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান। কিন্তু পাক শিবিরের হতাশা বাড়িয়ে সেভাবে শিশির পড়েনি। সঙ্গে মাত্রাতিরিক্ত মন্থর ব্যাটিংয়ে দলকে চাপে ফেলে দেন বাবর আজম (৯০ বলে ৬৪)। মূলত তাঁর জন্যই খুশদিল শা (৪৯ বলে ৬৯), সলমন আলি আঘা (২৮ বলে ৪২) চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। ব্যর্থ হন রিজওয়ান (৩), ফখর জামানও (২৪)। পাকিস্তান ৪৭.২ ওভারে ২৬০ রানে অল আউট হয়। উইল ও' রৌরকে ও মিচেল স্যান্টনার ৩ উইকেট নিয়েছেন।

ডব্লিউপিএলে আজ

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : বেঙ্গালুরু
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

এফএসডিএল-কে চিঠি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : শনিবার পাঞ্জাব এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের। সেই প্রস্তুতির মাঝেও এএফসি-র ভাবনা লাল-হলুদ শিবিরে। আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের বাকি আর চার ম্যাচ। শেষ দুইটি ম্যাচ মার্চের ২ ও ৮ তারিখ। এর মাঝেই খেলতে হবে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে। যদিও লাল-হলুদ কর্তারা আগেই ফেডারেশন সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাতে আইএসএলে তাদের ৮ তারিখের ম্যাচটির দিন পরিবর্তনের আর্জি জানিয়েছিলেন। এবার সেই একই মর্মে আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল-কেও চিঠি দিল ইস্টবেঙ্গল।

এদিকে, পাঞ্জাব ম্যাচের আগেও চোট-আঘাতের সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারছে না অস্কার ব্রুজোঁর দল। বুধবারও শুধু রিহ্যাব সারলেন রিচার্ড সেলিস। মাঠ ছাড়ার সময় তাঁর চোটের অবস্থা জানতে চাইলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলে গেলেন, 'এখনই ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা নেই।' এদিকে এদিন টিম মিটিংয়ের পরই মাঠ ছাড়েন নন্দকুমার শেখর। তাঁকে হালকা খোঁড়াতেও দেখা গেল।

প্রয়াত মিলিন্দ, শোকস্তব্ধ শচীন

মুম্বই, ১৯ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত হলেন মিলিন্দ রেগে। সুনীল গাভাসকারের সতীর্থ ও ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন। একই স্কুল, কলেজ। ক্রিকেট শেখাও একইসঙ্গে দাদার ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবে। জাতীয় দলের দরজা খুলতে না পারলেও মুম্বই, পশ্চিমাঞ্চল দলের নিয়মিত সদস্য ছিলেন। নেতৃত্ব দেন মুম্বইকে। খেলেছেন ৫২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ। শচীন তেন্ডুলকার, আজিঙ্কা রাহানের মতো তারকার মেন্টরও ছিলেন। বদলে দিয়েছিলেন শচীনের কেরিয়ার। সামলেছেন নির্বাচক কমিটির দায়িত্বও। গত রবিবারই ৭৬তম জন্মদিন পালন করেন। তিনদিনের মধ্যেই না ফেরার দেশে। বুধবার সকালে মুম্বইয়ের এক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

হারল উত্তর দিনাজপুর

জলপাইগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে বুধবার উত্তর দিনাজপুর ৯ উইকেটে নদিয়ার বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে। টসে জিতে উত্তর দিনাজপুর ৪২ ওভারে ১১৬ রানে অলআউট হয়। শুভম সরকার ২১ রান করেন। অরিত্র দেবনাথ ২৬ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট।

জবাবে নদিয়া ৩০ ওভারে ১ উইকেটে ১১৭ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অরিত্র দেবনাথ ৫৮ রানে অপরাজিত থাকেন।

উত্তরের খেলা

জিতল বিএমসি

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ফেব্রুয়ারি : কামাখ্যাগুড়ি লেজেন্ড ক্রিকেট লিগে বিএমসি ক্লাব ৫৮ রানে হারিয়েছে মাদার ইন্ডিয়া ক্লাবকে। প্রথমে বিএমসি ৭ উইকেটে ১৩৫ রান করে। জবাবে মাদার ইন্ডিয়া ৭ উইকেটে ৭৭ রানে আটকে যায়। ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা নিবাচিত হয়েছেন পিন্টু সাহা।

আজ জামশেদপুরের সামনে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ফেব্রুয়ারি : আইএসএলে নতুন করে পাওয়ার কিছু নেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। লিগ টেবিলের সবচেয়ে তলায় থাকা সাদা-কালো শিবিরের একটাই লক্ষ্য বাকি সব ম্যাচ জিতে মরশুম শেষ করা। বৃহস্পতিবার ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে খেলতে নামছে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল।

এখনও পর্যন্ত একটিও হোম ম্যাচ জিততে পারেনি মহমেডান। প্রতিপক্ষ জামশেদপুর ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মহমেডানকে হারাতে পারলে তাদের সুপার সিক্সে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে মাঠে নামবে খালিদ জামিলের দল। ম্যাচ যে কঠিন হতে চলেছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন মহমেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন। তিনি বলেছেন, 'আমাদের জন্য ম্যাচটা মোটেও সহজ হবে না। এই মরশুমে

আইএসএল আজ

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব বনাম জামশেদপুর এফসি

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : জামশেদপুর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টার

জামশেদপুর খুব ভালো ছন্দে রয়েছে। তবে আমরা আমাদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'শেষ ম্যাচের ভুলত্রুটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। বিশেষ করে রক্ষণভাগ চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামশেদপুরের বিরুদ্ধে ম্যাচে জিততে গেলে রক্ষণভাগের ভুলত্রুটি শুধরে মাঠে নামতে হবে।'

অনুশীলনে অ্যালেক্সিস গোমেজ।

জামশেদপুরের বিরুদ্ধে দলে পরিবর্তন আনতে পারেন মেহরাজ। গৌরব বোরাকে বসিয়ে জো জোহেরলিয়ানাকে ডিফেন্সে ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরের সঙ্গে খেলাতে পারেন তিনি। দলের দুই গোলরক্ষক পদম ছেত্রী ও ভাস্কর রায় প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ। তাই কলকাতা লিগে ভালো খেলা শুভজিৎ ভট্টাচার্যকে সুযোগ দিতে পারেন মেহরাজ। আপফ্রন্টে মনবীর সিংকে বসিয়ে রবি হাঁসদাকে দলে রাখতে পারেন তিনি।

TENDER NOTICE

Tender are invited by the undersigned for e-NIT No. 06/JAT II/2024-25, 07/JAT II/2024-25 & 08/JAT II/2024-25 dated 19/02/2025 Fund: 15th FC (Tied & Untied) Last date of dropping 28/02/2025 (upto 18:00) & NIT No. 09/JAT II/2024-25 dated 19/02/2025 Fund: 15th FC (Tied) Last date of dropping 28/02/2025 (upto 14:00) The details can be seen from the website i.e. www.wbtenders.gov.in and Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Jateswar-II G.P

NOTICE INVITING TENDER

Two cover bid system e-tender are hereby invited by the undersigned through e-tender portal for **E-NIT No. WB/APD/KMG/KGP-I/ET/05/25-25, DATED : 18/02/2025** Details are available at the notice board of Kamakhyaguri No.I G.P. Office and also at www.wbtenders.gov.in website.

Sd/-
Prodhan
Kamakhyaguri No.I Gram Panchayat

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন উলুবেড়িয়া-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 98E 92835 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষ ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে সুযোগ পায়। আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনতে গেলে, আমাদের এই সুযোগগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। আমি এখন একজন কোটিপতি ব্যক্তি হওয়ায় আমি কৌশলগতভাবে আমার ব্যবসা এবং আমার জীবনধারা উন্নত করতে পারছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, উলুবেড়িয়া - এর একজন বাসিন্দা অসিত হাজরা - কে 29.10.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরা হ্যাপি সরকার।

জয়ী আরএসএ, দাদাভাই

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ফেব্রুয়ারি : ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও টাউন ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে সারা ভারত ডুয়ার্স কাপ মহিলা টি২০ ক্রিকেটে বুধবার জলপাইগুড়ি আরএসএ ক্রিকেট কোচিং সেন্টারর ৮৩ রানে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। টাউন ক্লাব মাঠে আরএসএ টসে জিতে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪৬ রান তোলে। হ্যাপি সরকার ৪৬ রান করেন। হিমাবতী রায় ৩৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে রেইনবো ৯ উইকেটে ৬৩ রানে আটকে যায়। শিখা সরকার ২৭ রান করেন। ম্যাচের সেরা হ্যাপি ৪ রানে নেন ২ উইকেট।

অন্য ম্যাচে শিলিগুড়ি দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৬৫ রানে কোকরাঝাড় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। দাদাভাই টসে জিতে ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫১ রান তোলে। মমতা কিস্কু ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। মীরজুপা বেগম ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে কোকরাঝাড় ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৬ রানে থামে। হীরামণি সইকিয়া ২৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা বর্ষা দাস ৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।